দীপ-নির্ব্বাণ

(পঞ্চাঙ্ক)

বীমা বিষয়ক

সামাজিক বিয়োগান্ত নাটক

শ্রীজিতেন্দ্রনাথ বিশ্বাস প্রণীত

প্রকাশক :— বিমলকৃষ্ণ বিশ্বাস

২৩১ নং অপার চিৎপুর রোড,

কলিকাতা

সন ১৩৩৬ সাল।

মূল্য ১।০ পাচ সিকা।

উৎসর্গ

স্বর্গীয়া শরৎকুমারী দাসী

মাতৃদেবী, শ্রীচরণকমলোদ্দেশে

মা !

আপনি আজ অমরধামে, কিন্তু আপনার আশীর্ব্বাদ আমাদের মস্তকে কল্যাণধারা বর্ষণ করিবে। আপনি চিরদিন নানাপ্রকার পুস্তক পাঠ করিতে ভালবাসিতেন, কিন্তু চাকুরী-জীবনে আমার কোন পুস্তক লিখিবার সুযোগ হয় নাই, যদিও বাল্যজীবনে অল্প ছিল।

আজ আমি চাকুরী হইতে অবসর প্রাপ্ত হইয়া রুগ্ন শয্যায় দৃষ্টি-শক্তির বাধা সত্ত্বেও যে ফুলের মালা গাঁথিয়াছি, তাহা আপনারই শ্রীচরণ উদ্দেশে অর্পণ করিলাম।

বরাহনগর,
রথযাত্রা,
৭ই আষাঢ়, ১৩৪৩ সাল।

প্রণত-
আপনার স্নেহের—জিতেন্দ্র

নিবেদন

সাহিত্যক্ষেত্রে আমার প্রবেশ এই প্রথম। বাল্যকালে সাহিত্যচর্চ্চা ভালবাসিতাম, কিন্তু সংসার ও কর্ত্তব্যের দায়িত্ব স্কন্ধে লইয়া অতি অল্প বয়সেই চাকুরী-জীবনে প্রবেশ করিয়া সে চর্চ্চার সুযোগ হারাইয়াছিলাম। চাকুরী হইতে অবসর প্রাপ্ত হইয়া আবার সাহিত্যচর্চ্চার বাসনা প্রবল হইয়া উঠিয়াছে; শারীরিক ও মানসিক অসুস্থতা এবং দৃষ্টি শক্তির হ্রাসের মধ্যে এই "দীপ-নির্ব্বাণ" রচনা করিয়াছি; জানিনা জীবন-সন্ধ্যায় আমার এই প্রচেষ্টা জনসাধারণের মনোরঞ্জন করিতে পারিবে কিনা।

আমাদের দেশে দিন দিন জীবন-বীমার প্রসার হইতেছে; কিন্তু অনেক ক্ষেত্রে দেখা গিয়াছে, দুর্বৃত্তেরা অভাবের তাড়নায় বা অর্থের লালসায় জুয়াচুরি ও জাল-জালিয়াতী দ্বারা জীবন-বীমা কোম্পানীদের ঠকাইয়া টাকা আদায় করিবার চেষ্টা করে ও করিতেছে। এই নাটকে সেইরূপ ঠক্‌বাজের একটি চিত্র অঙ্কিত করিয়াছি মাত্র।

এজেন্টগণ কাজ পাইবার আশায় ও লালসায় কাণ্ডজ্ঞান শূন্য হইয়া অনেক স্থলে কর্ত্তব্যজ্ঞান হারাইযা ফেলেন; এবং তাহার পরিণাম যে কিরূপ ভীষণ হইতে ভীষণতর হইতে পারে ও ভদ্রসম্প্রদায়ের মধ্যে শিক্ষিত লোকেও কিরূপ জাল-জালিয়াতী করিতে পারে ও তাহাদের পরিণাম কি দাঁড়ায় তাহারও চিত্র আঁকিতে চেষ্টা করিয়াছি। বীমা-জগতে ও বীমা-কর্ম্মিগণের নিকট এই নাটক আদৃত হইলে আমার শ্রম সার্থক জ্ঞান করিব।

আমি নিজে জীবন-বীমা কোম্পানীতে ৩৩ বৎসর কাল সকল রকম কার্য্য করিয়াছি; প্রথম তিন বৎসর London and Lancashire Life Assurance Co., Ltd.এ কার্য্য করিয়া Oriental Govt.

Security Life Assurance Companyর কলিকাতা শাখায় যোগদান করি এবং ৩০ বৎসর কাল আফিসে ও বাহিরে সকল রকম কার্য্য করিয়া মাত্র গত ১লা জুলাই হইতে অবসর গ্রহণ করিয়াছি।

জীবন-বীমা সম্বন্ধে যাহা কিছু শিক্ষা ও জ্ঞান, বিশেষ করিয়া Oriental কোম্পানীতে কার্য্যকালেই অর্জ্জন করিযাছি। তজ্জন্য আমার প্রথম শিক্ষা-গুরু উক্ত কোম্পানীব ভূতপূর্ব্ব ব্রাঞ্চ-সেক্রেটারী স্বর্গীয় মিঃ উইলিযম সেণ্ট জন চার্চ্চেব নিকট এবং কোম্পানীর ভূতপূর্ব্ব ও বর্ত্তমান ডিরেক্টারগণ ও কোম্পানীব ভূতপূর্ব্ব অধ্যক্ষ মিঃ আর, পেটারসন ব্রাউন ও কোম্পানীর স্বনামধন্য বর্ত্তমান অধ্যক্ষ মিঃ এইচ, এডুইন জোন্সএর নিকট আমি চিরকৃতজ্ঞ।

সাধাবণ্যে নিজে বিশেষ ভাবে পরিচিত না হইলেও গৌরবের সহিত এইটুকু বলিতে পাবি যে, আমি ভাবতবাসীর মধ্যে সর্ব্বপ্রথম District এবং Session Judge স্বর্গীয় দিগম্বব বিশ্বাস মহাশযের অন্যতম পৌত্র এবং বঙ্কিমযুগেব প্রবীণ সাহিত্যিক ও সুপ্রসিদ্ধ ঔপন্যাসিক শ্রীযুক্ত বাবু তারকনাথ বিশ্বাসের মধ্যম পুত্র। আমার স্বর্গগতা সুশিক্ষিতা মাতৃদেবীর সাহিত্যের প্রতি প্রগাঢ় অনুরাগ ছিল—তৎকালীন মাসিক পত্রিকাতে তাঁহার লিখিত প্রবন্ধ ও কবিতা প্রকাশিত হইয়াছিল। পিতৃ-মাতৃগত উত্তরাধিকার-সূত্রে সাহিত্য-প্রীতি আমি কিঞ্চিৎ লাভ করিয়াছিলাম। আজ তাহারই প্রথম ফলটি সাধারণেব হস্তে অর্পণ করিলাম—গুণাগুণ তাঁহারাই বিচার কবিবেন।

বরাহনগর
মঙ্গলবার, ৭ই জুলাই,
১৯৩৬।

বিনীত—
শ্রীজিতেন্দ্রনাথ বিশ্বাস

চরিত্র

পুরুষগণ

রাধামাধব বন্দ্যোপাধ্যায়	... জমিদার
নভোমোহন মুখোপাধ্যায়	... ঐ নাত-জামাই
রণেন্দ্র ...	.. ঐ পুত্র
অতুলচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়	... ইনসিওরেন্সের দালাল
রমেন্দ্র ...	... অতুলের বন্ধু
আশুতোষ মিত্র বিহারীলাল দাস	... নভোমোহনের মোসাহেবদ্বয়
দামোদর ঘোষাল	... অতুলের প্রতিবেশী, পরে শ্বশুর
হরিশ ও বরদা ...	... অতুলের সহপাঠিদ্বয়
বসন্ত মিত্র ...	... ভাগলপুরের জমিদার
সুমেরমল ...	... ঐ ম্যানেজার
মিঃ হ্যারিস্ ...	... সেক্রেটারী, ফাণ্ডামেণ্টাল লাইফ এসিওরেন্স কোম্পানী
বড় বাবু ...	... ঐ হেড ক্লার্ক
নরেন্দ্র ...	... ঐ কেরানী
ডাক্তার রবার্টস্ ডাক্তার কে, সি, গুপ্ত ডাক্তার রায়	... ডাক্তারগণ
ধর্ম্মদাস ঘোষ ...	... নভোমোহনের প্রতিবেশী
অক্ষয়কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়	... ভিখারী, পরে রাধামাধবের আশ্রিত

বৈদ্যনাথধাম পুলিশের সাব ইন্‌সপেক্টার

তেওয়ারী	...	...	ঐ কনেষ্টবল
ম্যাজিষ্ট্রেট	...	...	কলিকাতা পুলিশকোর্ট
কোর্ট ক্লার্ক	...	...	ঐ
সব রেজিষ্ট্রার	...	...	নিমতলার শ্মশান ঘাট
হরিয়া	...	..	রাধামাধবের ভৃত্য
নিধে	...	.	নভোমোহনের ভৃত্য

উকিল, ব্যারিষ্টারগণ ও এটর্ণি

ফুলচাঁদ	...	...	মুর্দ্দাফরাস

শিষ্যগণ, বৈষ্ণবগণ, কালীঘাটের যাত্রিগণ, হোটেলের খানসামা, পাহারাওয়ালাদ্বয় ও মুর্দ্দাফরাসগণ।

স্ত্রীগণ

হেমনলিনী			রাধামাধবের স্ত্রী
সরযূ	...	...	রাধামাধবের বিধবা পুত্রবধূ
অনসূয়া	...	...	রাধামাধবের পৌত্রী
জ্ঞানদা		...	অতুলের পিসিমা
রাজলক্ষ্মী	...	...	নভোমোহনের মাতা
বীণা	...	...	ঐ ভগ্নী
সরোজিনী	...	...	দামোদর ঘোষালের স্ত্রী
অমিয়া	...	...	ঐ কন্যা
নীরদা	...	...	বিহারীলালের রক্ষিতা বেশ্যা
আশা	...	...	অভিনেত্রী

ভৈরবী, পাগলিনী, ঝিগণ ও সেবাদাসীগণ।

দীপ-নির্ব্বাণ

প্রথম অঙ্ক

প্রথম গর্ভাঙ্ক

বাধামাধব বাবুর অন্দর মহল

রাধামাধব ও হেমনলিনী

হেম। আজ এত তাড়াতাড়ি বেরুচ্ছ যে ?

রাধা। শেষ জীবনের উদ্‌বিগ্নতা, একটা ঘোর চিন্তা, যাতে উপশম হয় তারই একটা বন্দোবস্ত করতে যাচ্ছি।

হেম। তোমার কথা আমি কিছুই বুঝতে পারছি না।

রাধা। তোমরা স্ত্রীলোক, সংসারের গুরুতর ভাবনা কিছুই ভাবতে হয় না। একটা অবলম্বন ছিল, যার উপর ভবিষ্যতের সমস্ত আশা ন্যস্ত করেছিলাম, কিন্তু সেই প্রাণাধিক পুত্র—নয়নের মণি—সংসারের আশা, তাও ভগবান কেড়ে নিয়েছেন—আজ দশ বৎসর। এখনও তারই প্রতিবিম্ব প্রাণাধিকা অনসূয়ার মুখ চেয়ে বেঁচে আছি, সাধ্যমত চেষ্টা করে যথেষ্ট অর্থব্যয়ে উপযুক্ত শিক্ষিত পাত্রের হাতে তাকে দিয়েছি, কিন্তু ভাগ্যের একি বিড়ম্বনা ; নভোমোহন এ রকম উচ্ছৃঙ্খল হয়েছে যে, শুনতে

পাই তার বিষয় সম্পত্তি প্রায় সবই নষ্ট হয়ে গেল। ভবিষ্যতের গ্রাসাচ্ছাদন কি করে যে চালাবে, তাও বুঝতে পারি না। আমার এ অতুল সম্পত্তির একমাত্র অধিকারী অনসূয়ার ছেলে রণেন্দ্র, তাই তার নামে আমার সমস্ত সম্পত্তির এ রকম ভাবে লেখাপড়া করে দিচ্ছি—যাতে নভোমোহন তাতে হাত না দিতে পারে। শরীরের ভদ্রাভদ্র কে বল্‌তে পারে; আজ যদি আমার মৃত্যু—

হেম। কি যে বল তার ঠিক নেই, এই কথাগুলই বুঝি আমার শুন্‌তে খুব ভাল লাগে? আচ্ছা নভো তার বাপের সম্পত্তি এত শীঘ্র নষ্ট করলে কিসে?

রাধা। শুনতে পাই শেয়ার খেলে, আর কাপ্তেনি করে। রোজগার ত কখনও করতে হয়নি! বাপের বিষয় যা ইচ্ছে তাই করে নষ্ট করছে। দেখ হেম, আমি নভুকে অনেক বুঝিয়ে বলেছি, কিন্তু চোরা না শোনে ধর্ম্মের কাহিনী, আর কতকগুলো মোসাহেব জুটেছে, তারাই আরও ওর মাথা খেলে।

হেম। তা'হলে আমাদের অনুর ত ভারী কষ্ট হয়েছে!

রাধা। না, খাবার পরবার কষ্ট এখনও হয়নি বটে, তবে মানসিক কষ্ট অতিরিক্ত।

হেম। তাই বুঝি বৌমা এত বিমর্ষ হয়ে থাকে?

রাধা। বৌমা শুনলে কোথা থেকে? আমি এ কথা ত কাকেও বলিনি।

হেম। আমার বোধ হয়, সেদিন অনুর কাছ থেকে যে ঝি এসেছিল, সেই কিছু বলে গেছে; না হয় অনুর কাছ থেকে কোন চিঠি পত্র দিয়ে গেছে। আহা বাছা আমার সেই দিন থেকেই যেন শুকিয়ে যাচ্ছে, সদাই বিমর্ষ, একে বুকের অসুখ।

রাধা। (স্বগত) ভগবান, এই হাসিকান্নার জগতে পবিত্র স্নেহ, কি মধুর, কি স্বর্গীয় ! প্রাণাধিক পুত্র হারিয়ে, সতী-সাধ্বী লক্ষ্মীস্বরূপিণী, বৌমা আমার স্নেহের সর্ব্বস্ব অধিকার করেছে, মা আমার দিন রাত আমারই সেবায়, আমারই যত্নে ব্যতিব্যস্ত (প্রকাশ্যে) ঐ যে বউমা আসছে।

(পানের ডিবা হাতে সরযূর প্রবেশ)

সরযূ। বাবা আজ এত তাড়াতাড়ি খেয়ে উঠেছেন যে, আমায় পান সাজবার অবকাশ দেন নি।

(রাধামাধবের হাতে ডিবা দিয়া)

আমি ত মনে করিনি বাবা, যে আপনাকে পান সেজে দিতে পারব ; এত জরুরি কাজ কিসের ?

হেম। বৌমা তুমি জল খেয়েছ ? চল আমরা জল খাইগে।

রাধা। তবে এখন আমি চল্লুম, তোমরা খাওয়া দাওয়া কর গে।

[রাধামাধবের প্রস্থান।

সরযূ। হাঁ মা ! আপনারা কি এখনও আমায় সেই ছোট্ট বউটি ভাবেন, সংসারের ভাল মন্দ, সুখ দুঃখ ভাববার এখনও কি আমার বয়স হয়নি, যে আমায় কিছুই জানতে দেবেন না।

হেম। কেন মা, আমরা বেঁচে থাকতে তুমি এত ভাববে ? ভগবান ত তোমার কোন সাধ আহ্লাদই রাখেন নি, মেয়ে মানুষের সম্পদ্, সৌন্দর্য্য, রূপ, তোমার সবই ত গিয়েছে মা। আমার মানস-কাননে প্রস্ফুটিত কুসুম তুমি, যে দেবতাকে বরণ করেছো সেই দেবতার উদ্দেশ্যেই সারাজীবন তোমার ভক্তিপুষ্পাঞ্জলি দাও, সংসারের ভাবনা ভাববার তোমার কোন দরকার নেই মা !

(ক্রন্দন)

সরযূ। মা, আপনি কাঁদছেন কেন ?

হেম। (সরযূকে বক্ষে জড়াইয়া) আয় মা, বুকে জড়িয়ে ধরি, কেন যে কাঁদি তা ভগবানই জানেন।

(ঝিয়ের প্রবেশ)

ঝি। ও মা ! তোমরা এখানে, আমি সারা বাড়ীটা খুঁজে খুঁজে হয়রান।

হেম। কেন রে ?

ঝি। ওগো, দিদিমণি আইছেন, আব তাঁর ব্যাটা আইছেন।

হেম। চল যাচ্ছি।

[সকলের প্রস্থান।

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক

জ্ঞানদার বাটীর দরদালান

অতুল ও জ্ঞানদা

অতুল পিসিমা, আর পঞ্চাশটা টাকা না হলে তো আমার ইজ্জত থাকে না, সাহেব-বাড়ীতে একটা পোষাক করতে দিয়েছি, সেটা না আন্‌লে আমার কোন কাজকর্ম্মই হবে না।

জ্ঞানদা কেন, তোর এত পোষাক রয়েছে, আবার পোষাক করতে দিলি যে, কিছু রোজগার করতে শেখ, তার পরে একটা ছেড়ে দশটা পোষাক পরিস্।

অতুল। পিসিমা, তুমি মেয়ে মানুষ, তোমার কোন Ideaই নেই, ইন্সিওরের দালালি করা যে কত কঠিন, তা তুমি জান না। এখন অলিতে-গলিতে, বাড়ীতে বাড়ীতে, যত বিদ্বান, মূর্খ বেকার আছে, তারা প্রায় সবাই ইন্সিওরের দালাল; কিন্তু কাজ পায় ক জন? ভাগাড়ে মরা গরু পড়লে যেমন শকুনি ওঠে, তেমনি ইন্সিওরের একটা কাজের সন্ধান পেলে দলে দলে Agent গিয়ে হাজির হয়। পিসিমা, Influence না থাকলে কাজ কিছুতেই পাওয়া যায় না; আর সেই Influence জমাতে গেলে, বিশেষ বড় লোকের বাড়ী, পোষাক আশাক না হলে আর উপায় নেই। তোমার কেউ নেই, তুমিই আমায় ছেলের মতন মানুষ করেছো, লেখা পড়ার খরচ দিয়ে তিনটে পাশও করিয়েছো, উপার্জ্জন করবো বলে। আফিসে আফিসে, লোকের দোরে দোরে ঘুরে একটা ৩০৲ টাকার চাকরীও জোটাতে পারিনি; সুতরাং সেই উপার্জ্জনের জন্যে যে পেশা অবলম্বন করেছি, সেটা ত ভাল করে চেষ্টা করতে হবে, যে কাজটা আশা করেছি, সেটা যদি বাগাতে পারি, তা'হলে একবারে তিন হাজার টাকা; বুঝেছো পিসিমা, একেবারে তিন হাজার টাকা।

জ্ঞানদা। আহা! মা কালী তাই করুন?

অতুল। পিসিমা, তুমি চট্ করে টাকাটা নিয়ে এস, পোষাক আজই আমায় আন্‌তে হবে, কারণ কাল সকালেই আমার Engagement আছে।

জ্ঞানদা। তুই বাছা, কথা কইতে কইতে, কি যে বুক্‌নী দিস, আমি বুঝতে পারি না।

অতুল। পিসিমা, ইংরাজী বুক্‌নির habit কি বদলান যায়; তুমি চট্

করে আমাকে টাকা কটা এনে দাও, এখুনি আমার এক বন্ধু আসবে, তার সঙ্গে বেরিয়ে যেতে হবে।

জ্ঞানদা। যা ভাল বুঝিস্ তাই কর।

[জ্ঞানদার প্রস্থান।

(নেপথ্যে) অতুল বাড়ী আছ।

অতুল। কে, রমেন, বাইরের ঘরে বসো, আমি যাচ্ছি।

(জ্ঞানদার টাকা লইয়া প্রবেশ)

জ্ঞানদা। এই নে বাবা। (অতুলের হস্তে টাকা প্রদান) দেখিস যেন বাজে নষ্ট করিস নি।

অতুল। (টাকা লইয়া) পিসিমা, যে কাজটা ধরেছি, যদি ফাঁসাতে পারি, তোমাকে বলেছিইতো একেবারে তিন হাজার টাকা।

জ্ঞানদা। আহা! ভগবান করুন যেন তাই হয়, কিন্তু দেখিস বাবা, ও টাকা পেলে আমায় যেন তীর্থে নিয়ে যাস, অনেক দিনের আশা, কোন্ দিন মরে যাব!

অতুল। By jove, certainly! পিসিমা সে কথা আর বলতে, টাকা পেলে একবারে পাঞ্জাব মেলে সেকেণ্ড ক্লাস বার্থ Reserve করে, তোমায় নিয়ে সোজা আগ্রায় যাব, সেখানে গিয়ে বাদ্সা সাজাহানের অমব কীর্ত্তি, মমতাজ বিবির কবর, তাজমহল দেখে নয়ন চরিতার্থ করবো, পিসিমা এ আশা আমার অনেক দিনের।

জ্ঞানদা। ও হরি! আমি কোথায় কাশী, গয়া, মথুরা, বৃন্দাবন যাব, আর আমায় সেখানে না নিয়ে গিয়ে তুই মুসলমান বাদশার কীর্ত্তি তাজ বিবির কবর দেখাতে নিয়ে যাবি!

অতুল। পিসিমা! তোমার সেই পুরাণো ধারা আজও গেল না, কি Hobby বুঝতে পারিনা; তুমি কি জান না, তুমি কি শোনোনি

যে আজ কালকার মেয়েরা এরোপ্লেন চড়ে বিলাত, জার্ম্মানী, ফ্রান্স ঘুরে আসছে, তারা মটর চালাচ্ছে, সাঁতার দিচ্ছে, লেক্চার দিচ্ছে, আবার হাইকোর্টে ব্যারিষ্টারীও করছে, আর তুমি—

জ্ঞানদা। চুপ কর বাঁদর, কার সঙ্গে কথা কইচিস জানিস না, (হাসিয়া) আমি কি এ কালের রে ?

(নেপথ্যে) অতুল শিগ্‌গির এসো, আজ Instituteএ Meeting আছে, সাড়ে তিনটে বেজে গেল যে।

অতুল। Good Luck. I am in a hurry. পিসিমা চল্লুম।

[অতুলের প্রস্থান।

জ্ঞানদা। (স্বগত) ভগবান যৌবনের প্রারম্ভে বৈধব্য দিয়ে অভাগিনীকে চিরদুঃখিনী করেছো, সংসার-সমুদ্রে ভীষণ তরঙ্গের ঘাত প্রতি-ঘাতে দেহ-মন চূর্ণবিচূর্ণ হয়ে গেছে, সেই ভীষণ অন্ধকারে ক্ষীণ জোনাকির আলো বাপ-মা-মরা আমার অতুলকে দিয়ে জীবনের অবেলায় একটা ক্ষীণ অবলম্বন দিয়েছো। দয়াময়! দেখো যেন সেটুকু আমার না ভেসে যায়।

[প্রস্থান।

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক

নভোমোহনের বৈঠকখানা

নভোমোহন, আশুতোষ ও বিহারীলাল

আশু। নভুবাবু, আপনার মত অমায়িক, মহৎ, সজ্জন লোক আমি আর ভূভারতে কোথাও দেখি নি।

বিহারী। কি হে আশু, একেবারে ভূভারত দেখিয়ে দিলে যে, পৃথিবীর কটা যায়গায় ঘুরেছো হে?

আশু। ওটা একটা কথার কথা বল্লুম, কিন্তু আমাদেব নভুবাবুর মত লোক কটা আছে? বাবু একটু আমায পায়ের ধূলো দিন। (পায়ের ধূলো লইতে অগ্রসর)

নভ। (বাধা দিয়া) ছি আশু, আমায় বার বার বিরক্ত করোনা, তুমি আমার চেয়ে বয়েসে কত বড়, আমার কেমন বাধ বাধ ঠেকে।

আশু। হাজার হ'ক আপনি ব্রাহ্মণ, বর্ণশ্রেষ্ঠ।

বিহারী। কি হে, ব্রাহ্মণে যে তোমার অগাধ ভক্তি দেখছি, দুনিয়ার সব ব্রাহ্মণকেই কি এই রকম ভক্তি কর, না বাবু বিশেষে?

আশু। বিহারী, তুমি কথায় কথায় আমাকে খালি ঠাট্টা কর।

বিহারী। আচ্ছা তুমি ধর্ম্মতো বল দেখি, সব ব্রাহ্মণে তোমার সম ভক্তি আছে কি না?

আশু। তা কি করে বলবো, তবে যেখানে ব্রাহ্মণের সঙ্গে আমার স্বার্থ থাকে, সেই খানেই আমার বেশী ভক্তি উথলে ওঠে।

নভ। কি রকম আশু, সেটা কি রকম খুলে বলতো।

আশু। আজ্ঞে আপনি জানেন তো, আমি বড়ই গরীব, অনেকগুলি ছেলে মেয়ে নিয়ে অতি কষ্টে সংসার চালাই; পূর্ব্বে রংপুরে

রাজ-সেরেস্তায় কাজ করতুম, ঘুষ টুষ খেয়ে এক রকমে দিনাতিপাত করেছি। চাকরিটী গিয়েছে, তার পর কলকাতায় আমার এক বন্ধুর কাছে এসে দিন কতক ছিলাম। এখন ছেলে পড়িয়ে আর আপনার দয়ায় ও সাহায্যে কোন রকমে আধপেটা খেয়ে সংসার চালাচ্চি।

নভ। সেত বুঝলুম, ব্রাহ্মণের সঙ্গে স্বার্থ টা কি সেইটে খুলে বল।

আশু। দেখুন, আমার কোন এক বন্ধু আমায় একখানা চার আনার লটারীর টিকিট বেচেছিলো। সে বলেছিলো পনেরো হাজার টাকা আপনি পাবেন; উৎসাহে ও আহ্লাদে আটখানা হয়ে বাড়ীতে এসে টিকিট দেখিয়ে স্ত্রীকে ও ছেলে মেয়েদের বল্লুম, এইবার আমাদের দুঃখ ঘুচলো। সকলেই আমার কথা শুনে মুচকে হাসলে, কিন্তু আমার মন কিছুতেই স্থির হ'ল না। সর্ব্বদাই মনে হ'ত, এইবার টাকা পেলুম। তখন লটারির দেরি ছিল, শুনে যেন হাসবেন না, একদিন বাগবাজারে অন্নপূর্ণার ঘাটের কাছ দিয়ে সন্ধ্যার পর আস্‌তে আস্‌তে দেখি, অনেক স্ত্রীলোক ও ব্যাটাছেলের ভিড়। কাঁসর ঘণ্টা বাজছে, সেই দিকে গিয়ে দেখি, শনি-দেবতার পূজা হচ্ছে। সে দিন শনিবার, পূজারী চিন্তামণি পাণ্ডা একজন উড়ে বামুন।

বিহারী। দেখুন নভুবাবু, লোকটার বিট্‌লেমি দেখুন, এর বেলায় উড়ে বামুন, কেন হে? এদিকে তো মুখে ব্রাহ্মণে অগাধ ভক্তি জানাচ্চ।

নভ। বিহারী, তুমি আমার amusing spiritটা নষ্ট করলে! সত্যি আমি আশুর কথাগুলো, আর ওর বলবার ভনিতা দেখে অবাক হয়েছিলাম।

আশু। ও বুঝেছি বাবু, আমার কথা শুনে আপনি ঠাট্টা করচেন।

নভ। না না, ঠাট্টা আমি করিনি, বল তার পর কি হ'ল।

আশু। তার পরে শুনলুম মশায়, ঐ চিন্তামণি পাণ্ডা একজন সুদক্ষ গণৎকার, আর যায় কোথায়! ঐ চার আনার লটারীর টিকিটের Prize পাবার লালসা প্রবল হয়ে উঠল, কিন্তু পাণ্ডা সেদিন এত ব্যস্ত ছিল যে, আমি আমার মনের কথা বলবার কোন সুযোগ পেলুম না—বাড়ী ফিরলুম।

নভ। তার পর?

আশু। তার পরদিন সকালে আমার দুটি ছেলেকে নিয়ে সোজা চিন্তামণি পাণ্ডার আড্ডায় উপস্থিত।

নভ। আশু, তোমার কথা বলবার কায়দা ও ভাব দেখে শোনবার আগ্রহ এনে দেয়! বেশ, বেশ তার পর?

আশু। আজ্ঞে আপনি ঠাট্টা করচেন, আমি আর বলব না।

নভ। না না বল, থিয়েটারে থাক্‌লে তুমি একজন বড় আর্টিষ্ট হ'তে পারতে।

আশু। গিয়ে দেখি পাণ্ডা, ঠাকুরের কাছেই বসে আছেন, আমি একেবারে ভূমিষ্ঠ হয়ে প্রণাম করে পায়ের ধূলো নিয়ে, জিবে ঠেকিয়ে, মাথায় ছুঁইয়ে, হাত জোড় করে দাঁড়ালুম। পাণ্ডা ঠাকুর আমায় বল্লেন, কি চান? আমি বল্লুম, হাত গোনাতে, একখানা লটারীর টিকিট কিনেছি, ভাগ্যটা জানতে চাই। শুনেই পাণ্ডা ঠাকুর বল্লেন,—।৵৫ স' পাঁচ আনা পয়সা লাগবে, এসব গোনা এর কমে হয় না। আমি প্রাণের দায়ে ঐ পয়সা দিয়ে হাত দেখালুম, পাণ্ডা ঠাকুর বল্লেন,লটারীর Prize আপনিই পাবেন। আমি আহ্লাদে আটখানা হয়ে সেইখানে একটা ভাঁড় ছিল,

তাইতে একটু গঙ্গার জল চেয়ে নিয়ে, সেই ফাটা পায়ের একটি বুড় আঙ্গুল কসে ধুয়ে নিয়েই আধ ভাঁড় চরণামৃত নিজে খেয়ে ছেলেদের বল্লুম তোরা খা, তারা একজন অনিচ্ছায় খেলে, একজন পাশ করে ফেলে দিলে। ছেলেদের হাত গোণালুম, তিনি বল্লেন এরা সবাই পাশ করবে। আমি আহ্লাদে আটখানা হয়ে আরও ভক্তির ভাব দেখিয়ে ছেলেদের নিয়ে বাড়ী ফিরলুম—

নভ। ভক্তির ভাব দেখিয়ে কি আশু? তবে কি তোমার সবই—

বিহারী। ওর সবই ভণ্ডামি।

আশু। দেখ বিহারী, বাবুর সামনে আমাকে যখন তখন এ রকম ভাবে অপমান করোনা।

বিহারী। বাবা, ঢের ঢের রকম লোক দেখেছি, কিন্তু তোমার মতন এমন Professional ভক্ত বিটেল আর দুনিয়ায় দেখি নি।

নভ। বাজে কথা যেতে দাও বেহারী, তোমায় যে একটা লাইফ ইন্সিওরের কথা বলেছিলাম তার কি করলে?

বিহারী। আজ্ঞে, একজন এজেণ্টকে বলেছি, সে আসবে বলেছে।

আশু। বাবু, আমার একজন জানা এজেণ্ট আছে, সে Graduate আমি কালই তাকে ডেকে আনতে পারি। আর যদি তার হাতে ইন্সিওর করেন, তা হলে (হাত জোড় করিয়া মুড়িতে মুড়িতে) এই গরীব কিছু পায়, আর আমি আপনারই অন্নে এক রকম প্রতিপালিত।

নভ। সে কি আশু! সবে মাত্র চার মাস হ'ল তোমার সঙ্গে আলাপ হয়েছে, আর তুমি বল্‌ছ আমার অন্নে প্রতিপালিত।

বিহারী। আজ্ঞে, ওর সব বিষয়ে বিট্‌লেপনা, বাড়াবাড়ী সর্ব্বেতেই।

আশু। তা হ’লে কালই তাঁকে নিয়ে আসব কি ?

নভ। আচ্ছা নিয়ে এস।

আশু। (স্বগত) দোহাই মা কালী, এইবার বুঝি তুমি মুখ তুলে চাইলে মা! একদিকে লটারী আর অন্যদিকে ইন্সিওরের কমিশন। (নমস্কার করিয়া পায়ের ধূলা লইতে উদ্যত)

নভ। (বাধা দিয়া) তুমি পাগল নাকি ? তুমি আমার চেয়ে কত বড়—

আশু। (লজ্জিত হইয়া) আজ্ঞে, আমি আহ্লাদে বিহ্বল হয়ে যাই ওটা আমার স্বভাব, মজ্জাগত কি না ; কিছু মনে করবেন না, আজ আসি তবে।

[আশুর প্রস্থান।

নভ। বেহারী, এ লোকটা অদ্ভুত প্রকৃতির ! আমাদের কাজে এ রকম লোকই একটা দরকার। এর দ্বারায় যে কোন কাজ পয়সা দিলে হাসিল করান যায়, একে জোটালে কোথায় ?

বিহারী। সেই যে বল্লুম না মশাই, উনি আমার কাকার এক বন্ধুর ছেলেবেলাকার বন্ধু। রংপুরে থাকতেন, চাক্‌রী খুইয়ে কল্‌কাতায় এসেছেন। লোকটা ছেলে বুড়োর সঙ্গে মেশে, পয়সা পেলে যা করতে বল্‌বেন তাই করবে। মিথ্যা কথার জাহাজ, কথায় কথায় কালি গঙ্গার দিব্যি। রোজ গঙ্গায় স্নানটী আছে, ঠাকুর দোরে দোরে ঘুরে বেড়ান ; আর বাড়ীতে পূজা আহ্নিকের ঘটা যদি দেখেন, হেসেই সারা হবেন। প্রথমে যখন কল্‌কাতায় এসেছিলেন, তখন বল্‌তেন, মাছ, মাংস, পিঁয়াজ কিছু খান না, কিন্তু এখন শুন্‌তে পাই উনি আমার কাকার বন্ধুদের বাড়ী মুর্গি পর্য্যন্ত বাদ দেন না।

নভ। যাক্‌গে বাজে কথা, কাজের কথা কও। দেখ টাকা কড়ি যা

ছিল সবই ফুরিয়ে আসছে। বিষয় আশয় সবই তো বিক্রী হয়ে গেল। মাত্র বাকী ভদ্রাসন বাড়ী, গহণা গাঁটী, জিনিষ পত্র দু'এক বছরের মধ্যে সবই যাবে—তারপর ?

বিহারী। তাইতো বাবু বড়ই ভাবনার কথা।

নভ। বেহারী শুধু ভাবনার কথা বল্‌লে চল্‌বে না। একটা উপায় করতেই হবে, আমি তোমায় সেদিন যা বলেছি তাতে তুমি রাজি আছ তো ?

বিহারী। আজ্ঞে হাঁ।

নভ। শুধু হাঁ বল্লে হবে না। ধর্ম্ম শপথ করে বল, আমি যা বল্‌ব তাই করবে, যেখানে যে ভাবে পাঠাব সেই ভাবে থাক্‌বে, আর আমাদের মনের কথা কারোর কাছে প্রকাশ করতে পারবে না। আমি অবশ্য তোমার সমস্ত খরচ চালিয়ে দেব; সে সম্বন্ধে তোমায় ভাবতে হবে না।

বিহারী। আজ্ঞে আপনার কথায় আমার কিছুই অমত নেই। আপনার অন্য উপায়ই বা কেন করতে হবে। দাদা শ্বশুরেরও ত যথেষ্ট বিষয় আছে—

নভ। তাতে আমার কি ? সে তো আমার ছেলের। আমাকে এক পয়সাও দেবেনা। আমি কারও হাত তোলার ওপর থাক্‌তে চাইনা। চল আমরা বেড়িয়ে আসি।

বিহারী। চলুন, রণু বাবু কোথায় ?

নভ। সে তার মার সঙ্গে মামার বাড়ী গেছে।

[উভয়ের প্রস্থান।

চতুর্থ গর্ভাঙ্ক

রাধামাধব বাবুর বাড়ীর দরদালান

রাধামাধব, হেমনলিনী, সরযূ ও অনসূয়া

সরযূ। (কাঁদিতে কাঁদিতে) বাবা, আমার অনুর একটা বন্দোবস্ত করুন ; নভু যতদূর সম্ভব উচ্ছৃঙ্খল হয়েছে ; বেশীর ভাগ দিনই বাড়ী থাকেনা। অনেক মোসাহেব জুটেছে, মেয়েটার ওপর খুবই উৎপীড়ন করে শুনলাম, মদও ধরেছে, আর বিষয় আশয প্রায় সবই গেল।

রাধা। (অনসূয়াকে কাছে টানিয়া লইয়া) ভয় কি দিদি, আমার সমস্ত সম্পত্তি রণুকে লেখাপড়া করে দিয়েছি। আমি নভুকে অনেক বুঝিয়েছি ; কিন্তু সে কিছুতেই বাগ মানে না। তোমার মুখ চেয়ে আমার প্রাণ-প্রতিম পুত্রকে ভুলেছি, শুধু তোমারই মুখ চেয়ে, আমার সব যন্ত্রণা ভুলে থাকি।

(রণেন্দ্রের প্রবেশ)

রণেন্দ্র। দাদু ! আমায় একখানা ট্রাইসাইকেল গাড়ী আর একটা ফুটবল এনে দিতে হবে।

হেম। (রণেনকে কোলে তুলিয়া) আজই তোমায় কিনে দেব বাবা।

অনু। ঠাকুমা তোমরা আদর দিয়ে দিয়ে ছেলেটাকে নষ্ট করবে, আট নয় বছরের ছেলে, একটু লেখা পড়া করবে না। খালি খেলে বেড়াবে আর বায়না ধরবে।

রণেন্দ্র। (কাঁদিতে কাঁদিতে) দেখনা বড়মা ; মা খালি বকে।

হেম। চল বাবা তোমায় নিয়ে আমি পালিয়ে যাই।

[হেমনলিনীর ও রণেন্দ্রের প্রস্থান।

রাধা। বউমা আমি বেঁচে থাক্‌তে তুমি এতটা অধীরা হয়ো না; আমার জীবনের সমস্ত কর্ত্তব্য তোমার ও তোমার মেয়ের যাতে ভাল হয় তাই করা। আমার আর কে আছে মা? একদিন কত আহ্লাদে, কত সাধে, তোমায় ঘরে এনেছিলাম। কিন্তু ভাগ্য বিপর্য্যয়ে আমার সব আশা ভেঙ্গে গেছে। তুমি মা আমার, নিজের সাধ, আহ্লাদ সবই জলাঞ্জলি দিয়েছ, দেবতার পূজায় আত্মোৎসর্গ করেছো; ভগবান তোমার সব আশা, আকাঙ্ক্ষা, সাধ আহ্লাদ, কামনা বাসনা বিলোপ করে দিয়ে শুধু মায়ার বাঁধন টুকু বেড়ির মত পায়ে পরিয়ে রেখেছেন।

সরযূ। বাবা! আমি মেয়ে—সংসারের ভাল মন্দ কিছুই বুঝি না; আর আমায় ভাবতেও দেন না। অন্থর বাড়ীর ঝিয়ের মুখে নভোমোহনের সমস্ত কথা শুনে বড় ভাবনা হ'ল; তাই আপনার কাছে জানাচ্ছি।

রাধা। তুমি কিছু ভেবোনা মা, যাতে সব দিক বজায় থাকে, সেই রকম বন্দোবস্ত করব (উচ্চৈস্বরে) হরিয়া।

(নেপথ্যে) আজ্ঞে যাই বাবু।

(হরিয়ার প্রবেশ)

রাধা। একবার সরকার বাবুকে বলিস, রাম বাবু উকিলকে যেন আমার সঙ্গে দেখা করতে বলে।

হরিয়া। যে আজ্ঞে।

[প্রস্থান।

রাধা। বউ মা! তুমি তোমার শ্বাশুড়ীর কাছে যাও; দিন রাত্রি বিমর্ষ হয়ে থেকো না। বরাত ছাড়া পথ নেই মা! যাতে সব দিক বজায় থাকে, তার চেষ্টার ত্রুটী করব না।

[সরযূর প্রস্থান।

(স্বগত) সংসারে সুখ কোথায়? শৈশবে পিতৃমাতৃহীন হয়ে আজন্ম অদৃষ্টের সঙ্গে যুদ্ধ করে যা কিছু সংস্থান করলাম, তা ভোগ করবার লোক কই; ভগবান! তোমার দয়াতেই দারিদ্র দুঃখ ভোগ হয় নি, কিন্তু এ স্বচ্ছন্দতায় সুখ কোথায়?

(নেপথ্যে ভিখারীর গান)

অকাজেতে দিন কাটালে
দিনের আলো নিভল ওই।
মায়ায় তুমি হারিয়ে ছিলে
কাজের ব্যাসাত করলে কই॥

রাধা। বাঃ বাঃ, কি সুন্দর গান; বেশ গাইছে তো (উচ্চৈস্বরে) হরিয়া কে গান গায় রে! ভেতরে ডেকে নিয়ে আয় তো।

(হরিয়ার সহিত ভিখারীর প্রবেশ)

ভিখারীর গীত—

অকাজেতে দিন কাটালে
দিনের আলো নিভল ওই।
মায়ায় তুমি হারিয়ে ছিলে,
কাজের ব্যাসাত করলে কই॥
বুঝলে না'কো পরের বেদন,
সারা জীবন আপনা বই।

রিপুর বশে রইলে ডুবে
তাইতো ভেবে হতাশ হই ॥
মত্ত ছিলে ধনের নেশায়
শূন্য আশায় সাধন কই।
হিসাব নিকাশ কিবা দেবে
কাজের তোমার ফ্যাসলা কই ॥

রাধা। বলি ঠাকুর! এ গান তোমায় কে শেখালে; বেশ গাও ত; তোমার নাম কি?

ভিখারী। আজ্ঞে আমি কুলীন ব্রাহ্মণ সন্তান; নাম অক্ষয়কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়। মশাই, আমারও একদিন সংসার ছিল, স্ত্রী ও একটি মেয়ে ছিল। ভগবান কেড়ে নিয়েছেন। এ গান আমারই রচনা আমি এখন পাগলের মত গান গেয়ে, ভিক্ষা করে জীবিকা-নির্ব্বাহ করি।

রাধা। আহাঃ—

ভিখারী। পরিবার বিসূচিকা রোগে মারা গেল; শুধু মেয়েটার মুখ চেয়ে সব ভুলেছিলাম। ভাবতুম্, এই মেয়ে হতে আবার সব বজায় হবে, শুধু মনে করলে কি আর হয় বাবু; ভগবানের দয়া না হলে কিছুই ভোগ করার উপায় নেই, সেই জলজ্যান্ত মেয়েটাকে একদিন সাপে খেলে (কাঁদ কাঁদ স্বরে) দেখ্‌তে দেখ্‌তে মা আমার নীল হয়ে ঘুমিয়ে পড়ল।

রাধা। আহাঃ—

ভিখারী। অদৃষ্টের নির্য্যাতন কতদূর তা শুনুন—মেয়ে আমার ঘুমিয়ে পড়ল, পাড়ার দু'একজন লোক পুলিসে খবর দিলে। পুলিস এসে বল্লে সাপে খাওয়া লাশ হাঁসপাতালে নিয়ে গিয়ে কাটা

ফোঁড়া করতে হবে। আমি প্রাণের জ্বালায় দারোগা বাবুর পা দুটো জড়িয়ে ধরে কাঁদতে লাগলুম, বল্লাম, বাবু গরীবের মেয়ে তো মরেই গেছে, ওকে আর কাটা ফোঁড়া করবেন না, আর মুদ্দফরাস দিয়ে ব্রাহ্মণ কন্যার মৃতদেহ ছোঁয়াবেন না। আমার কান্নার করুণ স্বর দারোগাবাবুর মর্ম্ম স্পর্শ করল না। তিনি কর্ত্তব্য বজায় করতে মেয়ের মৃতদেহ হাসপাতালে নিয়ে গেলেন। আর আমি অসহায় অবস্থায় কাঁদতে কাঁদতে পাগলের মত তাঁর পিছনে পিছনে দৌড়ালুম, মেয়ের মৃতদেহ পরীক্ষা হলে, নিজেই তার দেহ দাহ করে এলুম।

রাধা। আহাঃ ঠাকুর, তুমি তো বড়ই বেচারা—তোমার বন্ধ বান্ধব, আপনার লোক কি কেউই নেই।

ভিখারী। বাবু, গরীবের আবার বন্ধু,—বন্ধু থাকে, যেখানে টাকা। আর আপনার লোক, তারা হিংসায় পরিপূর্ণ; আমি গরীব, আমার মুখ কে চাইবে বাবু; সেই অবধি পাগলের মতই ঘুরে বেড়াই, ভিক্ষা করে জীবিকা-নির্ব্বাহ করি। বাবু গরীবের প্রাণ কি কঠিন; কত জল, কত ঝড়, কত রৌদ্র মাথার উপর দিয়ে গিয়েছে, আশ্রয় বিহীন অবস্থায় গাছতলায় পড়ে কাটিয়েছি: ভাবতুম রোগ হলেই মরে যাব, সকল জ্বালাই শেষ হবে, কিন্তু ইচ্ছা করলেই মরণ আসে না। এখনও জীবনের কতদিন বাকি তা নারায়ণই জানেন।

রাধা। ঠাকুর, তুমি আমার চেয়েও অভাগা, আমারও পাঁজরা চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে গিয়েছে। বংশের দুলাল একটি ছেলে তাকেও বিসর্জ্জন দিয়েছি। ঠাকুর, মায়াজাল কি ভীষণ, এখনও ত সেই সংসারেই বসে আছি।

ভিখারী। বাবু, তবুও তো আপনার দারিদ্র নেই। আমি চিরদিন দারিদ্রের উৎপীড়নে উৎপীড়িত হয়েছি, কিন্তু মরতে পেরেছি কই।

ভিখারীর গীত—

ফ্যাসাদ ক'রে তুললি কালী
মায়ার জালে জড়িয়ে শেষে।
ভাঙ্গলি যদি ঘরের বাঁধন
মনের বাঁধন কাটবে কিসে।
আশায় যারে জড়িয়ে ধরি
সে যে করে দাগাদারী
তবু মায়ার কি ঝকমারী
ঘাড়ে চেপে বুকে বসে।
উড়িয়ে দে মা মোহের ধোঁয়া
অলিক মায়ার চোখে চাওয়া
অভয় পদ দে অভয়া
মহামায়া মলাম্ ত্রাসে।

রাধা। ঠাকুর, তোমার গান সত্যই মর্ম্মস্পর্শী, তোমার গান শুনলে আমি তন্ময় হয়ে যাই; তোমার যদি কোন বাধা না থাকে, আমার বাড়ীতে থাও দাও আর থাক। আর তোমায় ভিক্ষা করতে হবে না, মধ্যে মধ্যে আমাকে মায়ের নাম শুনিয়ো।

ভিখারী। সে কি বাবু, আপনি আমার খোঁজ খবর নিলেন না; একেবারেই আশ্রয় দিচ্ছেন।

রাধা। লোক দেখলে বোঝা যায়। ওরে হরিয়া—

(হরিয়ার প্রবেশ)

ঠাকুর আজ থেকে এইথানে থাকবে। আর শোন! বাড়ী

থেকে এক জোড়া নূতন কাপড় ও একখানা গামছা এনে দে।
দেখিস্ যেন অযত্ন না হয়।

[হরিয়ার সহিত ঠাকুরের প্রস্থান।

রাধা। মনটাকে কিছুতেই স্থির কর্‌তে পারছিনা, দিনরাত হুঃ হুঃ করছে, এ জ্বালার নিবৃত্তি কোথায় তা তুমিই জান দয়াময়!

[প্রস্থান।

পঞ্চম গর্ভাঙ্ক

ইম্পিরিয়াল রেস্তোঁরা, ডাইনিং রুম

অতুল, রমেন ও আশু

অতুল। (খাইতে খাইতে) তা' হলে আজই কি আপনার বাবুর কাছে যেতে হবে আশু বাবু?

আশু। শুভস্য শীঘ্রম্; অতুল বাবু, এ কাজটা ফাঁসালে আপনারও হাত ভরবে, আমারও পেট ভরবে।

অতুল। বেশ বেশ আশু বাবু, আর কিছু খাবেন কি?

আশু। আজ্ঞে—পেটতো যথেষ্টই ভরেছে, তবে ঐ মাংসের বড়ার মত কি দিয়েছিলো, ঐ আর খান দুই হ'লে মন্দ হয় না।

অতুল। ও বুঝেছি, ফাউল কাটলেট; বয়—

আশু। দুর্গা দুর্গা, ফাউল কি মশাই?

রমেন। (হাসিয়া) আপনি যে একেবারে আকাশ থেকে পড়লেন আশু বাবু; এটা কি নবদ্বীপের ঠাকুর বাড়ী যে মাল্‌পো খাবেন? হোটেল বলেই তো ঢুকেছেন।

আশু। আজ্ঞে, আমি মনে করেছিলাম সমস্তই পাঁঠার মাংসের যাক্ গঙ্গা স্নান করে একটু গোবর খেয়ে ফেল্‌লেই হবে।

অতুল। (হাসিয়া) তবে আর কি আশু বাবু; এইবার পেট ভরে যা কিছু আছে খেয়ে নিন। (রমেনের প্রতি লক্ষ্য করিয়া) রমেন, দু'একটা পেগ চল্‌বে নাকি?

রমেন। Good Luck অমৃতে কার অরুচি ভাই?

(বয়ের প্রবেশ)

অতুল। তিন ডিস ফাউল কাট্‌লেট দেও, পহেলা তিনঠো Brandy peg লেয়াও।

বয়। যো হুকুম। [প্রস্থান।

আশু। (হাত জোড় করে) অতুল বাবু, Brandyটা আর আমি খাবনা।

রমেন। তাকি হয, গঙ্গায স্নান করে একটু গোবর খেলেই যখন শুদ্ধ হবেন, তখন আপনাকে সবই খেতে হবে।

(বয়ের Brandy'র ট্রে হস্তে প্রবেশ ও টেবিলে রাখিয়া প্রস্থান)

অতুল। (একটী গ্লাস আশুর হাতে দিয়া) আসুন আশুবাবু, health drink করুন।

আশু। (স্বগত) বাবা, একদিন এসব কিছুই বাদ যায়নি, এখন অভাবের তাড়নায় সাধু সেজেছি, কিন্তু স্বার্থ যেখানে, সেখানে পাপ পুণ্যের বিচার চলে না। কাজ বজায় করতে যে টুকু দরকার সবই করতে হবে। (মদের গ্লাসের উপর তুড়ি দিয়া) (প্রকাশ্যে) জয় মা কালী (মদ্যপান)

অতুল। ওকি আশুবাবু, ওকি করলেন?

আশু। আজ্ঞে, আমরা শাক্ত কিনা তাই মাদকীয় দ্রব্যটা মাকে উৎসর্গ করে নিলুম।

রমেন। বাবা এটা সাহেবের হোটেল, মুসলমান বাবুর্চ্চি, এখানে এত ভণ্ডামি কেন?

আশু। এঁ্যা—মুসলমান? বলেন কি? রাম রাম।

অতুল। আশুবাবু, আপনি যে জেনে শুনে ন্যাকা সাজছেন, এর অর্থ কি?

(বয়ের ফাউল কাট্‌লেটের ডিস হস্তে প্রবেশ ও টেবিলে রাখিয়া প্রস্থান)

(তিন জনে খাইতে খাইতে)

অতুল। (হাসিয়া) বলি আশুবাবু কেমন লাগছে?

আশু। উপাদেয়, তবে আমাদের শাস্ত্রে এসব অখাদ্য বলে কি না তাই বল্‌ছিলাম।

অতুল। আশুবাবু, আপনার পার্টির সঙ্গে দেখা করার best time কোনটা?

আশু। আজ্ঞে, সকাল ন'টা থেকে ১০টা হলেই ভাল হয়। সে সময় তিনি নিশ্চয় বাড়ি থাক্‌বেন, কাল্‌কে যাবেন কি?

অতুল। না, কাল আমার অন্য একটা engagement আছে। পরশু সকালে ৯টার সময় নিশ্চয় যাব। এক দিনে বিশেষ কিছু ক্ষতি হবে বলে মনে হয় না, কি বলেন?

আশু। আজ্ঞে তা নয়, তবে শুভস্য শীঘ্রম্, অশুভস্য কাল হরণম্।

(বয়ের কার্ড হস্তে প্রবেশ ও অতুলকে দিয়া দণ্ডায়মান)

অতুল। (পাঠ করিয়া) ওহে রমেন, আশা এখানে এসেছে। আমি তাকে আস্‌তে বলেছিলুম (বয়ের দিকে চাহিয়া) সেলাম দেও।

[বয়ের প্রস্থান।

আশু। ইনি আবার কে?

অতুল। ইনি একজন থিয়েটারের actress—আমার friend.

(আশার প্রবেশ)

আশা। Good evening অতুল বাবু ! excuse me আমার late হ'য়ে গেছে ; থিয়েটারে নূতন বই রিহার্সাল হচ্ছে, সাবকাশ করে উঠতে পারিনি।

অতুল। Not a bit আমি তোমার জন্য wait করছিলাম, কিছু খাও।

আশা। না ভাই, আমি জল খেয়ে এসেছি আর কিছু খাবনা।

আশু। তাও কি হয়, যখন এলেন কিছু খান।

আশা। ইনি আবার কে ?

রমেন। ইনি আমাদের নব আগন্তুক, সবিশেষ পরিচয় পরেই পাবেন।

আশা। তবে অতুল বাবু, আমার ওখানেই আজ চলনা ; আমার তো আজ ছুটী আছে।

অতুল। বেশ, একটু ট্যাক্সি করে লেকের (Lake) দিকে ঘুরে তোমার বাড়ীতেই গান বাজনা শোনা যাবে, কি বল রমেন ? আশুবাবু, আমাদের সঙ্গে আপনাকেও যেতে হবে।

আশু। আজ্ঞে, আমাকে আর কেন, আমাকে আর কেন !

রমেন। (স্বগত) বুড়ো, শিং ভেঙ্গে যখন বাছুরের দলে ঢুকেছো, তখন আমাদের সঙ্গে মক্কায়ও যেতে হবে, কল্মাও পড়তে হবে।

(বিল লইয়া বয়ের প্রবেশ)

অতুল। (টাকা দিয়া) চেঞ্জকা পয়সা ঠিক রাখ্‌খো। একঠো ট্যাক্সি বোলাও (বয়ের প্রস্থান) তবে চল আশা, রমেন, আশুবাবু আসুন। (স্বগত) পিসিমাকে ধাপ্পা দিয়ে যে ৫০৲ টাকা এনেছিলুম, তার আর মাত্র ২০৲ টাকা পকেটে বাকি, এ রকম করে আর ক'দিন চল্‌বে ? [সকলের প্রস্থান।

ষষ্ঠ গর্ভাঙ্ক

বাধামাধব বাবুর অন্দর বাটী

শয়ন কক্ষ

নভোমোহন ও অনসূয়া

নভ। অনু তুমি কি এখন এইখানেই থাকবে ঠিক করেছো ? জান তো মা একলা, একদিনের জন্য বেড়িয়ে আসব বলে এসেছো ; আজ পাঁচ দিন হতে গেল।

অনু। জানি মা একলা, তবে তাঁর বিনা অনুমতিতে আমি আসিনি, মা'ই বলেছেন, বৌমা তোমার বাপের বাড়ী যদি থাকৃতে ভাল লাগে, দু'পাঁচ দিন থেকো।

নভ। কেন আমাদের বাড়ী কি তোমার ভাল লাগে না ?

অনু। আমি সে কথাতো বলিনি ; তুমি আমার দেবতা, আমার ইহকাল পরকাল,—তোমার বাড়ী আমার স্বর্গ ; কিন্তু তুমি পাঁচজনের সঙ্গে মিশে যে রকম হয়ে পড়েছো, বিষয় আশয় সব নষ্ট করেছো ; আব আমাদের দিকে ফিরে চাও কই ? রোজই ত সন্ধ্যায় বেরিয়ে যাও আর ফের না।

(নভোমোহন পকেট হইতে মদের flask বাহির করিয়া মদ্যপান)

নভ। বাপের বাড়ী বসে ভারি যে লম্বা লম্বা কথা কইছো।

অনু। বাপ বাপ বলো না, বাপতো আমার স্বর্গগত, এ আমার দাদুর বাড়ী, আমার বড়ই দুরদৃষ্ট। (ক্রন্দন)

নভ। অত অভিধান ধরে কথা কইতে আসিনি। (মদ্যপান)

অনু। তুমি আবার ঐ খেতে আরম্ভ করলে, চ্যাঁচামেচি কর্‌ছো, দাদু জানতে পারলে কি ভাববেন বল দেখি? তোমার খাবার ঢাকা রয়েছে খাবে না?

নভো। নভোমোহন নেমন্তন্ন খেতে আসেনি, এসেছে তোমার কাছে বিশেষ কাজে; চট্‌ করে তোমার হাতের হীরের বালা আর মুক্তোর শেলিটা এনে দাও দেখি।

অনু। কেন, বালা শেলি কি করবে?

নভো। ও সবতো তোমার বাবার দেওয়া নয়, ও আমাদের দেওয়া। বেশী কথা কয়ো না, বাপের সুপুত্তুর হয়ে আমায় সব এনে দাও; আমি এখুনি চলে যাব।

অনু। ও মা, এই রাত্রে তুমি কোথায় যাবে? ও সব গহনা মার কাছে লোহার সিন্দুকে আছে। তুমি আজ থাক, কাল সকালে মার কাছ থেকে চেয়ে দেবো। বলতো আমিও তোমার সঙ্গে যেতে পারি। আমি এসেছি দাদু রণুর নামে বিষয় লেখাপড়া করে দিচ্ছেন, তাই শোনবার জন্যে; দু'দিন আছি, এতে যদি তোমার অমত হয় আমি এক দণ্ডও এখানে থাকতে চাই না।

নভো। (মদ্যপান করিয়া) তাতে আমার কি? নভোমোহন তার শ্বশুর বাড়ীর বিষয় প্রত্যাশা করে না; সে আজ ফকির হলেও বুদ্ধি খেলিয়ে রোজগার করতে পারে; কোন কথা শুনতে চাই না, এখুনি গহনা নিয়ে এসো।

অনু। মা ঘুমোচ্ছেন; এত রাত্রে তাঁর ঘুম ভাঙ্গিয়ে কি বলে চাইবো; তুমি একটু স্থির হও; একটু বোঝো, তোমার দুটী পায়ে পড়ি।

নভো। (মদ্যপান করিয়া) অত লম্বা কথার ধার ধারিনা, যা বলছি শোনো; রাগ বাড়িয়ো না—(মদ্যপান)

অনু। এত রাত্রে আমি মাকে জাগাতে পার্ব্বো না।

নভো। হারামজাদী, আমি তোমার বাবার চাকর!

অনু। (কাঁদিতে কাঁদিতে হাত জোড় করিয়া) তোমায় জোড় হাত করি, তুমি একটু স্থির হও। আমার মরা বাপকে আর গালাগালি দিও না। কাল সকালে ওই গহনা কেন, আমার সমস্ত গহনা, তোমায় বাক্স শুদ্ধ ধরে দেবো।

নভো। তবুও কথা শুনবে না।

অনু। না—আমি এখন পার্ব্বো না।

নভো। তবে রে হারামজাদী (পেটে পদাঘাত,—ফলে অনুর মূর্চ্ছা); এই অনু ওঠো, (টানিয়া) কই বাবা নড়ে না যে, এখুনি সবাই জানতে পারবে—এই বেলা পালাই।

[মদের flask খাটের উপর ফেলিয়া প্রস্থান।

অনু। (ছট্‌ফট্ করিতে করিতে) মাগো, আমি মরে গেলুম, প্রাণ বেরিয়ে গেল! ওঃ—

(শব্দ পাইয়া ঝিয়ের প্রবেশ)

ঝি। ও দিদিমণি তোমার কি হোলো গো, তোমার কাপড়ে চোপড়ে এত রক্ত কেন, জামাই বাবু কোথায় গেল; তাইতো এযে রা কাড়েনা; একি হোল। গিন্নিমাকে—বৌমাকে খবর দিই।

[ঝিয়ের প্রস্থান।

অনু। মা আর সহ্য করতে পাচ্ছি না মা, মরে গেলুম, মাগো মরে গেলুম।

(দ্রুতভাবে হেমনলিনী, সরযূ ও ঝিয়ের প্রবেশ)

পশ্চাৎ পশ্চাৎ রাধামাধব

সরযূ। মা অনু কি কল্লি মা?

রাধা। শীঘ্র মুখে জলের ছিটে দাও, পাখার হাওয়া করো।

হেম। ওগো! অনুর একি হলো গো? (ক্রন্দন) অনুর আমাদের কি হলো গো (রাধামাধবের প্রতি) শীগ্‌গির ডাক্তার ডাক।

রাধা। গিন্নি, ছেলেকে বিসর্জ্জন দিয়ে সমস্ত মমতাটা অনুর উপর ফেলেছিলে না? সাধ্যমত অর্থব্যয়ে অবস্থাপন্ন শিক্ষিত পাত্রের সঙ্গে অনুর বিয়ে দিয়ে ছিলুম, কিন্তু শিক্ষার দৌড় কতদূর এইবার দেখ। (মদের flask প্রদর্শন)

সরযূ। ও কিসের শিশি বাবা?

রাধা। এ মদের শিশি মা, এ মদের শিশি, তোমার জামাই ফেলে রেখে গিয়েছেন।

সরযূ। বাবা, তবে কি সত্যই নভু মদ খেতে শিখেছে?

রাধা। আর বল না মা! আমি ডাক্তারের বন্দোবস্ত করি গে, তোমরা মুখে জল দিয়ে হাওয়া কর।

[প্রস্থান।

হেম। বউ মা, বোধ হয় গর্ভ নষ্ট হয়ে গেছে, আমার মনে হয় মদের ঝোকে শয়তান কোন রকম অত্যাচার করে গ্যাছে।

অনু। (মুখ দিয়া রক্ত বাহির) মাগো আর পারি না।

সরযূ। অনু মা আমার! কি হলো মা, কেন এমন হোল, নভু কি তোমায় মেরেছে?

(অনু কপালে হস্ত প্রদান করিয়া পুনর্বার মূর্চ্ছা)

ডাক্তার লইয়া রাধামাধবের প্রবেশ

ডাক্তার। (পরীক্ষা করিয়া) Case বড় serious, abortion তো হয়েই গিয়েছে, গুরুতর আঘাতও কিছু পেয়েছে, বিশেষ যত্ন নিতে হবে; তা না হ'লে বাঁচাতে পার্ব্বেন না, pulse sink করছে।

সরযূ। অনু মা গো—আমার কি হলো গো। (ক্রন্দন)

রাধা। বউমা কেঁদ না, চুপ করো ; যে দিন দীলিপকে হারাই সেদিন তো আমি তোমারই মত এমনি করে কেঁদেছিলুম। মা, কেঁদে কোন ফল নেই, চেষ্টা করে দ্যাখো যাতে মেয়েটা বাঁচে। (স্বগত) ভগবান সংসার মরুভূমিতে অনু আমাদের তৃষ্ণার জল, তাও কি শুকিয়ে দেবে দয়াময়।

দ্বিতীয় অঙ্ক

প্রথম গর্ভাঙ্ক

রাধামাধব বাবুর ড্রয়িং রুম

(রাধামাধব চেয়ারে উপবিষ্ট ও অনসূয়া শোফায় শায়িতা)

রাধা। অনু, এখন শরীরের অবস্থা কেমন বোধ করছো ভাই ?

অনু। শরীরের আর কোনও যন্ত্রণা নেই বটে, তবে শক্তি বড়ই কম।

রাধা। সেই জন্যই তো ডাক্তার রায় তোমায় কোন স্বাস্থ্যকর জায়গাতে বায়ু পরিবর্ত্তনের জন্যে নিয়ে যেতে বলেছেন। আমি ঘাটশিলায় যাবার জন্যে যত শীগ্‌গির হয় বন্দোবস্ত করছি ; একটা কাজ আছে, সারা হলেই তোমায় নিয়ে যাবো।

অনু। দাদু, আপনি আমার জন্যে এত করছেন কেন ? আমার যা হাল করে ছিল তাতে আমার বাঁচবার কোন আশাই ছিল না ; শুধু আপনি অজস্র অর্থব্যয়ে অক্লান্ত পরিশ্রম ও যত্নে ভগবানের কৃপায় আমায় বাঁচিয়ে তুলেছেন ; কিন্তু এ বাঁচায় আমার সুখ কি দাদু ?

রাধা। অনু, তুমি ছেলে মানুষ, তুমি বুঝতে পার্ব্বেনা, তুমি মেয়েছেলে হলেও আমাদের কত আদরের, কত যত্নের ! আমাদের সংসারে আর কে আছে ভাই ? তোমার ঠাকুমা—আমি বুড়ো হয়ে পড়েছি ; তুমি ছাড়া আরতো বাড় বাড়ন্ত হবার উপায় নেই। যেদিন ডাক্তার বল্লেন যে তোমার জীবনের আশা খুবই কম;

তখন আমি চারিদিক অন্ধকার দেখতে লাগলুম ; প্রাণের কাতরতায় ভগবানের কাছে কত নিবেদন করলুম ; তাই তিনি দয়া করে তোমায় আরোগ্যের পথে এনে দিয়েছেন।

(হেমনলিনী ও রণেন্দ্রের প্রবেশ)

হেম। হ্যাঁ গা, ঠাকুর মশাযকে দিয়ে একটা দিন দেখালে না ; অনুকে যখন ঘাটশিলায় নিয়ে যেতেই হবে, তখন একটা অদিনে অক্ষানে যাওয়া কি ভাল ?

রণেন্দ্র। দাদু, ঘাটশিলায় যাবার সময় আমায় একখানা ছোট মটর গাড়ী কিনে দিও ; আমি সেখানে চড়ে বেড়াবো।

রাধা। ছোট গাড়ী, কি হবে বাবা ; আমার যে নূতন গাড়ী কিনেছি, সেই গাড়ী আমি রেলে করে তোমার জন্য নিয়ে যাবো, তুমি চড়ে বেড়াবে।

রণেন্দ্র। না, আমি তা শুনবো না, আমায় ছোট গাড়ী কিনে দেবে বল, আমি আপনি চালাবো।

অনু। রণু, তুমি দাদুকে অমন করে বিরক্ত করো না ; চুপ কর।

রণেন্দ্র। (কাঁদ কাঁদ হইয়া) দেখনা দাদু ; মা আমায় বক্‌ছে।

হেম। (হাসিয়া) মা তোমায় বক্‌লে কোথায় বাবা। হ্যাঁগা, অনুতো বড়ই দুর্ব্বল, সঙ্গে কোন ডাক্তার যাবার ঠিক করলে ?

রাধা। ডাক্তার রায় বলেছেন, তিনি সঙ্গে যাবেন, সম্ভবতঃ উনি সেখানে ৪।৫ দিন থাকবেন। দেখ, ডাক্তার রায় যে রকম পরিশ্রম করেছেন ; আর অকাতরে অনুর যা সেবা করেছেন ; তাঁর ঋণ আমি জীবনে শুধতে পার্ব্বোনা।

হেম। তারপর ডাক্তার ফিরে এলে, সেখানে ভাল ডাক্তার পাওয়া যাবে তো ?

রাধা। ভাল ডাক্তার না থাক্‌লেও, ২।৪ জন ডাক্তার আছেন, আর টাটানগর খুব কাছে; সেখানে সাহেব ডাক্তার পর্য্যন্ত পাওয়া যায়। বেশী দরকার হলে, কল্‌কাতা থেকে ডাক্তাব নিয়ে যেতে বেশী দেরি হয় না।

(ঝিযের প্রবেশ)

ঝি। ওগো কর্ত্তাবাবু, জামাই আইছেন, তিনি একতরো গো, তিনি এক-তরো; যেন নাচতিছে।

রাধা। তার ফের এ বাড়ীতে ঢুকতে লজ্জা করলো না; একটা স্ত্রী হত্যা করেছিল—scoundrel; দু'দিন না যেতে যেতে আবার এসেছে?

হেম। কি আর করবো বল, আমাদের তো মেয়ে, আমাদের সব সহ্য করতে হবে।

রাধা। সহ্য করতে হয়, তুমি কবো, আমি তার মুখ দর্শন করতে চাই না।

হেম। (ঝিয়ের প্রতি চাহিয়া) হ্যাঁরে জামাই বাবু কি বললে; সে কি চায়?

ঝি। ওগো গিন্নি মা, সে কি খাড়া হোতে পারতিছে; খালি লাফাইছে, আর অনু অনু করতিছে।

রাধা। (রাগ ভরে) গিন্নি, বদমাইস আবার মদ খেয়ে আমার বাড়ীতে এসেছে; আমি দারোয়ানকে ডেকে গলাধাক্কা দিয়ে বাড়ী থেকে এক্ষুনি তাকে বিদেয় কর্ব্বো।

(তাড়াতাড়ি চলিয়া যাইতে উদ্যত)

হেম। (বাধা দিয়া) তোমারও কি মাথা খারাপ হলো; নভুর যদি সুবুদ্ধি থাক্‌বে তা হ'লে তার এ দুর্দ্দশা কেন?

রাধা। গিন্নি, মাথা খারাপের আর বাকি কি! একটা ছেলে শিবরাত্রির শল্‌তে—তাও বিসর্জ্জন দিয়েছি; আমার সেই ছেলের অন্নু, তার কি দুরদৃষ্ট; ওঃহোঃ! (মাথায় হাত দিয়া চেয়ারে উপবেশন)

(নভোমোহনের টলিতে টলিতে প্রবেশ ও পশ্চাৎ পশ্চাৎ সরযূর প্রবেশ)

নভো। এই যে অনু তুমি শুয়ে রয়েছো; আমি তোমার উপর অত্যাচার করেছি না?

অনু। (মাথার কাপড় টানিয়া) (স্বগত) একি দুরদৃষ্ট, এ যে দিন দিন রাক্ষস হয়ে দাঁড়াচ্ছে; এ অবস্থায় এখানে আসতে একটু লজ্জা করলো না, এ যে আমারই মাথা কাটা যাচ্ছে; ভগবান আমায় কেন বাঁচালে! তা না হলে তো এ সব দেখতে হ'ত না।

নভো। (flask বাহির করিয়া মদ্যপান ও পকেটে রাখিয়া রাধামাধবের দিকে অগ্রসর হইয়া) দাদাবাবু; আপনি কি আমার সঙ্গে কথা কইবেন না?

রাধা। (রাগ ভরে উঠিয়া) Get out you scoundrel মাৎলামোর জায়গা পাওনি; ভালোয় ভালোয় বেরিয়ে যাও এখুনি—নইলে ..

হেম। আঃ, কি কর, তুমি একটু বসো।

সরযূ। (কাঁদ কাঁদ স্বরে) বাবা, এত বুকের অসুখে ভুগছি, তবু আমার কেন মরণ হয় না? বিধবার কি কঠিন প্রাণ!

নভো। আমি আপনার বাড়ীতে নিমন্ত্রণ খেতে আসিনি, আমার টাকার দরকার; আমার স্ত্রীর সমস্ত গহণা আমায় ফিরিয়ে দিন, আমি শুর শুর করে চলে যাচ্ছি।

রাধা। বদমাইস, সর্ব্বস্ব খুইয়ে এখন স্ত্রীর গহণা নিয়ে টানাটানি; গহণা কার? গহণা অনুর, তোমার কোন অধিকার নেই চলে যাও!

নভো। দেখুন, ভালোয় ভালোয় ফিরিয়ে দিন—নইলে...

বাধা। নইলে কি তুমি আমাব বুকে বসে দাড়ি উপড়াবে?—বাসকেল,...
(চড় মাবিতে উদ্যত)

হেম। (বাধা দিয়া) তুমি এমন কবলে আমবা কোথায যাব।

নভো। (উগ্রমূর্ত্তিতে বাধামাধবেব দিকে অগ্রসব হইযা) তবে বে শালা।
(পড়িযা গিযা মূর্চ্ছা)

হেম ও সবয্। ওগো কি হ'ল গো।

হেম। শীঘ্র জল নিযে এসো, জল নিযে এস।

বাধা। গিন্নি ও মববে না, ভয নেই, জ্বলতে এসেছি, যে কযদিন বাঁচবো এই বকম কবেই জ্বলে পুড়ে খাক হতে হবে। (উচ্চৈস্বরে) হবিযা।

(হবিযাব প্রবেশ)

তোবা জামাই বাবুকে পাঁজাকোলা কবে নিযে গিযে কলে স্নান কবিযে দে।

অনু। দাদু, আমাব বুকটা যে বড্ড কেমন কবছে, আমি যে নিশ্বাস ফেলতে পাবছিনা, চাবিদিকে অন্ধকাব দেখছি, মা একটু জল দাও।

(সবযূব জল দেওন ও নভোমোহনকে লইযা চাকবদেব প্রস্থান)

বণেন্দ্র। দাদু, বাবা আপনাকে মাবতে গেল কেন? বাবা অমন বেঁকে বেঁকে চলছে কেন দাদু?

হেম। ঝি, খোকা বাবুকে বেড়াতে নিযে যা।

বণেন্দ্র। না, আমি এখান থেকে যাব না।

হেম। বাবা, মাব অসুখ কবেছে, দুষ্টামী কবতে নেই।

বণেন্দ্র। (কাঁদ কাঁদ হইযা) আবাব মাব অসুখ কবলো কেন? আমি বাবাকে বক্‌বো। [ঝিযেব কোলে উঠিযা প্রস্থান।

সবযূ। অনু অত অধীব হস্‌নি মা, সকলই তোর দুবদৃষ্ট, তুই ধৈর্য্য না ধবলে আমবা কোথায যাই ?

অনু। মাগো ও ঠাকুমা, বুক গেল, বুক গেল !

(বাধামাধব চেযাবে বসিযা ভাবিতেছে)

হেম। হ্যাগা, তুমি চুপ কবে বসে বইলে কেন, ডাক্তাব বাযকে খবব দাও !

বাধা। (উচ্চৈস্ববে) হাঃ, হাঃ, হাঃ, হাঃ, তবে অনু এখনও মবেনি, যাই চট্‌কবে ডাক্তাব বাযকে ডেকে আনি, আসল খুইযেছি, সুদ নিযে দেখি ভগবান ক'দিন নাডাচাডা কবতে দেন।

[বাধামাধবেব প্রস্থান।

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক

নভোমোহনেব অন্দব বাটী

(বাজলক্ষ্মী ও বীণা)

(বাজলক্ষ্মী গভীব চিন্তায মগ্ন)

বীণা। মা, আকাশ পানে চেযে কি ভাবছ, আজ কাল যেন তোমাব দিন বাতই ভাবনা, কি হযেছে সত্যি বলনা ?

বাজলক্ষ্মী। (দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিযা) তুই বাছা আব জ্বালাস্ নি, আমি কি ভাবি তা তোকে কি বোঝাবো বল, ভাবতুম চিবদিনই এই ছেলে মানুষেব মত হাসি খুসিতে তোদেব মানুষ কববো, সংসারের দায দক্কাল তোদেব কিছুই বুঝতে দেবো না।

বীণা। মা এত কথা কি বল্‌ছ, আমি বুঝতে পাব্‌ছি না, কি যা তা ভাব !

রাজ। বীণা, আমি নিজের জন্যে কিছুই ভাবিনা, ভাবনা শুধু তোদেরই জন্যে। তুই কি জানিস না, নভু সব বিষয়-সম্পত্তি নষ্ট করেছে, বদখেয়ালিতে আর জুয়া খেলে।

বীণা। দেখ মা আমার মনে মনে কেমন একটা সন্দেহ হ'ত; আহা! দাদা আমার সোণার দাদা ছিল, সে কেন এমন হ'ল মা!

রাজ। (নিশ্বাস ফেলিয়া) সকলই আমার অদৃষ্ট; কত শীগ্‌গির স্বামীকে খেয়ে বসে আছি; বেঁচে আছি শুধু তোদেরই মুখ চেয়ে। নভু কাল বৈকালে বাড়ী থেকে বেরিয়েছে, এখনও এল না; রাত দশটার সময় তার শ্বশুর বাড়ীতে খোঁজ নিয়েছি, সেখানেও যায়নি; রাক্ষস আমায় জ্বালিয়ে খেলে।

বীণা। মা, ঐ দেখ দাদা আস্‌ছে, কি রকম চেহারা হয়েছে দেখ, কোন অসুখ বিসুক করেনি তো!

(নভোমোহনের উষ্ক-শুষ্ক অবস্থায় বিমর্ষ ভাবে প্রবেশ)

রাজ। (স্বগত) বালাই ষাট ষাট, (প্রকাশ্যে) এসেছিস্, বাঁচলুম! কাল থেকে আমি ভেবে ভেবে সারা হয়ে গেলুম; তুই আর আমায় বাঁচতে দিবি না।

নভো। না, তোমার আর বেঁচে দরকার নেই মা, জানতো সব বিকিয়ে গিয়েছে; বাকি ভদ্রাসন বাটী, তাও যাবে; তখন কোথায় তোমাদের রাখবো?—তার চেয়ে পার যদি এই বেলা মর।

রাজ। তুই কোথায় গেছ্‌লি?

নভো। আমার টাকার দরকার, শ্বশুর বাড়ী গেছ্‌লুম, দাদা শ্বশুর শালা, আমায় অপমান করে তাড়িয়ে দিলে, বুঝে নেবো!

রাজ। তুই যে কি ছাই খেতে শিখেছিস, কারো কাছে আর মান ইজ্জত রাখলি না।

নভো। মা! যার পয়সা নেই, তার মান কোথায়? যতদিন পয়সা ছিল, সকলেই নভুবাবু, নভুবাবু করতো—আজ আমি পথের ভিখারী।

রাজ। বালাই তুই ভিখারী হবি কেন?

নভো। কেন মা, আর আমার কি আছে, যাথেকে আমি বাবুগিরী করে চালাবো।

রাজ। কেন, তোর খাবার পরবার অভাব কি। সমস্ত বিষয় গেলেও কাশীতে আমাদের যে ঠাকুর বাড়ী আছে, আর ঠাকুর সেবার জন্যে নগদ টাকা যা ব্যাঙ্কে জমা দেওয়া আছে, তারই সুদে ঠাকুর সেবাও হবে, আর আমাদেরও এক রকম চলে যাবে।

নভো। মা, তাকি হয়, আমার এমন খরচে হাত, আর আমি হাত তোলার মধ্যে গিয়ে থাকবো? তার চেয়ে মরাই ভাল।

বীণা। কেন দাদা! মা যা বলেছেন সেই তো ভাল।

নভো। তুই ছেলে মানুষ, চুপ করে থাক! তুই আজ কলেজে যাস্‌নি?

বীণা। না, আমার নাম কেটে দিয়েছে; তিন মাসের মাহিনা বাকী পড়েছে। আর মাষ্টার মশাই ঠিক মতন আসেন না; তিনি বলেন, আমার এই রকম মাহিনা পড়ে থাকলে পড়াতে পারব না।

নভো। (দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিয়া) (স্বগত) উঃ, কর্ত্তব্য জ্ঞান একেবারে হারিয়েছি! একটা বোন, যার লেখাপড়া শেখার এত আগ্রহ, যাকে লেখাপড়া শেখাবার জন্য বাবার কত ইচ্ছা ছিল, আমি তাঁরই পুত্র হয়ে, তাঁর বিষয়-আশায় উড়িয়ে দিয়ে, বোনটার লেখা-পড়াও বন্ধ করলাম। ধিক্ আমার জীবনে, (প্রকাশ্যে) বীণা! কাল থেকে তুমি কলেজে যেও, কলেজের মাহিনা দিয়ে দেবো, আর মাষ্টার মশায়ের কত টাকা হয়েছে বল্‌তে বোলো, মিটিয়ে দেবো।

রাজ। নভু, তোর চেহারা যে রকম হয়েছে, তুই রাত্রে বোধ হয় কিছু খাস্‌নি, স্নান করে দুটো ভাত খা।

(নেপথ্যে) নভুবা বাড়ী আছেন, নভুবাবু্ বাড়ী আছেন ?

নভো। কে ?

(নেপথ্যে) আজ্ঞে আমি আশু, অতুল বাবু এসেছেন ; ইন্সিওরের কথা কইতে।

নভো। আচ্ছা ওঁকে বৈঠকখানায় বসাও, আমি যাচ্ছি ! (উচ্চৈঃস্বরে) ওরে নিধে বৈঠকখানার দরজা খুলে দে, বাবুরা বসবেন।

রাজ। তা ওরা একটু বসুক, তুই নেয়ে খেয়ে নে।

নভো। তা কি হয় মা, আমাব বাড়ীতে ভদ্রলোকেরা এসেছেন, আর আমি নাইবো,—খাবো, তবে তাদের সঙ্গে দেখা করব ? না, আমি কাজ সেরে আসি ; পরেই খাওয়া দাওয়া করব।

[প্রস্থান।

রাজ। (স্বগত) মা অন্নপূর্ণা, মঙ্গল কর মা ; দেখো যেন আমার নভু কষ্ট না পায় ! যদি একান্তই সবই নষ্ট হয়ে যায়, তোমার দ্বোরে গিযে দাঁড়াবো মা ; তুমিত দশহাতে সকলকে অন্ন বিলাও, আমাদেরও মুষ্টিমেয় দিও মা ! (প্রকাশ্যে) বীণা, এইবার বোধ হয় আমাদের কল্‌কাতার বাস উঠলো।

বীণা। তা হ'লে কি আমাদের কাশীতেই যেতে হবে মা ?

রাজ। আর কোথায় গিয়ে দাঁড়াবো ? অতুল ঐশ্বর্য্যের অধিকারিণী হয়েও আজ ভিখারিণী। আপনার লোকের কাছে, কিংবা পরের দ্বোরে দাঁড়ানর চেয়ে আমাদের সেইখানে যাওয়াই মঙ্গল।

বীণা। মা, আমায় সেখানে কলেজে পড়াবে ?

রাজ। বাবা বিশ্বনাথের যা মনে আছে, তাই হবে ; বীণা, বুকটা কেমন

ধড়ফড় করছে, আর একটু শুইগে, নভু এলে খাওয়া দাওয়া করবো।

বীণা। চল মা, আমি তোমার বুকে তেলে জলে মালিশ করে দিই।

[উভয়ের প্রস্থান।

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক

নভোমোহনের বৈঠকখানা

(নিতুর পশ্চাৎ পশ্চাৎ অতুল, বিহারী ও আশুতোষের প্রবেশ)

নিতু। আসুন বাবুরা, বসুন, বাবু এখুনি আসছেন।

আশু। ওরে বাবা নিতু, মা ঠাকরুণের কাছ থেকে আমার জন্যে এক গেলাস সরবৎ নিয়ে আয়তো।

নিতু। আজ্ঞে যাচ্ছি।

[প্রস্থান।

বিহারী। দেখ আশু, তুমি লোককে বড় বাজে বিরক্ত কর, এই সকালে আস্‌বার সময় অতুল বাবু হিন্দুস্থান রেষ্টুরেণ্টএ egg-poach, toast, pastry চা ভরপুর খাইয়েছেন, দমভোর খেয়ে এসেছো, আবার আসতে না আসতে কচি ছেলের মত তোমার গলা শুকিয়ে গেল।

আশু। আরে ভাই, একটু ন্যাওটা না হলে কি মায়ের যত্ন পাওয়া যায়। (অতুলের দিকে চাহিয়া) অতুল বাবু, ঐ বাবু আসছেন।

(নভোমোহনের প্রবেশ)

সকলে। আসুন, আসুন!

আশু। নভুবাবু, আমি এই অতুল বাবুর কথাই আপনাকে বলেছিলাম, ইনি একজন শিক্ষিত ইন্‌সিওরের এজেণ্ট, কি রকম ইন্‌সিওর করলে আপনার ভাল হবে, তার সমস্ত সৎপরামর্শ এঁর কাছেই পাবেন ; বেশী বলা বাহুল্য, তবে এক কথায় বলি ইনি একজন Insurance Expert.

নভো। বেশ, বেশ, অতুল বাবু আপনি কি ব্রাহ্মণ ?

অতুল। আজ্ঞে হ্যা।

নভো। নমস্কার! আপনি কোন কোম্পানী রিপ্রেজেণ্ট করেন ?

অতুল। আজ্ঞে, ফাণ্ডামেণ্টাল লাইফ এসিওরেন্স কোম্পানী।

নভো। দেখুন, ওটা বিলাতী কোম্পানী নয় তো ?

অতুল। আজ্ঞে না ; এটা আমাদের ইণ্ডিয়ান কন্‌সার্ন, এর ; হেড অফিস মাদ্রাজে ; এ কোম্পানীর মূলধন বিশেষ সুদক্ষতার সঙ্গে ইন্‌ভেষ্ট করা আছে ; Expense Ratio 19¼ per cent, আর বোনাস সব চেয়ে বেশী, হোল-লাইফ ২৭৲ টাকা আর এণ্ডাও-মেণ্ট ২৫৲ টাকা হাজার করা প্রতি বৎসরে।

আশু। অতুল বাবু, নভু বাবুর হাতে আপনাদের কোম্পানীর Prospectus দিন না, বাবু দেখে নেবেন এখন। (অতুল তাড়াতাড়ি নভোমোহনের হাতে prospectus দিল)

নভো। হ্যা আশু, আমি সব বুঝতে পারি, তবুও ইন্‌সিওরটা এত জটিল জিনিষ, prospectusএর ভাষা এত দ্বিভাষী, যে ভাল ইন্‌সিওরের এজেণ্ট ছাড়া, সব বিষয়ে অন্য লোকে ভাল রকম বুঝতে পারে না ; কি বলেন অতুল বাবু ?

অতুল। (হাসিয়া) আজ্ঞে তা না হ'লে, এত সেলস্‌ম্যান থাকতো না ; যাই হোক্ আপনি কি রকম ইন্‌সিওর করাতে চান ?

নভো। আপনিই একটা ভেবে চিন্তে suggest করুন না ?

অতুল। আপনার বয়স এখন কত ?

নভো। About 32 Years.

অতুল। আপনার Horoscope আছে ?

নভো। ইউনিভারসিটির সার্টিফিকেট দিলে চল্‌বে না ?

অতুল। হ্যাঁ, তা চলবে না কেন, সেত শ্রেষ্ঠ প্রুফ ; (বই দেখিয়া) তা হলে একটা এন্‌ডাউমেণ্ট ২০ বছরের করুন। বছরে হাজার করা পঞ্চাশ টাকার মত দিতে হবে।

নভো। এর Profit পাওয়া যাবে তো ?

অতুল। নিশ্চয়।

নভো। Rateটা একটু বেশী বেশী মনে হচ্ছে ; সেদিন একজন এজেণ্ট আমায় দেখিয়েছিল, তাদের কোম্পানীর Rate যেন এর চেয়েও কম।

অতুল। কোন্ কোম্পানী বলুন দেখি ?

নভো। আমার ঠিক মনে নেই।

অতুল। আজ্ঞে, তাও কি হয়, এই দেখুন (তাড়াতাড়ি ব্যাগ হইতে ২ খানা বই বাহির করিয়া) একখানি Vademacum, আর লালখানি Stone and Cox এর Manual ; এতে সমস্ত ইনসিওর কোম্পানীর Rate দেওয়া আছে। আপনি মিলিয়ে দেখতে পারেন। (নভোমোহনের হস্তে বই দুইখানি প্রদান)

নভো। আচ্ছা, আপনাদের Joint Life আছে ?

অতুল। আজ্ঞে হ্যাঁ, স্বামী-স্ত্রী, দুইজন বন্ধু বা দুইজন partner ইনসিওর করতে পারেন ; এতে দু'জনের, একজন মারা গেলেই যে বেঁচে থাকবে সে ইনসিওরের সমস্ত টাকাটা পাবে।

নভো। এর হাজার করা বছরে Rate কত ?

অতুল। আজ্ঞে, আর একজন যিনি করবেন তাঁর বয়স কত ?

নভো। ধরুন আমার বন্ধু বিহারী আমার সঙ্গে ইনসিওর করবে, আমার চেয়ে সে বছর পাঁচেকের ছোট হবে।

অতুল। (মাথা চুলকাইতে চুলকাইতে) আপনার বল্লেন ৩২ বৎসর, আর বিহারী বাবুর হচ্ছে ২৭ বৎসর ; পাঁচ বছরের Difference. (বই দেখিয়া) তা হলে *younger age* এ তিন যোগ করতে হবে ; তাতে বছরে হাজার করা ৬১।৵০ দিতে হবে।

নভো। আচ্ছা, আজ বেলা হয়ে গেছে ; আমি এ বিষয়ে বিবেচনা করবো ; আপনি কাল বাদ পরশু সকালেই আসবেন।

আশু। (স্বগত) বাবা, আবার বিবেচনা করা কেন ; যা করবে আজই করে ফেলনা, আমি যে আর লোভ সামলাতে পারছি না। (প্রকাশ্যে) নভুবাবু, ইনসিওরেন্স জিনিষটা তাড়াতাড়ি করাই ভাল। আজ আপনার ইনসিওর করবার ইচ্ছে আছে, স্বাস্থ্য ভাল আছে, দুদিন পরে হয়তো মত বদলে যেতে পারে ; আর স্বাস্থ্য—ভগবান না করুন যদি—

বিহারী। থাক্, আর বুক্‌নি কেটোনা ; একদিনে আর বিশেষ কিছু ক্ষতি হবে না ; কি বলেন অতুল বাবু ?

অতুল। না তা নয় বটে, তবে বেশী delay করাও ভাল নয়।

নভো। তা হলে আসুন অতুল বাবু, আশু তুমিও অতুল বাবুর সঙ্গে যাও আজকে ! পরশু সকালে এস।

আশু। (স্বগত) মা জগদম্বা মুখ তুলে চাও মা ; চিরদিন কষ্ট পেয়েছি, দুদিন মোটা পয়সার মুখ দেখতে দাও মা ! (প্রকাশ্যে) তবে চলুন অতুলবাবু, আপনার গাড়ীতে যাই ; আমায় ভবানীপুরে

নাবিয়ে দেবেন। একবার কালীঘাটে মা কালীকে দর্শন করতে যাব; আজ কালী পূজোর দিন।

অতুল। তা হলে, good bye নভুবাবু, তবে আমরা আসি আজ।

আশু। বাবু, তা হ'লে আমিও চল্লুম, প্রণাম হই।

[উভয়ের প্রস্থান।

নভো। দেখ বিহারী, তোমার মা বাপ, সাতকুলে কেউ নেই; মামার বাড়ী মানুষ হয়েছো; যাতে সময়ের পরিবর্ত্তন হয়, সেই চেষ্টাই করা ভাল নয়?

বিহারী। আজ্ঞে তা আর বলতে।

নভো। আমি যা বলব তা করতে পারবে? আরও একদিন বলেছিলুম। আমাদের মনের কথা কারুর কাছে বলতে পাবে না, বল্লে উভয়েই মুস্কিলে পড়বো।

বিহারী। আশুকেও কিছু বলব না?

নভো। না, ওকে এমন জালে জড়িয়ে রাখব যে ঘাড় এদিকও করতে পারবে না, ওদিকও করতে পারবে না। আমি তো আগেই বলেছি, পয়সা দিলে ওকে দিয়ে সব কাজ করান যায়। চল বেলা হয়েছে, মা বসে আছেন; স্নান করে ভাত খাওয়া যাক; তারপর খেয়ে দেয়ে ইনসিওর সম্বন্ধে বিশেষ পরামর্শ করা যাবে।

বিহারী। তাই চলুন।

নভো। ওরে নিধে, স্নান করবার ঘরে তেল নিয়ে আয়, আর বিহারীবাবুর একখানা কাপড় নিয়ে আয়।

[উভয়ের প্রস্থান।

চতুর্থ গর্ভাঙ্ক

কালী ঘাট, নাট-মন্দির

(জনৈকা ভৈরবী উপবিষ্টা)

গীত

আমার মায়ের মত মা যে গো তুই,
থাকিস না মা আমায় ভুলে ,
চরণে শরণ নিছি,
ফেলিস্ না মা পায়ে ঠেলে ।
সবাই বলে—আমার আমার,
(ওমা) এ আমার কি ঘুচ্‌বে না আর ?
আমার এ আমিত্ব নিয়ে—
পুড়ে মলাম্ জ্বালায় জ্বলে ।
তোর নামে মা আজ মজেছি,
চরণ-তলে প্রাণ স'পেছি ,
যা করিস্ তা করিস্ মা গো,
ডাক্‌বো আমি কালী বলে ।
দিস্ মা কেবল পদ ছায়া,
দেখিস্ তারা মরণ কালে ॥

ভৈরবী। মা কপালিনি! মা মুণ্ডমালিনি! আমার গতি কি হবে মা? অন্তিমে তোমার চরণে স্থান দিও, আমার সকল অপরাধ মার্জ্জনা কর মা! আমি অতি দীনা, তোমার ভজন সাধন কিছুই জানি না; মা! অন্তরের ভক্তি-অর্ঘ্য দিলাম, শান্তিময়ী, শান্তি দাও!

(হেমনলিনী ও সরযূ ধ্যানে মগ্না)

সরযূ। (স্বগত) মা অভয়া, বড় জ্বালায়, বড় প্রাণের আতঙ্কে তোমার দোরে এসেছি মা। আমার অন্ধের যষ্ঠী, নয়নের সম্বল, আমার অনুকে ভাল করে দাও মা, আজ কালীপূজার দিন, তোমার কাছে কায়মনে মানস করছি, আমার অনু ভাল হ'লে বুক চিরে রক্ত দেব মা! আমার সাধ, আমার আহ্লাদ, আমার কামনা, সবই যে আমার অনু। প্রাণের দেবতাকে হারিয়ে, চারিদিক অন্ধকার দেখে, আমি আমার অনুকেই বুকে জড়িয়ে ধরেছি ; দেখিস্ মা, আমার শেষ অবলম্বন যেন কেড়ে নিস্‌নি। অভাগিনী কন্যার কাতর ক্রন্দন তোর কি কানে পৌঁছেছে মা ?

হেম। বৌমা! মার কাছে মানসিক করে ওঠ, কর্ত্তা আমাদের জন্য দাঁড়িয়ে রয়েছেন। মা ছাড়া আমাদের গতি কোথায় ? আমরা দুজনেই মার কাছে প্রার্থনা করছি, মা মঙ্গলে, আমাদের মঙ্গল করুন।

রাধা। (নেপথ্যে) বৌমা! তোমাদের কি দেরী আছে ? যদি দেরী থাকে, তোমরা এই খানেই বস, রণু হারিয়ে গেছে, আমি তাকে খুঁজে দেখি।

হেম। ওমা, সে কি কথা গো, এত ভিড়ে ছেলে গেল কোথায় ?

সরযূ। (কাঁদিতে কাঁদিতে জোড়হাত করিয়া) মা কালী, একি করলি মা! রণু কোথায় হারিয়ে গেল মা ? মাগো, ছেলেকে ফিরিয়ে দে।

রাধা। (নেপথ্যে) তোমরা বস, আমি এখুনি পুলিশে খবর দি।

হেম। (দূর হইতে ভিড় দেখিয়া রাধামাধবকে লক্ষ্য করিয়া) ওগো, ওখানে অত ভিড় কিসের, আগে ওখানে খোঁজ।

(কতকগুলি লোক রণুকে সঙ্গে লইয়া প্রবেশ করিল, পশ্চাৎ পশ্চাৎ আশুতোষের প্রবেশ)

জনৈক লোক। মশাই, এ কাদের ছেলে ভিড়ের ভেতর দাঁড়িয়ে কাঁদছে ?

হেম। (তাড়াতাড়ি অগ্রসর হইয়া) এইদিকে নিয়ে আসুন, ও আমাদেরই ছেলে ; হারিয়ে গিয়েছে। রণু এদিকে এস বাবা।

রণেন্দ্র। বড়মা, বড়মা। (দৌড়ে কোলে উঠিল)

হেম। (রণুকে কোলে তুলিয়া মুখ চুম্বন করিলেন) কোথায় গেছলি বাবা, আমাদের যে পেটের ভেতর হাত পা সেঁদিয়ে গিয়েছিল, মা কালী রক্ষা করেছেন।

সরযূ। (একদৃষ্টে রণুর দিকে চাহিয়া) (স্বগত) মা দয়াময়ী, তোমার অশেষ দয়া মা ; আমার মুখ রেখেছ মা, আমার অন্তরের ভক্তি অর্ঘ্য নাও !

(ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম করিলেন)

(দ্রুতভাবে রাধামাধবের প্রবেশ)

রাধা। (রণুকে হেমনলিনীর কোল হইতে লইয়া) কোথায় গিয়েছিলে বাবা, আমায় অন্ধকার দেখিয়ে দিয়েছিলে। আজ কালী-পূজার দিন, কি ভয়ানক ভীড়, তোমায় যে এত তাড়াতাড়ি পাব, মনে করিনি ; মা কালী মুখ তুলে চেয়েছেন বলে পেয়েছি।

রণেন্দ্র। দাদু, আমি সাপ খেলান দেখছিলুম, আর তোমরা কোথায় চলে গেলে, আমি কত কেঁদেছি—

হেম। বালাই, বালাই, দারোয়ান চাকরগুলোর কি চোখ ছিল না, যদি হারিয়ে যেতো—

আশু। (তাড়াতাড়ি অগ্রসর হইয়া) মা ঠাকরুণ, ছেলের চেহারা দেখেই বলেছি, এ বড়লোকের ছেলে না হয়ে যায় না। কত লোককে বললুম, মার মন্দিরের কাছে নিয়ে চল, আমার কথা কি কেউ শোনে ; কত লোকের ভিড়, কেউ বলে থানায় নিয়ে চল, কেউ বলে গঙ্গার ধারে নিয়ে চল, আবার কেউ বলে বড় রাস্তায় নিয়ে চল ; আমি মা জোর করে ছেলেকে এই ধারে নিয়ে এলুম ; জানি ওর মায়েরা মার মন্দিরের কাছেই আছেন।

হেম। বেঁচে থাক বাবা—বেঁচে থাক।

রাধা। (আশুতোষ ও অন্য লোকেদের দিকে চাহিয়া) মশাই আপনাদের ঋণ আমি জীবনে শোধ করতে পারব না, আপনাদের নিকট আমি চিরকৃতজ্ঞ থাকব।

আশু। ছেলেটী সত্যই যেন রাজপুত্র ; লেখাপড়া করে কি ?

রাধা। না, এখন কিছু করে না, ওর মা—আমার নাতনীর বড় অসুখ, ওকে আর ওর মাকে নিয়ে শীঘ্র আমরা চেঞ্জে যাব।—

আশু। ভগবানের কৃপায় আপনার নাত্‌নী ভাল হয়ে উঠুক ; ফিরে এলে যদি গরীবকে ওর private tutor রাখেন তাহলে বিশেষ উপকৃত হব ; ছেলেকেত সব রকম পড়াবই, আর তার ওপর ঠাকুরদের স্তব সমস্তই শেখাব। আপনি আপনার নাত্‌নীকে নিয়ে কোথায় চেঞ্জে যাবেন ?

রাধা। ঘাটশীলায়।

আশু। ও বেশ্ ভাল যায়গা, আমি শুনেছি সেখানে আমার এক বন্ধু মিষ্টার বক্সীর মেয়েকে অনেকদিন পড়িয়েছিল, আপনার নাতজামাতার নাম কি ?

রাধা। নভোমোহন মুখোপাধ্যায়।

আশু। ও তাঁর সঙ্গে আমার পরিচয় আছে।

বাধা। বড় ব্যস্ত আছি, কিছু মনে করবেন না, আমরা চললুম্; আচ্ছা মশাইয়ের নামটা কি?

আশু। শ্রীআশুতোষ দাস মিত্র, উপস্থিত টালা খেলাৎ বাবুর লেনে আছি।

বাধা। (পকেট হইতে নোটবই বাহির করিয়া লিখিয়া লওন) তবে আমরা চল্লুম মশাই, রুগ্না নাত্নী বাড়ীতে ঝিযেদের কাছে আছে—তাড়াতাড়ি বাড়ী যাই।

আশু। (হাত জোড় করিয়া) আজ্ঞে আসুন।

(পায়ের ধূলো লইতে অগ্রসর)

বাধা। (বাধা দিয়া) আঃ করেন কি, দেবতার স্থানে এ কি?

আশু। আজ্ঞে তাহক, আপনি মহৎ সজ্জন ব্যক্তি। (আড়ে আড়ে সরযূর দিকে কটাক্ষপাত করিতে লাগিল)

[আশু ব্যতীত সকলের প্রস্থান।

আশু। (স্বগত) (হাত জোড় করিয়া) দোহাই মা-কালী এর বাড়ীতে যদি ঐ ছেলে পড়ানো নিয়ে আস্তানা পাই, সকল দিকেই মজা হয়। তাইত, বাসা-ভাড়া দিয়ে আসিনি, ভিড়ের সঙ্গে সঙ্গে চলে এসেছি। বাড়ীওয়ালা ব্যাটা পাঁচসিকা চায়—কাঠ ও বাসা ভাড়া হিসাবে; আমার কাছে মোট ।৵০ পয়সা আছে, এত দূর এগিয়েছি যখন, এইবার পালাই। (প্রস্থান উদ্যত)

(দুইজন ব্রাহ্মণের প্রবেশ)

১ম ব্রাহ্মণ। (আশুর গলায় গামছা দিয়া) হরি দা, ব্যাটাকে ধরেছি। বলি মশাই তীর্থস্থানে এসে একি জুচ্চুরি?

২য় ব্রাঃ। দিব্যি মার মহাপ্রসাদ ভরপূর করে খেলেন, কাঠের বদলে

পাঁ্যাকাটী পুড়িয়ে মাংস রাঁধলেন, আর পাঁচসিকা পয়সা ব্রাহ্মণের ফাঁকি ? এইত আমাদের উপজীবিকা ; আমাদের লাইসেন্স ও টেক্সো দিতে হয়, তাত জানেন।

আশু। (কাঁদ কাঁদ হইয়া) সত্যি মশাই, আমি বুঝতে পারিনি এত খরচ হবে ; আমার কাছে মোটে ।৵০ আনা পয়সা আছে।

১ম ব্রাঃ। হরি দা বলে কি গো (ধাক্কা দিয়া) তবে রে বদমাইস।

২য় ব্রাঃ। বাপের সুপুত্র হয়ে পয়সা বের কর, নইলে পুলিসে দোব।

আশু। (হাত জোড় করিয়া) দোহাই মশাই, আমায় অপমান করবেন না, আমি বাড়ী গিয়ে আপনাদের টাকা পাঠিয়ে দোব।

১ম ব্রাঃ। ও হরি দা, ইনি কথা কইছেন যেন টিপুসুলতান না ওয়াজেদ-আলি খাঁ বুঝতে পারচি না। তোমার বাড়ী কোথায় হে ?

আশু। আজ্ঞে খেলাৎ বাবু লেন, টালা।

১ম ব্রাঃ। হরি দা তবেই হয়েচে, ওর সঙ্গে যা আছে নাও, আর ওর আলোয়ান কেড়ে নাও।

আশু। (হাত জোড় করে) না মশাই, এতদূর করবেন না, আমি বুড়ো মানুষ অতদূর হেঁটে যেতে পারব না ; অন্ততঃ বাস কিম্বা ট্রাম ভাড়াটা দিন।

২য় ব্রাঃ। তা হবে না হে, তা হবে না ; ভদ্রলোক সেজে তীর্থস্থানে জুচ্চুরি করতে এসেচো।

(একজন লোকের প্রবেশ)

একজন। সত্যিই তো মশাই, তীর্থস্থানে একি ! আলোয়ান রেখে যান, টাকা দিয়ে খালাস করে নিয়ে যাবেন।

আশু। (হাত জোড় করে) অন্ততঃ বাস ভাড়াটা আমায় দয়া করে দিন।

১ম ব্রাঃ। হরি দা এস কথায় কাজ নেই, পয়সা আর আলোয়ান কেড়ে নাও।

(আশুতোষের আলোযান কাড়িয়া লওন—
আশুতোষ ব্যতীত সকলের প্রস্থান)

আশু। (স্বগত) মাকালী, তোর মনে এই ছিল মা। আমিত সোজা বেরিয়ে এসেছিলুম, এখানে না দেরী কবলে ব্যাটাবা কি ধরতে পাবতো ?

[প্রস্থান।

পঞ্চম গর্ভাঙ্ক

অতুলেব পিসীমাব বাড়ী

(তুলসী-তলায় সন্ধ্যা দিয়া গললগ্নে প্রণাম করিয়া কব জোড়ে)

জ্ঞানদা। হবি, আমাব অতুলের স্বভাব ভালো রেখো, ওকে দেখে আমার কেমন কেমন মনে হচ্ছে ; রোজই অনেক রাত্রে বাড়ী আসে, মধ্যে দুই একদিন বাড়ীও আসেনি। দযাময়! আমার ত এ জ্বালা ছিল না, সাধ কবে ভাইপোকে মানুষ কবে একি শাস্তি ? (ধ্যানমগ্না)

(সরোজিনী ও অমিয়বালাব প্রবেশ)

(সরোজিনীর দিকে লক্ষ্য করিয়া) কি গো দিদি, সন্ধ্যা বেলায় কি মনে কবে, কি সৌভাগ্য আমার ; এটী কে ? তোমাব মেযে বুঝি ? (অমিযা তাড়াতাড়ি গিয়া জ্ঞানদাকে প্রণাম করিল) বেঁচে থাক মা, বেঁচে থাক ; রাজলক্ষ্মী হও !

সরোজিনী। আর দিদি, রোজই আসবো মনে করি; কিন্তু সময় করে উঠ্‌তে পারি না।

জ্ঞানদা। মেয়েটীতো বড় হয়ে পড়েছে; বিয়ে থার চেষ্টা করছো?

সরোজিনী। আর কি দিয়ে চেষ্টা করবো ভাই। ছা-পোষা লোক, মেয়ের বিয়ে দেওয়া ত সহজ কথা নয়; অত টাকা কোথায় পাব? মেয়েটিকে যারা দেখেছে সকলেই পছন্দ করেছে। আব ও দুটো পাশ করেছে কিনা; কর্ত্তার ইচ্ছে বেশ লেখা পড়া জানা ছেলের সঙ্গে বিয়ে দেয়। অন্ততঃ তিনটে পাশ করা ছেলের কমে মেয়ের বিয়ে দেবেন না। তা সে রকম ছেলেকে ত অনেক টাকা দিতে হবে; কর্ত্তা আমাকে বললেন, তুমি একবার অতুলের পিসিমার কাছে যাও দেখি; অতুল ছেলেটী ভাল, তিনি যদি দয়া করে এ দায় উদ্ধার করেন। কর্ত্তা আমাদের সঙ্গেই আস্‌ছিলেন; বেড়াতে গেলেন, বল্‌লেন—পারিত সন্ধ্যার পর যাব।

জ্ঞানদা। তা ভাই; আমার মতে কি আর বিয়ে হবে? আজকালকার দিনে ছেলে, মেয়ে দেখে পছন্দ করে তবে তো, আমি কতদিন অতুলকে বলেছি, বিয়ে করবি না? তাতে সে হেসে উড়িয়ে দেয়; বলে পিসিমা বিয়েটা কি যা তা জিনিষ; ইচ্ছা করলেই অমনি করে বসতে হবে?

সরোজিনী। তা, যা বলেছ ভাই; ছেলেরাই বল, আর মেয়েরাই বল, আজকাল একতরো হয়েছে; বিশেষ যারা লেখাপড়া শিখেছে।

জ্ঞানদা। আমার তো ভাই কোন অনিচ্ছা নেই; ছেলে যদি মত করে আমারও তো সংসারে একটা লোক হয়।

(নেপথ্যে দামোদর) অমিয়া এসেছিস্‌ রে।

(দামোদরের প্রবেশ)

(জ্ঞানদা তাড়াতাড়ি উঠিয়া মাথার কাপড় টানিয়া দিল)

দামোদর বামুন ঠাকরুণ, আমাকে দেখে লজ্জা করলে হবে না। তোমার স্বামীর সঙ্গে আমি পড়তুম, এক পাড়ায় বাস ; পাড়া সম্পর্কে আমরা খুবই আপনা আপনি লোক।

জ্ঞানদা। (দুই হাতে নখ খুটিতে খুটিতে মৃদুস্বরে) তা আমি জানি।

দামোদর। এখন কন্যাদায়ে আপনার কাছে এসেছি, ভগবান আপনাকে দু'পয়সা দিয়েছেন ; গরীবের এ দায় উদ্ধার করতেই হবে।

জ্ঞানদা। সকলই ঈশ্বরের হাত, আমার মেয়ে পছন্দ হয়েছে ; এখন অতুল পছন্দ করে তবে তো !

দামোদর। অতুল কোথায় গেছে ?

জ্ঞানদা। কাজে বেরিয়েছে ; এখনও ফেরেনি।

দামোদর। এখন কি করছে সে ?

জ্ঞানদা। ইনসিওরের দালালি না কি একটা করে।

দামোদর। ছোক্‌রা চালাক আছে, লেখাপড়া শিখেছে ; সব কাজই কর্ত্তে পারবে।

জ্ঞানদা। যদি ওর হাঁড়িতে এ চাল দিয়ে থাকে, তা হলে হবেই ; আপনি একটা হৌসের বড় বাবু ; আপনি ইচ্ছা করলে ওর একটা চাকরীও করে দিতে পারেন।

দামোদর। আজ রাত্রি হয়েছে, আমরা যাই, কাল অমিয়ার মার সঙ্গে অমিয়াকে পাঠিয়ে দেবো। যে সময়ে অতুল বাড়ী থাকবে, আমায় খবর দেবেন।

সরোজিনী। তবে আসি দিদি।

[অমিয়া ও সরোজিনী, জ্ঞানদাকে প্রণাম করিয়া দামোদরের সহিত প্রস্থান ।

জ্ঞানদা । (স্বগত) অতুল যদি ঘরবাসী হয়, তাতে আমার কত আনন্দ তা নারায়ণই জানেন । চিরদিন একলা ঘর করছি ; সংসার সমুদ্রে, ভীষণ তরঙ্গে যদি একটা মোহনা খুঁজে পাই, তা হলে হাঁপ ছেড়ে বাঁচবো ।

(রুক্ষ-শুষ্ক অবস্থায় ব্যাগ হস্তে অতুলের প্রবেশ)

(প্রকাশ্যে) কিরে তোর আক্কেল কি ? আমি একলা মানুষ কতরাত পর্য্যন্ত রাস্তা চেয়ে বসে থাকি, বল দেখি !

অতুল । (ইতস্ততঃ ভাবে) পিসিমা মহা মুস্কিল হয়ে গিয়েছে ! আমার যে পোষাকের দরুণ ৫০৲শ টা টাকা দিয়েছিল, শালা পকেট মার চুরি করে নিয়েছে ।

জ্ঞানদা । তোর সঙ্গে তোর বন্ধুরা ছিল, তারা ধরতে পারলে না ?

অতুল । পিসিমা বলব কি, শালাদের কি হাত শাফাই ; রাস্তা চল্‌তে চল্‌তে দেখি, পকেট থেকে পাঁচ পাঁচ খানা নোট একেবারে উধাও ; লজ্জায়, তোমার কাছে কি করে মুখ দেখাবো, কিছুই ঠিক করতে পারলুম না । আমার বন্ধুকে বল্লুম, তুমি ভাই গিয়ে আমার পিসিমাকে বোলো ; পিসিমা হয়তো আমাকে অবিশ্বাস করবেন ; আমি কি করে তাঁর কাছে গিয়ে মুখ দেখাবো ; আমি আজ হাওড়ার পোল্ থেকে ঝাঁপ খেয়ে প্রাণ বিসর্জ্জন দিইগে । ভাগ্যি পিসিমা আমার বন্ধু সঙ্গে ছিল নইলে—

জ্ঞানদা । বালাই, বালাই, তুই আমার বেঁচে থাক ; আমার বিষয়-আশয়, টাকা-কড়ি সবইতো তোর ; টাকা গিয়েছে, তার আর

কি হবে। আমি তোকে আবার টাকা দেবো, পোষাক নিয়ে আসিস্।

অতুল। (স্বগত) বাবা, এ বোড়ের চাল ত মন্দ হোলনা, আশাকে বলেছি, তাকে নিয়ে একদিন বোটানিক্যাল গার্ডেনএ যাবো। আগেকার টাকার মাত্র ২০৲ টাকা আছে, আর কালকে ৫০৲ টাকা পাবো; মোট ৭০৲ টাকা। ২০।২৫ টাকা দামের একটা পোষাক কিনে, বাকী টাকাটা খরচ করে আমোদ আহ্লাদ করা যাবে।

জ্ঞানদা। তুই হাঁ করে দাঁড়িয়ে কি ভাবছিস্, খাবি না ?

অতুল। না পিসিমা, আমার ক্ষুধা তৃষ্ণা কিছুই নেই, তুমি খাওগে; তুমি আমার মায়ের বাড়া; তুমি না থাক্‌লে আজকে আমার কি অবস্থা হতো—বল দেখি! পিসিমা দেখ, তোমায় ত আগে বলেছি, যে কাজটা ধরেছি, হলে একেবারে ৩০০০৲ হাজার টাকা; যদি হয় আগে তোমায় নিয়ে তীর্থে যাবো।

জ্ঞানদা। আহা বেচে থাক্ বাবা; দেখ্ আজকে দামোদর ঘোষাল ও তাঁর পরিবার তাঁদের মেয়েটাকে নিয়ে এসেছিলেন, মেয়ের বিয়ের জন্য। মেয়েটী দুটো পাশও করেছে শুনলুম, তুই তাকে দেখেছিস্ কি ?

অতুল। আমার ঠিক মনে নেই, তবে পিসিমা তাড়াতাড়ি কেন? আগে রোজগার করতে শিখি, তারপর যা হয় করবো। আমি তো একেই তোমার গলগ্রহ, তার উপর—

জ্ঞানদা। দেখ্ অতুল! আমি তোরই মুখ চেয়ে বেঁচে আছি, তুই যদি এই রকম করে বলিস্, আমার বড় কষ্ট হয়; তাঁরা কাল ফের মেয়ে দেখাতে আসবেন, কখন বাড়ী থাক্‌বি বল ?

অতুল। পিসিমা, কাল আমার সেই বড় কাজটার engagement আছে, ভগবানের কৃপায় বোধ হয় কাজটা কালকে হতে পারে! কালতো আমার দিন রাত্রের মধ্যে ফুরসৎ নেই।

জ্ঞানদা। রাত্রিতে কি কাজ রে?

অতুল। পিসিমা তুমি কিছু বুঝ্‌তে পারবেনা; ইনসিওরের কাজ,—পার্টির সঙ্গে গা-ভাসান দিতে হয়; তুমি খাওয়া দাওয়া করগে, আমি মুখ হাত পা ধুয়ে শুইগে।

জ্ঞানদা। তোর ঘরে দুটো "নবীনের আবার-খাব সন্দেশ" রেখে দিচ্ছি, খেয়ে শুস্।

[জ্ঞানদার প্রস্থান।

অতুল। (স্বগত) ভগবান, যখন কৃপা করেন, তখন চারিদিকেই সুরাহা হয়; আশা আমায় কত ভালবাসে, এখন আবার বিয়ে; সাধের পাখী কি সহজে খাঁচায় ঢুক্‌তে চায়।

[প্রস্থান।

তৃতীয় অঙ্ক

প্রথম গর্ভাঙ্ক

——:০:——

লাল-দিঘি

(হরিশ ও বরদা)

(খাবারের ডিবা হস্তে ও ছাতা বগলে উভয়ের প্রবেশ)

হরিশ। দেখ্ ভাই বরদা! আজ শরীরটা তত ভাল নেই; সকালে কিছুই খেতে পারলুম না। রেল থেকে নেমে আফিসে আসবার সময় দেখেছিস্‌তো কি কষ্ট, তার উপর আফিসে বেদম খাটুনি গেছে, আজতো শনিবার; আয় বাগানের ভিতর একটু বিশ্রাম করি।

(উভয়ের বেঞ্চিতে উপবেশন)

বরদা। তা বস্ দুঃখ করে আর কি করবি বল্; যেমন বরাত করে জন্মেছি; সেই রকম কষ্ট ভোগ করতেই হবে। আমরাত তবু ভগবানের দয়ায় ডাল ভাত খেয়ে দিন কাটাচ্ছি, কত লোক এই বেকার সমস্যার দিনে চাকরী বাক্‌রী খুইয়ে স্ত্রী পুত্রকে খেতে দিতে পারছেন না। আর আমরাই বা কি খাই, তাই বল। আমাদের বাপ মা ছেলেবেলায় আমাদের যা খাইয়ে মানুষ করেছেন তার কি দু'আনারকম আমরা আমাদের ছেলেমেয়েদের খাওয়াতে পারি?

হরিশ। তা, যা বলেছিস্ ভাই; একে চারিদিকে অভাবের তাড়না; তার উপর বিশেষ কেরাণীদের ঘরেই মা ষষ্ঠীর কৃপা। বছরে

বছরে ছেলে, কি খাইয়ে মানুষ করি তা বল দেখি; তার উপর পরিবারটার আত্তহাল বলবো কি; উদয়স্ত খাটুনি; যেন দিন দিন থাইসিসের পেসেণ্ট হয়ে পড়ছে।

বরদা। সেটা কি তাদের দোষ না আমাদের দোষ; তোর কাছে লুকোব কি ভাই আমি তো দুধের বদলে ছেলেগুলোকে ভাতের মাড় খাওয়াতে আরম্ভ করেছি; আর নিজের গব্য রসের মধ্যে পায়ের জুতা জোড়াই সম্বল হয়ে দাঁড়িয়েছে; ভাতের সঙ্গে সেয়ারে একটা কি আধখানা বাগদা চিংড়ি কোনদিন জোটে কি না জোটে; অধিকাংশ দিনই ডাল দিয়ে আলু ভাতে ভাত খেয়ে আসি।

হরিশ। আমার ভাই একটা ছেলের এমন অসুখ তা পয়সা অভাবে তার ভালো করে চিকিৎসা করাতে পার্চ্ছি না। সে দিন, জানিস্‌ত অফিসে আস্‌তে পারিনি ছেলেটা সকালথেকে জ্বরে অজ্ঞান হয়ে পড়েছিল তাই তোর হাতে চিঠি দিয়ে পাঠাই; তারপর দিন আফিসে এলে সাহেব কি বলেছিল জানিস্‌ Why did you not come to office yesterday? আমি কাঁদ কাঁদ স্বরে বল্লুম Sir, my son was seriously ill, তখন সাহেব মুখ লাল করে আমায় বল্লে If you be absent again you will be sacked. This is not a charitable Institution আমি তখন দ্বিরুক্তি করতে পারলুম না জানিস তো চাক্‌রি না থাক্‌লে আমাদের ছেলেপুলে নিয়ে একেবারে উপোস করতে হবে।

বরদা। (দূরে অতুলকে দেখিতে পাইয়া) হরিশ দেখ দেকিনি, ঐ হ্যাট কোট পোরে ঐখানে ট্রামের জন্য দাঁড়িয়ে রয়েছে ও সেই অতুল না, যে আমাদের সঙ্গে পড়তো ?

হরিশ। হ্যাঁ, হ্যা ডাকি দাঁড়া (অগ্রসর হইযা উচ্চৈস্বরে) ওহে অতুল, শোনো, শোনো।

(সিগারেট খাইতে খাইতে অতুলের প্রবেশ)

অতুল। Hallo! এই যে বরদা ও হরিশ, এখানে বসে কি করছো, ভালো আছো তো ?

বরদা। বসো, বসো আর ভাই কেরাণীদের আবার ভাল থাকা।

অতুল। তোমাদের সঙ্গে অনেক দিন পরে দেখা হলো না ? সেই তোমাদের বিয়েতে নিমন্ত্রণ খেয়ে এসেছিলুম ; তারপর আর দেখা হয নি বোধ হয়।

হরিশ। তুমি বিয়ে করেছ অতুল ?

অতুল। না ভাই, ও ঝামেলার ভিতর আমি এখনও যাইনি, আগে ভালো করে রোজকার করতে শিখি, তারপর বিয়ে করা যাবে।

হরিশ। তুমি এখন করছো কি ?

অতুল। Insuranceএর Brokery.

বরদা। ওতে পোষায় ভালো ? আমরাত ভাই ও কাজ করতে সাহস পাই না ও কাজ করা আলাদা nack থাকা চাই, তুমি ছেলেবেলা থেকে বলিয়ে কইয়ে আছ। তোমার বেশ সুট করেছে।

অতুল। তোমরা দু'জনই ইনসিওর করেছো কিছু কিছু তো ?

বরদা। হ্যাঁ, আমি ছু'হাজার টাকা, আর হরিশ দেড় হাজার টাকা করেছে, মাইনে তো অল্প ভাই, এই আজ ছয় বছর ছু'জন চাকরী করছি ও পায় ৫০৲ টাকা আর আমি পাই ৬০৲ টাকা। কল্‌কাতার বাড়ী ভাড়া বেশী বলে কোন্নগরে ছু'জনেই বাসা করে আছি। ইনসিওরের প্রিমিয়াম যে কষ্টে জোগাই তোমাকে বলবো কি, Regular starve করতে হয়।

অতুল। তোমাদের এই বয়সেই যেন চেহারা কেমন মলিন হয়ে গেছে।

হরিশ। আর তার দোষ কি ভাই, শরীরের উপরতো আর Oiling, Greasing কিছু হয় না, Pure rice আর ডালের উপর দিয়ে যা হয়।

অতুল। (হাঁসিয়া) হরিশ চিরদিনই witty কিন্তু বড় open minded.

বরদা। তুমি কোন কোম্পানীতে কাজ কর ?

অতুল। ফান্‌ডামেণ্টাল লাইফ আফিস।

হরিশ। কই এ কোম্পানীর তো নাম শুনিনি, আমরা সব Orientalএ করেছি।

অতুল। হ্যাঁ Oriental একটা Biggest concern. সে সম্বন্ধে আর বলবার কিছুই নেই।

হরিশ। শুধু তাই নয়, Oriental claimএর টাকা দশদিনের মধ্যে আমাদের পাড়ায় দিয়েছে দেখেছি, চিঠিপত্রেও বড় prompt.

অতুল। Huge Concern, তার উপর মিঃ Jones কোম্পানীতে যতদিন এসেছেন, ততদিন থেকে ওরিয়েণ্টাল Indiaএর business একরকম Capture করেছে বলতে হবে। Mr. Jones Organization arrangement এমন সুন্দর

ভাবে করেছেন যে কোন Provinceএই ওদের কাজ কম হয় না।

বরদা। ভদ্রলোক খুব উচ্চশিক্ষিত সাহেব, অল্পদিনের মধ্যেই খুব নাম কিনে ফেলেছেন।

হরিশ। তার উপর Oriental Company মজুত টাকাটা কি সুন্দরভাবে রেখে দিয়েছে বল দেখি ?

অতুল। হ্যাঁ তা নিশ্চয়, ওদেরতো Gilt edged Security সমস্ত টাকাটাই Governmentএর কাছে Invest করেছে, তার উপর প্রত্যেক Provinceএ নিজেদের বড় বড় বাড়ী আছে। ভাই খুব সন্তুষ্ট হলুম যে তোমাদের সঙ্গে অনেকদিন পর দেখা হ'ল। এই ট্রাম আস্‌ছে চল্লুম, আমার আজ একটা বড় case আছে তাকে একজামিন্ করাতে হবে, Good-bye.

[প্রস্থান]

হরিশ। (মৃদু হাসিয়া) অতুল চিরদিনই Jolly.

বরদা। হবেনা কেন, ইচ্ছে করেতো আর আমাদের মতন হাড় কাটে মাথা দেয়নি, মনের আনন্দেই আছে (ঘড়ি দেখিয়া) চল বাড়ী যাওয়া যাক। গাড়ীর সময় হয়ে এল।

[উভয়ের প্রস্থান]

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক

ফান্‌ডা-মেণ্টাল অফিস

সেক্রেটারীর ঘর

(মিঃ হ্যারিস চেয়ারে উপবিষ্ট, অতুল, নভমোহন, বিহারী, আশুতোষের প্রবেশ)

অতুল। Good morning ! These gentlemen have insured

with us for one lac under Joint-Life Scheme and according to your instructions. I have got them examined by Lt. Col Gourlay.

হ্যারিস। Good Morning (নভোমোহন ও সকলে কর মর্দ্দন করিয়া) very glad to meet you all (অতুলের দিকে লক্ষ্য করিয়া) Yes Mr. Chatterjee, I have received the medical reports from Col Gourlay. Mr. Chatterjee try to secure such cases always. I wish you every success.

নভো। At the request of your Agent Mr. Chatterjee, we have insured our lives in your Company.

হ্যারিস। Both of you have done well (আশুব দিকে চাহিয়া) who is the other gentleman ?

অতুল। He is their friend, he has completed their friends report.

হ্যারিস। Oh ! has he ?

[আশু চেয়াব হইতে দাঁড়াইয়া]

আশু। Good Morning Sir, your office is biggest one.

[কড়ি কাঠের দিকে চাহিয়া]

(স্বগত) সবইতো হোল, এখন অতুলবাবুর কাছ থেকে টাকা কয়টা আদায় করতে পারলে বাঁচি।

অতুল। আশুবাবু বসুন, কি ভাবছেন ?

হ্যারিস। Mr. Chatterjee, can you collect the first premium now, so that I can ask for the acceptance letter by wire from the Head Office and your parties will get their policy very soon.

অতুল। Can you pay our premium to-day ?

হ্যারিস। Yes, (চিৎকার করিয়া) Bara-Babu.

[বড়বাবুর প্রবেশ]

These two gentlemen will take a joint-life policy for a lac of rupees, accept their premium and grant a deposit receipt, Mr. Chatterjee submit your confidential report, please.

বড়বাবু। আসুন, মিঃ চ্যাটার্জ্জী।

সকলে। Good Morning Sir.

[সকলেব প্রস্থান]

আফিসের অভ্যন্তর

বড়বাবু। আসুন অতুলবাবু (বেহারাব প্রতি) বেহারা, বাবুলোককো কুর্সি দেও, (বেহারা চেযাব দিল) বসুন। নরেনবাবু সেই Joint-Life proposalটার yearly premium কত হবে ভাল করে calculation করে, দেবেন-বাবুকে দিয়ে চেক্ ক'রে আমায় বলে দিন টাকা জমা করতে হবে। (অতুলের দিকে চাহিয়া) অতুলবাবু দুজনের proof of age দিয়েছেন তো ?

অতুল। আজ্ঞে হ্যাঁ, একজনের Horoscope আর একজনের University Certificate দিয়েছি (নভোব প্রতি)

নভোবাবু কিছু Drink করবেন নাকি, সোডা, লেমনেড কিছু আনবো ?

নভো। না, না এই তো ভাত খেয়ে এলুম।

আশু। না, না অতুলবাবু, আপনি গোটা চারেক লেমনেড আনান, বড্ড তেষ্টা পেয়েছে।

[নরেনবাবু কেরানীর প্রবেশ ও বড়বাবুর হস্তে কাগজ দিল]

বড়বাবু। (নভমোহনের দিকে চাহিয়া) আপনাদের premium ৬১৩৭॥০ হচ্ছে।

নভো। বেশ, (পকেট হইতে নোটের তাড়া বাহির করিয়া অতুলের হস্তে দিল, অতুল টাকা বড়বাবুর হস্তে দিতে যাইতেছিল)।

বড়বাবু। (বাধা দিয়া) আপনি তো গুণে দিলেন, আমায় না দিয়ে নরেনবাবুকে দিন (নরেনবাবুর প্রতি) নরেনবাবু টাকাটা নিয়ে রসিদ এনে দিন।

[নরেনবাবু টাকা গুণিয়া লইয়া প্রস্থান]

(বেহারা চারটী কাঁচের গ্লাস করিয়া লেমনেড আনিল, আশু তাড়াতাড়ি উঠিয়া একটা গ্লাস উঠাইয়া লইল, নভো ও বিহারী খাইল না)

অতুল। বড়বাবু তা হলে আপনি এক গ্লাস খান ?

বড়বাবু। না, না আমি এখন খাবো না ;

[ইতিমধ্যে নরেন রসিদ লইয়া আসিল]

নরেন। এই নিন (রসিদ দিল)

আশু। বড়বাবু আপনাদেরতো খুব ত্বড়িক ঘড়িক কাজ হয়, Agentদের

কমিশন কি আপনারা এত শীঘ্র দেন, এ caseএর টাকা অতুলবাবু কবে পাবেন ?

বড়বাবু। ১৪।১৫ দিন পরে, অতুলবাবু চাইলেই পাবেন।

বিহারী। এ লোকটার ছ্যাচড়ামী অভ্যাস এখনও গেল না।

নভো। তা হলে বড়বাবু আমরা আসি, Mr. Chatterjee চলুন, (যাইতে উদ্যত)।

আশু। (যাইতে যাইতে) তা হলে অতুলবাবু এ টাকাটার জন্যে কবে আসবো ?

অতুল। আপনাকে আসতে হবে কেন ? আমি এই শুক্রবারের পরের শুক্রবারে গিয়া আপনাকে দিয়ে আসবো।

আশু। না, না আমি ঐ দিনে বেলা দুটোর সময় এখানে আসবো।

অতুল। বেশ।

[প্রস্থান]

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক

বাধামাধবের অন্দরবাটী

(অনুসূয়া খাটে শায়িতা ; পার্শ্বে হেমনলিনী, দূরে রাধামাধব চেয়ারে উপবিষ্ট)

হেম। হ্যাঁ গা তা হলে আজকে রাত্তিরের গাড়ীতে ঘাটশিলায় যাওয়া হবেত ?

রাধা। সমস্তই ঠিক, গাড়ী রিজার্ভ করে এসেছি, ডাক্তার রায়ও যাবেন।

হেম। (মৃদুকণ্ঠে) নভুকে খবর দিলে হোত না, একবার দেখা—

রাধা। গিন্নি, তুমি আমার মাথাটা না গুলিয়ে দিয়ে থাকতে পার না, আমি তোমায় আগেই বলেছি ও রাস্কেলের সঙ্গে আমার কোনও সম্পর্ক নেই, আমি ওর মুখ দর্শন করবো না।

হেম। ওটা কি কাজের কথা, মেয়ে কতদিনের জন্য হাওয়া খেতে চল্লো, আর নভু ছেলেমানুষ, যদি একটা দোষই করে থাকে। তার কি মার্জ্জনা নেই ?

রাধা। গিন্নি, যেমন হাড় কাঠে ফেললে গলা এদিক ওদিক করতে পারে না, তোমাদের সংসারে আমারও অবস্থা ঠিক তাই হয়েছে। এক একবার মনে করি সব ফেলে পালাই, কিসের মমতা, কিন্তু অনুর মুখ চেয়ে কিছুই করতে পারি না।

হেম। যদি অনুকেই এত ভালবাস, তবে নভুকে আস্‌তে বল্‌লে না কেন ?

রাধা। ঐ কথাটী বাদ, আমায় যা বলবে আমি তাই শুনবো, শয়তানই তো অনুর অসুখের জন্য দায়ী। আর দেখ, আমি অনুর শ্বাশুড়ীকে খবর দিয়েছিলুম, সেই বা এলো কৈ ?

হেম। আমার বোধ হয় তিনি লজ্জায় আস্‌তে পারেন নি, ছেলের কীর্ত্তি সবইতো শুনেছেন। তুমি এক কাজ কর, রণুকে গাড়ী করে পাঠিয়ে দাও ওর ঠাকুমা ও পিসিমাকে নিয়ে আস্‌তে। আমার বোধ হয় তা হলে তিনি নিশ্চয় আসবেন।

রাধা। বেশ ! তাই হবে, আমি এখুনি রণুকে পাঠিয়ে দিচ্ছি।

[সরযূর প্রবেশ]

সরযূ। বাবা আপনার জল খাবার কি এইখানেই আনবো, না আপনার ঘরেই খাবেন ?

রাধা। না, আমি আমার ঘরেই খাবো, তুমি একবার অক্ষয় ঠাকুরকে আমার কাছে পাঠিয়ে দাও।

সরযূ। বাবা, সন্ধ্যাবেলায তো যাওয়া হবে, সঙ্গে আর কিছু নিতে হবে কি ?

রাধা। না মা, আমরা সকালেই পৌছাবো। আর বামুন, চাকর, সরকার মশাই আগেই গেছে, তারা সব বন্দোবস্ত করে রেখে দেবে। সঙ্গে কিছু সন্দেশ, রসগোল্লা কিনে নিলেই হবে।

সরযূ। আচ্ছা বাবা ?

রাধা। কি বলছো মা। (সযযূ ঘাড় নত করিযা নিরুত্তর) বউমা চুপ করে ঘাড় নিচু করে রইলে যে, কি বলছো বল ?

সরযূ। (স্বগত) ভগবান আমার বলবার কি মুখ রেখেছেন।

রাধা। ও বুজেছি মা, তুমি নভুর কথা বলছো ? অমুর শ্বাশুড়ী ও ননদকে এখুনি আন্‌তে পাঠাবো। রণু কোথায ?

সরযূ। রণু বাইরে খেলা করছে, আমি অক্ষয় ঠাকুরকে ডেকে দিচ্ছি।

[প্রস্থান]

রাধা। (স্বগত) নারী জীবন কি কোমল, বিশেষ যেখানে মাতৃস্নেহ, এই দেবী প্রতিমা সারাদিন আমাদের সেবায় বিব্রতা। জামাই দোষ করেছে বোলে। আমার কাছে ভয়েও, মুখে মনের ভাব প্রকাশ করতে পার্চ্ছে না ; মাতৃস্নেহ কি স্বর্গীয়।

(অক্ষয় ঠাকুরের প্রবেশ)

অক্ষয়। বাবু আমায় ডেকেছেন ?

রাধা। হ্যাঁ, তুমি একবার অমুর গায়ে ফুঁ দিযে দাও, আর আশীর্ব্বাদ কর ; যেন ঘাটশিলায় গিয়ে শীঘ্র আরোগ্য হয়।

অক্ষয়। (তাড়াতাড়ি অনুর কাছে গিয়া) বাবু এই গরীব ব্রাহ্মণের বুকের ভেতর যতখানা শক্তি, যতটা স্নেহ আছে; সব জড়িয়ে ভগবানের কাছে দিনরাত প্রার্থনা করছি। আপনার নাতনি শীঘ্র সেরে উঠুক।

অনু। দাদাঠাকুর। আপনি আমাদের সঙ্গে ঘাটশিলায় যাবেন?

অক্ষয়। (ফুঁ দিয়া) হ্যাঁ মা, আমি যখন তোমাদের লোক, তোমাদের ছেড়ে কোথায় যাব মা (স্বগত) নারায়ণ, জ্বালা কাটাবো বলে উন্মাদের মত ঘুরে বেড়িয়েছিলাম, কিন্তু এ আমায় কি নতুন বেড়া জালে জড়িয়ে দিলে দয়াময়? তোমার ইচ্ছাই পূর্ণ হউক।

[হরিয়ার প্রবেশ]

হরিয়া। বাবু, ডাক্তারবাবু এসেছেন।

রাধা। শীঘ্র ডেকে নিয়ে আয়।

[হরিযার প্রস্থান ও ডাক্তার লইয়া পুনঃ প্রবেশ]

কি খবর ডাক্তারবাবু, আবার এলেন যে?

ডাক্তার বাবু। দেখুন আপনাকে যে সমস্ত ঔষুধ কিনতে List দিয়েছি, আনতে পাঠিয়েছেন কি?

রাধা। হ্যাঁ, সে অনেকক্ষণ পাঠিয়েছি।

ডাক্তার বাবু। তা বেশ, এই বাকী ঔষধগুলো, আর এই ইনজেকশ্যান-এর সেরাম কটা আনিয়ে নেবেন, এই সব ঔষধ সেখানে চটকরে পাওয়া যাবে না।

[রাধামাধবের হস্তে List দিল]

তবে এখন আমি চল্লুম। রাত্রিতে আসবো, ঔষধগুলো

Bathgate থেকেই আনিয়ে নেবেন, আর সঙ্গে বেদানা, আঙ্গুর খুব বেশী রকম নেবেন।

রাধা। আচ্ছা ডাক্তার রায়, যেন রাত্রিতে এখানে খেতে মনে থাকে।

ডাক্তার বাবু। অসুখের সময় অত ঝঞ্ঝাট করছেন কেন? আচ্ছা আসি তবে।

[প্রস্থান]

হেম। ছেলেটী বড় নম্র।

রাধা। শুধু নম্র নয়, উচ্চশিক্ষিত। এখুনি যথেষ্ট পষার করেছে, ভবিষ্যতে একজন বড় ডাক্তার হয়ে দাঁড়াবে।

হেম ।আহা! ভগবান তাই করুন, আমরা শুনেও সুখী হব।

অক্ষয় ।তা বাবু, আমি এই বেলা আহ্নিক সেবে নিইগে, আমি আসি।

[প্রস্থান]

রাধা। তবে আমি চল্লুম এখন, রণুকে পাঠিযে দিইগে। গিন্নি, খাওয়া দাওয়া করে সময়মত ঠিক হয়ে থেকো। গাড়ী সাড়ে দশটায়, আমাদের অন্ততঃ তিন কোয়াটার আগে বেরুতে হবে।

[প্রস্থান]

হেম। (স্বগত) ভগবান, অনুর জন্য আমরা সকলেই উৎসুখ, সকলেই অনু কিসে ভাল হবে তারই চেষ্টা করছে। কিন্তু, আপনার আশীর্ব্বাদ, আপনার দয়া ছাড়াতো কিছুই হতে পারে না। আপনি দয়াময়, দয়া করে কল্যাণ ধারায় আমাদের অনুকে শীঘ্র নিরাময় কোরে দিন।

চতুর্থ গর্ভাঙ্ক

(জ্ঞানদার বাড়ীর দরদালান)

(জ্ঞানদা বালিসের ওযাড় সেলাই করিতেছে, অতুলের প্রবেশ)

অতুল। (জ্ঞানদার পায়ে প্রণাম করিয়া) পিসিমা যে কাজটার কথা বলেছিলুম, সেটা হযেছে বটে। তবে কম টাকা পাওয়া গেল ; মোটে এই দেড় হাজার টাকা পেযেছি, এই নাও (টাকা প্রদান) এব মধ্যে আর একজন লোক ছিল তাকেও বথরা দিতে হয়েছে।

জ্ঞানদা। তা বেশ হয়েছে বাবা, বেশ হয়েছে, বেঁচে থাক ; এই রকম রোজকার তোর রোজ হউক। অতুল তোব বাড় বাড়ন্ত দেখে মরতে পারি তবেই। বিয়ের কথা কিছু বল্লি নাত? দামোদর বাবুর স্ত্রী আবার লোক পাঠিয়েছিলেন, ভদ্রলোকেব মেয়েটী বড় হয়ে পড়েছে, বড্ড ব্যতি-ব্যস্ত হয়েছেন। আর আমারও ইচ্ছে, ঘরে একটা বউ আসুক ; তোর ছেলে মেয়ে নিয়ে দু'দিন নাড়া চাড়া করি।

অতুল। (হাঁসিযা) পিসিমা তুমি আমার ঘাড়ে জোল না দিয়ে ছাড়বে না দেখছি, বলছিতো বিয়ে করবো ; দু'পয়সা রোজগার করতে শিখি। আরও দু'একটা কাজের আশা আছে, সেইগুলো হয়ে গেলেই তোমায় নিয়ে আগে তীর্থে বেড়াতে যাবো। তবে এসব কাজে খরচ বেশী, পাঁচজনকে দিতে হয়।

জ্ঞানদা। তা হোক, তোর আর কিছু টাকা চাই কি? এইনে একশো টাকা।

(টাকা প্রদান, অতুল টাকা লইতেছে)

(সরোজিনির ও অমিয়াবালার প্রবেশ)

এসো দিদি এসো, (অমিয়াকে) এসো মা এসো।

(উভয়ে জ্ঞানদাকে প্রণাম করিল)

(অতুলের দিকে চাইয়া) অতুল ইনি দামোদর বাবুর স্ত্রী, আর এইটী তাঁর মেয়ে, এদেরই কথা বলেছিলুম।

(অতুল সরোজিনীকে প্রণাম করিল, সঙ্গে সঙ্গে অমিয়া অতুলকে প্রণাম করিল)

অতুল। (অমিয়ার দিকে চাইয়া) (স্বগত) বাঃ দেখতে ত বেশ সুন্দর! আই, এ পাশও করেছে; বিয়ে করতে হয় তো এই রকম করাই ভাল।

সরো। (অতুলের দিকে চাইয়া) বাবা, আমাদের এ দায় তোমায় উদ্ধার করতেই হবে। শুনেছোতো আমাদের অবস্থা ভাল নয়; তুমি এমন সোনার চাঁদ ছেলে কাছে থাকতে, কাদের খোসামোদ করতে যাবো বাবা? আর কর্ত্তারও একান্ত ইচ্ছে যে তোমার সঙ্গে অমিয়ার বিয়ে দেন।

অতুল। আমি এখনও তেমন রোজগার করতে শিখিনি, আগে বেশ রোজগার করতে শিখি, তারপর যা হয় করবো।

জ্ঞানদা (হাঁসিয়া) ও দিদি; এই আজ কয়দিন খেটে দেড় হাজার টাকার দালালী করে নিয়ে এলো, ওকে একশো টাকা খরচের জন্য দিয়েছি, আর বাকী এই দেখ (টাকা প্রদর্শন) চোদ্দশো টাকা।

সরো। এমন রোজকার আজকালকার দিনে কটা ছেলে করতে পারে বাবা ?

অমিয়া। (স্বগত) দেবতা বাঞ্ছিত সুপুরুষ ; আমার অদৃষ্টে কি দয়া করবেন ?

অতুল। গান গাইতে শিখেছো ?

সরো। হ্যাঁ বেশ ভাল গাইতে পারে (অমিয়ার প্রতি) অমিয়া একখানা গান গাও তো মা।

অমিয়ার গীত

—:০:—

জীবন নদীর পর-পারে
কুল কি আছে নাই ঠিকানা।
সেথার আলো, কেমন আঁধার,
কি রং খেলে সব অজানা।

হাওয়ায় কি গো সুবাস ছোটে
ফুলের রাশি শূন্যে ফুটে,
শত শত শশধর
ছড়িয়ে দেয় কি চন্দ্রকণা ?

সোনার পাখী হীরার ঠোঁটে,
মণি মুক্তা খায় কি খুঁটে
আলো করা আকাশ ভরা
রাঙ্গা মেঘের আনাগোনা।

মহানের কি মহান শক্তি
আপনি জাগায় পরম ভক্তি,
অনন্ত পথ মহামুক্তি
শান্তি ভরা নাই যাতনা ॥

জ্ঞানদা। বাঃ! দিদির মেয়েতো বেশ গান শিখেছে, কি সুন্দর গান!

সরো। দিদি শুধু তাই নয়; আমার সংসারের সমস্ত কাজ ওকরে। এই বয়সে সমস্ত রান্নাও রাঁধতে পারে, তার উপর ছেলেদের অসুখে একটু আধটু ঔষধ দেওয়া, রোগীর শুশ্রূষা করা, সমস্তই ওর জানা আছে, অমিয়া আমার, তোমার সংসারে এলে দিদি তোমায় নড়ে বস্‌তে দেবে না, একাই সমস্ত করবে।

জ্ঞানদা। তা বেশ ভাই, তা আমিই বা আমার ঘরের বউকে এত খাটাবো কেন?

অতুল। (স্বগত) আর ভূত ভোজন করিয়ে দরকার নেই। বন্ধুরা আমায় পেয়ে বসেছে। রোজ হোটেলে নিয়ে যাও। আশার বাড়ী নিয়ে গিয়ে গান শোনাও, এর দরুন পিসিমা, যে আমার মায়ের বাড়া, তাঁকে ঠকিয়েও টাকা নিয়ে গেছি।

জ্ঞানদা। কি রে চুপ করে রইলি যে, একটা কথা বল।

অতুল। আমি আর কি বলবো পিসিমা, যা ভালো হয় তাই কোরো। তোমার কোন কথায় আমার না বলবার নেই, আমি মাকে জানি না; তুমি আমার মায়ের বাড়া, আমি গা হাত ধুয়ে এখুনি বেরুবো, চল্লুম।

জ্ঞানদা। চল্ আমি গিয়ে জল খাবার দিচ্ছি।

সরো। অমিয়া প্রণাম করো

(অমিয়া প্রণাম করিল)

[অতুলের প্রস্থান]

দিদি এখনতো তোমার উপর সব ভাব পড়লো। কর্ত্তাকে পাঠিয়ে দোবো, যত শীঘ্র এ শুভকার্য্য শেষ হয় তাই করো; আমি চল্লুম।

জ্ঞানদা। সে কি কথা, সেদিন এসেছিলে; মেয়েটি জলটল খায়নি, চল জল খেয়ে বাড়ী যেতে হবে।

[সকলের প্রস্থান]

পঞ্চম গর্ভাঙ্ক

দমদম্ বাগান বাটীর অভ্যন্তর ড্রয়িং রুম

(সুমের মলের সহিত আশুতোষের প্রবেশ)

সুমে। আপনি বসুন মশাই, এখুনি আমি বাবুকে খবর দিচ্ছি।

আশু। আচ্ছা, আপনার বাবুর নামটী কি ?

সুমে। বসন্তকুমার মিত্র। ইনি ভাগলপুরের একজন প্রসিদ্ধ জমিদার, মাতামহের বিষয় সম্পত্তি সব পেয়েছেন, যথেষ্ট আয়ও আছে। এই যে বাগানবাড়ী দেখছেন, এটীও তিনি সম্প্রতি খরিদ করেছেন। প্রায়ই কলকাতায় আসেন কিনা, থাকবার জন্যে।

আশু। বাগানবাড়ী আর ঘরের আসবাব-পত্র দেখে মনে হয় আপনার বাবু খুব সৌখিন লোক।

স্থমেব। সে কথা আব বলতে, আপনি বস্থন আমি খবর দিই।

[প্রস্থান]

আশু। (স্বগত) মা কালী তোমাব অশেষ ককণা মা, এইবাব গবীবেব উপব নেক নজব কবেছো মা। ইনসিওবের কাজ কবা বেশ ভালই দেখছি, একদিনে দেড হাজার টাকা বোজগাব। বাজ সেবেস্তাব কাজ কবে কোন সময একসঙ্গে এত টাকা ঘুস পাইনি, এই টাকাটা যে পেযেছি বাড়ীতে কাকেও বলবো না, লুকিযে Bankএ জমা বেখে খাতা নভুবাবব বাডীতে বেখে দোব; বাডীতে জানতে পাবলেই বলবে, এই দবকাব, সেই দবকাব, আমাব টাকাকটা খবচ হযে যাবে। পযসা অভাবে বড্ড কষ্টই গিযাছে, এইবাব নিজেই দিনকতক স্থখ কববো, আব পবিবাব ও ছেলেদেব কাবো মুখনাডা সইবো না। বুঝিযে দেবো আমি কে, নভুবাবু লাখ টাকাব বেশী কবলে না, তা হলে আমাদের আবো কিছু বেশী টাকা পাওযা যেত, (হাঁসিযা) এইখানে তো আব কেউ নেই; এখন টাকাগুলো ফেব গোণা যাক। (নোট বাহিব কবিযা) বাঃ বাঃ একশো টাকা কবে নূতন পনেবোখানা নোট (পকেটে বাখিযা) আব এই জমিদাববাবু যদি ইনসিওব করেন ওব ম্যানেজাব তো বল্লেন দুলাখ টাকা ইনসিওব কববেন; তাহলে আমি নিজে এজেন্সী নোব, আব অতুলবাবুব কাছে যাব না, অনাহুত তাকে দেড দেড হাজাব টাকা দিযেছি, লোক জোগাড় করলুম আমি, আব মাঝথেকে সে মজা মাবলে। আশুতোষ আব বোকা

হচ্ছে না ; হে মা কালী যদি এই দু'লাখ টাকার কাজ ফাঁসাতে পারি তা হলে একেবারে ছ' হাজার টাকা, মা তোমাকে দুটী কালো নধর কচি পাঁঠা দোবো। এই কাজটাও হাঁসিল করে দাও ; বোধ হয় এইবার আমার পড়তা ঘুরেছে।

[সুমেরমলের সহিত চাকরের জল খাবারের থালা হস্তে প্রবেশ]

সুমের। আশুবাবু, বাবু বাড়ীতে নেই ; তিনি বলেগেছেন তাঁর এটর্ণির বাড়ী যাচ্ছি ; কেউ যদি আসে আমায় টেলিফোন কোরো ; আমি তাঁকে টেলিফোন করলুম, বল্লুম, আপনি এসেছেন ; তিনি আমায় উত্তরে বল্লেন, তোমরা তাকে যত্ন করে বসাও ; আমি এখুনি মোটরে যাচ্ছি ; সমস্তদিন ঘুরে বেড়াচ্ছেন তাই একটু জল খাবার আনলুম খান ?

আশু। (হাঁসিয়া) বেশ, বেশ, (খাইতে খাইতে) (স্বগত) আমিতো এই চাই ; ভাগ্যি বেহারী আর অতুলবাবু আমার পেছু নেয়নি।

সুমের। বাবু এ কাজটা পেলে তো আপনি কমিশন অনেক টাকা পাবেন ; গরীবের উপর একটু নেক নজর করবেন ; আমি তাঁর ম্যানেজার ; আমি যা বলবো, বাবু তাই করবেন।

আশু। (স্বগত) হাঃ হরি এ ব্যাটাও যে শকুনি হয়ে দাঁড়াল ; মনে করেছিলুম, এ টাকাটার বকরা আর কাকেও দিতে হবে না ; কিন্তু দিতেই হবে আর উপায় নেই (প্রকাশ্যে) তা বেশ যাতে কাজ হয় আপনি চেষ্টা করবেন।

সুমের। যে আজ্ঞে ; আমি বেশী টাকা চাইনে, আমায় হাজার টাক দিলেই আমি সন্তুষ্ট হবো।

আশু। (স্বগত) আঃ বাঁচলুম বাবা, এ ব্যাটা কি ভাগ্যি অর্দ্ধেক চায়নি ; তা হলেও আমার পাঁচ হাজার টাকা থাকবে।

সুমের। বাবু, আমি আপনার অফিসে গিয়ে দালাল খুঁজছিলুম ; দেখলুম আপনি আর একটী বাবু হ্যাট কোট পরে, অনেকগুলি নোট টেবিলে গুণছিলেন ; বেহারাকে জিজ্ঞাসা করলুম এবা কারা, সে বল্লে অফিসের দালাল ; একটা বড় কাজ করেছে তাই কমিশনের টাকা এরা গোণাগুণি করছে ; প্রথমে মনে করেছিলাম সেই হ্যাট কোট পরা বাবুটিকে ডাকি ; কিন্তু আপনাকে দেখে আমার মনে কেমন একটা টান এলো তাই আপনাকে গোপনে ডেকে ইনসিওরেব কথা বললুম।

আশু। (স্বগত) হে মা কালী খুব বাঁচিয়ে দিয়েছো মা, অতুলবাবু এলে কি আমি এক পয়সাও পেতুম ; সেইতো কোম্পানীর দালাল ; অফিস থেকে ডাকতে গেছে ; আমাকে সে কমিশনের ভাগ দেবে কেন ? (প্রকাশ্যে) ম্যানেজারবাবু, আপনি অতি মহৎ লোক ; গরীবের উপর নেক নজর আপনার আছে ; তাই আমায় দয়া করে ডেকেছেন ; হ্যাট কোট পরা বাবুর যথেষ্ট পয়সা আছে ; তেলা মাথায় তেল দিলে আর কি হোত ?

(কাগজের বাণ্ডিল হস্তে বসন্তবাবুর প্রবেশ দেখিয়া আশু ও সুমেরমল দাঁড়াইয়া নমস্কার করিল)

বসন্ত। ম্যানেজারবাবু ; ইনিকি সেই ইনসিওরের বাবু ?

আশু। আজ্ঞে হ্যাঁ, আমি ফ্যাণ্ডামেণ্টাল লাইফ ইনসিওরেন্স কোম্পানীর এজেণ্ট ; আমার নাম আশুতোষ দাস মিত্র। আপনার ম্যানেজারবাবুর মুখে আপনি ইনসিওর করবেন শুনে এসেছি।

বসন্ত। বসুন, বসুন, (ম্যানেজারের দিকে লক্ষ্য করিয়া) ম্যানেজার বাবু! ভাগলপুরের যা চিঠি এসেছে আমায় পাঠিয়ে দিন; আপনি যান আমি এই ভদ্রলোকের সঙ্গে কথা বলি।

[সুমেরমলের প্রস্থান]

(আশুর দিকে চাহিয়া) আমার আসতে একটু দেরী হয়েছে- কিছু মনে করবেন না; আপনার বড় কষ্ট হযেছে না?

আশু। (হাঁসিয়া) মোটেই না, এ আবার কষ্ট কি, আমাদের কাজই এই; তাব উপর মশায়েব বাড়ী এসে যথেষ্ট জলযোগ হয়েছে, বাগানবাড়ী দেখে বুঝ্‌তে পেরেছি, আপনি একজন মহৎ ও সজ্জন লোক।

বসন্ত। আপনাদের কোম্পানীর একখানা প্রস্‌পেক্‌টাস্‌ দিন তো?

আশু। (মাথায় হাত দিয়া) (স্বগত) ঐ যা বাবা, গোড়াই ভুল; এ সব কাজতো জীবনে কখনও করিনি, আসবার সময যদি অতুলবাবুব কাছ থেকে একখানা বই নিযে আসতুম, খুব ভাল হোতো, কালই অফিসে গিয়ে এজেন্সি নিযে সমস্ত কাগজ পত্তব আন্‌তে হবে (প্রকাশ্যে) আজ্ঞে তাড়াতাড়ি আপনার ম্যানেজারবাবুর সঙ্গে চলে এসেছি, টিফিন ঘরে আমার কাগজ পত্তরের ব্যাগ ভুলে ফেলে এসেছি, কালই আপনাকে এনে দোব।

বসন্ত। তা বেশ, আমি লাখ টাকা কোরে দু'লাখ টাকা ইনসিওর করবো। একটী ছেলের জন্যে আর একটী মেয়ের জন্যে।

আশু। (স্বগত) হে মা কালী, তুমি মুখ তুলে চাও, তোমায় দুটো

নধর কালো কচি, পাঁঠা দোব মা। (প্রকাশ্যে) আপনার বুঝি একটী ছেলে আর একটী মেয়ে আছে ?

বসন্ত। আজ্ঞে হ্যাঁ।

আশু। ভগবান তাদের বাঁচিয়ে রাখুন ; আপনার আরো বাড় বাড়ন্ত হোক।

[সুমেরমলের প্রবেশ]

সুমের। বাবু আপনার সঙ্গে একটী ভদ্রলোক দেখা করতে চান।

বসন্ত। বেশ তাঁকে এইখানে নিয়ে এসো ; তার কি দরকার ?

সুমের। আমি জিজ্ঞাসা করেছিলুম তিনি বল্লেন বাবুর সঙ্গে প্রাইভেট কথা আছে, তাঁকে ছাড়া অন্য লোককে বলতে পারবো না।

বসন্ত। আমার প্রাইভেট কিছু নেই, যাও তাঁকে নিয়ে এসো।

[সুমেরমলের প্রস্থান ও লোকসহ প্রবেশ]

লোক। নমস্কার ! চিনতে পারেন কি ?

বসন্ত। আজ্ঞে না, আপনার কি দরকার ?

লোক। আজ্ঞে আপনার সঙ্গে একটু প্রাইভেট কথা আছে।

(রাগভরে) আমার প্রাইভেট কিছুই নেই। দেখছেন, আমি একজন ভদ্রলোকের সঙ্গে কথা কইছি, বিশেষ কাজের কথা, ভদ্রলোক আমার জন্যে একঘণ্টা এসে বসে আছেন ; আর এই সময় আপনি বিরক্ত করতে এলেন ; যা বলতে হয় বলুন।

লোক (হাত মুড়িতে মুড়িতে) আপনার মনে থাকতে পারে ; যে দিন এই বৎসর বারাকপুরে শেষ রেস ছিল, আপনার সঙ্গে আমার গ্রাণ্ড এনক্লোজারে আলাপ হয়েছিল, আমি বাড়ীর

দালালী করি, পরিচয় হওয়ায় আপনি আমাকে বলেছিলেন আপনার Mistressএর জন্যে ইমামবক্স খানাদারস্ লেনে কিংবা রামবাগানে যদি একখানা দশ পনের হাজার টাকার মত বাড়ী থাকে, আমায় খবর দেবেন।

বসন্ত। তা কোথায় সন্ধান পেয়েছেন ?

লোক। আজ্ঞে ইমামবক্স খানাদারস্ লেনে একখানা বাড়ী আছে পাঁচখানা ঘর তেতালা, দেড় কাঠা জমির উপর।

বসন্ত। বেচ্‌চে কেন ?

লোক। আজ্ঞে অভাবেই লোক বেচে।

বসন্ত। তা বেশ, দলিল পত্তর নিয়ে আপনি কাল সকালে ম্যানেজার বাবুকে দিয়ে যাবেন; আমি আমার এটর্ণির বাড়ী পাঠিয়ে দোব; যদি Titledeedএর কোন গোলমাল না থাকে, আমি নিজে গিয়ে বাড়ী দেখে আসবো।

লোক। যে আজ্ঞে।

বসন্ত। যান; দাঁড়িয়ে রইলেন কেন ?

লোক। আজ্ঞে আপনারা সৌখিন লোক ঘোড়দৌড় খেলেন, যদি গরীবকে অনুমতি দেন; তা হলে আপনার টেবিলের উপরেই ঘোড়দৌড় খেলা দেখিযে দিই।

আশু। (অবাক হইয়া) টেবিলের উপর ঘোড়দৌড় কি মশাই ?

বসন্ত। (হাঁসিয়া) দেখুন দেখি মশাই, লোকটা পাগল না কি ?

লোক। (পকেট হইতে রুমালে বাঁধা বড় লাল কুঁচ বাহির করিয়া টেবিলে রাখিল) দেখুন এই কুঁচেতেই আপনাদের ঘোড়দৌড় দেখিয়ে দোব।

আশু। আমি তো কিছু বুঝতে পারছি না; কি রকম বলুন দেখি ?

লোক (কতকগুলি কুঁচ হাতে লইয়া) দেখুন খেলার ভাও হচ্ছে এক টাকার ৪৲; জোড় কি বিজোড়ে নম্বর। দেখুন আমি একমুঠো কুঁচ তুললাম, ধরুন আপনি ১০০৲ টাকা ধরেছেন; জোড় নম্বরে। যদি এগুলি গুণে জোড় নম্বর হয় তা হলে আপনি আমার কাছে পাঁচশো টাকা পাবেন।

আশু। আমি নিজে হাতে কোরে তুলে আপনাকে দোব।

লোক। নিশ্চয।

আশু। বাবু, এতো বড় মন্দ খেলা নয।

বসন্ত। (লোকটাব দিকে চাইয়া) আপনি যে খেলাতে এসেছেন, আপনার কাছে টাকা আছে তো?

লোক। আজ্ঞে হ্যাঁ; (পকেট থেকে নোটের তাড়া বাহির করিল) এই দেখুন নগদ ১০,০০০৲ টাকা একশো টাকার কম ধরা নেই; আব ছ-দানেব বেশী খেলা চলবে না; তিন বার ডাকবেন আপনারা; আর তিনবার ডাকবো আমি।

আশু। টাকা হাতাহাতি দেবেন তো?

লোক। নিশ্চয় এই তো টাকা বেখে দিয়েছি।

বসন্ত। (ম্যানেজারের প্রতি চাহিযা) আমাকে তিন হাজার টাকার নোট এনে দিন তো?

(সুমেরমল টাকা লইয়া আসিল)

লোক। তা হলে এখন খেলা সুরু করা যাক।

আশু। আজ্ঞে হ্যাঁ।

বসন্ত। ধরুন আশু বাবু।

(আশু এক মুঠো কুঁচ তুলিল)

আশু। (লইয়া) জোড় নম্বর (লোকটী গুনিয়া দেখিল, জোড় নম্বর আশুকে ৫০০৲ টাকা দিল)

বসন্ত। ২০০৲ টাকা বিজোড় নম্বর (মিলিল—১০০০৲ টাকা দিল)

আশু। এতো বেশ মজার খেলা; আমি বেশী টাকা ধরতে পারি?

লোক। নিশ্চয় যত টাকা ইচ্ছা ধরতে পারেন।

আশু। (২০০৲ টাকা রাখিয়া) ফের জোড় নম্বর (মিলিল—আশুকে ১০০০৲ টাকা দিল)

বসন্ত। (২০০৲ টাকা রাখিয়া) জোড় নম্বর, মিলিল না।

আশু। (৫০০৲ টাকা রাখিয়া) বিজোড় নম্বব, (মিলিল—২৫০০৲ টাকা দিল)

আশু। (স্বগত) মা কালী; আর তিনটে দান, মুখ রাখ মা; এই টাকা নিয়ে আগে কোলকাতায় একখানা বাড়ী কিনবো; আর ভাই, কি কারো কাছে হাত পাত্‌তে হবে না।

লোক। আসুন মশাই এই বার আমি ধরি।

আশু। আসুন (কুঁচ তাহাকে দিল)

লোক। (৫০০৲ টাকা) বিজোড় নম্বর। (মিলিল)

আশু। মশাই এ্যাত টাকা ধরলেন।

লোক। আমার ইচ্ছা; আপনিও ধরতে পারতেন; বসন্ত বাবু ধরুন।

বসন্ত। (৫০০৲ টাকা) জোড় নম্বর (মিলিল)

আশু। (স্বগত) সর্ব্বনাশ করেছে; এবারে অর্দ্ধেকের উপর টাকা নিলে; ব্যাটা একটু কম কম খেলে; তবে বাঁচি; হে মা কালী রক্ষা কর।

লোক। (১০০০৲ টাকা) জোড় নম্বর।

আশু। মশায়; অত টাকা ধরলেন; আমি হেরে গেলে অত টাকা দিতে পারবো না।

লোক। তা কি হয়; টাকা না দিতে পারেন, সঙ্গে যা আছে দেবেন; আর বাকী টাকা হ্যাণ্ডনোট লিখে দেবেন; আমার বেলায় কি নিতে ছেড়েছেন ?

আশু। (স্বগত) হে মা কালী; একি বেড়াজালে ফেল্‌লি মা; এ দান বাদ আর একদান বাকী; এই দু'দান জিতিয়ে দেমা।

লোক। এই তো মিলেছে; আশুবাবু টাকা দিন।

আশু। সর্ব্বনাশ! আমার বুক ধড়ফড় করছে মশাই! আমার ঘরের টাকাও যে বেরিয়ে গেল; বসন্তবাবু আপনি এ লোকটার কাছ থেকে আমার আসল টাকাটা আদায় করে দিন; আমি মারা যাব।

বসন্ত। তা আমি কি কববো; আপনি খেল্‌তে বসলেন কেন ?

আশু। (লোকটার পায়ে ধরিয়া) মশাই, আপনি সজ্জন, মহাপুরুষ গরীবের টাকা কটা আর নেবেননা; আপনার কিছুই অভাব নেই; আমি ছাপোষা লোক; আমার উপর দয়া করুণ।

সুমের। চেঁচামেঁচি করবেন না; বাবুর বাড়ীতে মেয়েছেলে রয়েছে।

আশু। ও ম্যানেজার বাবু; আমি আর বাঁচবো না; আমার মাথায় মুগুর মারুন মশাই মুগুর মারুন।

বসন্ত। আশু বাবু এর সঙ্গে মিটমাট করে কাল সকালে আসবেন; ইনসিওরের কথা কইবো।

[প্রস্থান]

আশু। (দৌড়াইয়া) বাবু, যাবেন না, বাবু যাবেন না, গরীবের একটা বন্দোবস্ত করে যান। হায়, হায়, আমি একেবারে মারা গেলুম।

(দৌড়াইতে গিয়া পতন ও মূর্চ্ছা)

চতুর্থ অঙ্ক

প্রথম গর্ভাঙ্ক

(বিহারীলালের নতুন বাসাবাটী কক্ষ)

(নিমতলাঘাট ষ্ট্রীট)

বিহারী। দেখ্ নীরদা ; আমাদের পেটের কথা কারোর কাছে কখনও প্রকাশ করিস নি। সর্ব্বদাই লোকের কাছে বিমর্ষ হয়ে থাকিস ; আমার অসুখের ভান দেখিয়ে লোকের কাছে যেন কত ভাবনায় আছিস্ জানাস্ ; এ দিন আব বেশী দিন থাকবে না জানিস্ ; এইবার সুখের দিন আস্ছে।

নভো। (নেপথ্যে চিৎকার করিয়া) ডাক্তাব সাহেব ও ডাক্তারবাবু যাচ্ছেন।

বিহারী। নীরদা ; তুই তাড়াতাড়ি আমার গাযে চাদব ঢাকা দিয়ে মাথায় হাওয়া কর।

(বিহারী খাটে শুইয়া)

বাবা গো উঃ, প্রাণ বেরিয়ে গেল ; মাথার কি যন্ত্রণা ; চোখ চাইতে পারছি না।

(নভোমোহনের সহিত ডাঃ রবার্টস্ ও ডাঃ গুপ্তর প্রবেশ)

ডাক্তার সাহেব আমায় ভাল করে দিন ; আমি মরে গেলুম ; আমি চোখে অন্ধকার দেখছি ; মরে গেলুম উহুঃ, উহু হু, হুঃ।

ডাঃ রবার্টস্। অমন করলে হামি কি কোরবে ; হামিতো চেষ্টা করছে, হামায় পরীক্ষা করতে দাও আগে।

বিহারী। ডাক্তার সাহেব আপনার পায়ে পড়ি ; আমায ভাল কবে দিন ; আমি আর যন্ত্রণা সহ্য কবতে পারছি না।

ডাঃ ববার্টস্। (ডাক্তার গুপ্তর দিকে চাহিয়া) Dr. Gupta did you prescribe Bromide for the patient last night, as I told you over the phone.

ডাঃ গুপ্ত। Yes Dr. Roberts ; but to no effect, the malady is a peculiar one and the poor fellow is suffering much.

(ডাঃ গুপ্ত বিহারীকে পরীক্ষা করিতে লাগিল)

নভো। Well Doctors, what both of you think ; will he be cured ?

ডাঃ গুপ্ত। রোগ বড় শক্ত, কিছুই বলা যায় না ; চেষ্টাতো খুবই করছি।

বিহারী। ওহো হোঃ হোঃ, আমি চোখে কিছু দেখতে পাচ্ছি না, প্রাণ গেলরে বাবা ; প্রাণ গেল, ডাক্তার সাহেব আমায় একটু বিষ দিন, আমি খেযে মরি, আমি আর যন্ত্রণা সহ্য করতে পারছি না।

ডাঃ রবার্টস্। হামি আর কি করবে বলো, ঔষধত বহুত দিয়েছি ! আজ দুই মাস তোমাব চিকিৎসা করছে, কিছু করতে পারলো না (নভোর প্রতি) Mr. Mukherjee, give me the paper pad please. (নভোমোহন তাড়াতাড়ি কাগজের pad ডাঃ Robertsএর হস্তে দিল ; Dr. Roberts,

Dr. Guptaর হস্তে দিল) Dr. Gupta, please write.

(ডাঃ গুপ্ত প্রেসক্রিপশ্যান লিখিয়া ডাঃ রবার্টসের হস্তে দিল)

ডাঃ ববাটস্। (পড়িয়া) That's right, let us see the result, if there be no effect, we shall have to do lumber puncture and examine the fluid to diagnose the disease.

ডাঃ গুপ্ত। All right.

নভো। ডাঃ গুপ্ত, এক এক সময় এমন হয়ে পড়ে, যন্ত্রণা বেশী হয়; মনে হয় এখুনি মাবা গেল।

বিহাবী। ডাক্তাব বাবু আপনারা এত লোকেব প্রাণদান কবছেন আর এই অভাগাব জন্যে একটু চেষ্টা কবছেন না; আমি যে আর সহ্য কবতে পাবছি না ডাক্তাব বাবু, ও হোঃ হোঃ হোঃ।

নীবদা। (জোবে পাখার হাওয়া করিতে লাগিল, নভোমোহনের প্রতি) কিছুই খেতে চান না; কি খেতে দেবো জিজ্ঞাসা করুণ?

ডাঃ ববার্টস। বেডানা কা জুস দেও, Grapes দেও, আঙ্গুব, ছানাকো পানি ডেও; আওর কিয়া দেগা?

(নভোমোহন ডাক্তারকে ফি দিল, ডাক্তাবরা চলিয়া যাইতেছিল)

বিহাবী। ও ডাক্তার সাহেব! আমায একটা এমন ঔষধ দিয়ে যান যে আমি খেযে এখুনি ঘুমিযে পড়ি; আমি আব যন্ত্রণা সহ্য করতে পারছি না; ও হোঃ হোঃ হোঃ মবে গেলুম।

ডাঃ রবার্টস্। চেঁচালে আর কি করবে; বহুত চেষ্টা করছে।

(ডাঃ রবার্টস্, ডাঃ গুপ্ত ও নভোমোহনের প্রস্থান)

বিহারী। (উঠিয়া বসিয়া) দেখতো নীরদা ওরা চলে গেল কি? নভু বাবু কোথায়?

নীরদা। (উঠিয়া গিয়া জানালায় মুখ বাড়াইয়া) একজন লোকের সঙ্গে কথা কইছেন ; (বিহারীর নিকটে আসিয়া) দেখ এইবার আমায় বেশী করে টাকা দিতে হবে ; এখনই তোমার বাবুর পযসার টান ধরেছে, এবার টাকা পেলে অন্ততঃ পাঁচ হাজাব টাকা দিতেই হবে ; আমারও একটা সংস্থান করা চাই ? নইলে এত ঝামেলার ভিতর যাবো কেন ?

বিহারী। তুই চেঁচাসনি, চুপ কর ; আমার পয়সা হোলে, তুই পাবি না কি অন্য লোককে দিতে যাবো।

নভো। (নেপথ্যে) আশু যাচ্ছে ; (বেহারী পুনরায় শুইয়া পড়িল ও নীরদা পাখার হাওয়া করিতে লাগিল)

বিহারী। বাবারে, মারে, কি যন্ত্রণা।

(নভো ও আশুতোষের প্রবেশ)

আশু। আজ ক'মাস আস্‌তে পারিনি ; তোমার এত অসুখ, আমি জানতুম না ; আমার ভাই সেই ইনসিওরের দালালির টাকাগুলো সমস্ত জুয়ার আড্ডায় পড়ে খুইয়েছি ; আজ ক'মাস মনের দুঃখে কোথাও যাইনি ; পাগলেব মত ঘুরে বেড়িয়েছি।

নভো। কত টাকা পেয়েছিলে আশু ?

আশু। আজ্ঞে আমি দেড় হাজার টাকা ; আর অতুল বাবু দেড় হাজার টাকা পেয়েছিলেন ; বাবু গো যেন ম্যাজিকের মত আমাব সমস্ত টাকা উড়ে গেল।

নভো। তাইতো, বড়ই দুঃখের বিষয়।

আশু। বাবু, গরীবের বরাতে দুঃখ চিরদিনই, এ যেন পাথর চাপা কপাল।

নভো। ভয কি, আবাব পাবে।

বিহাবী। (ছট্ ফট্ কবিতে কবিতে) বাবাবে মবে গেলুম, বাবু, ডাক্তার সাহেব কি বলে গেলেন ?

নভো। ঔষধ দিযেছেন, আব বলেছেন অসুখ সাবতে সময নেবে সম্ভবতঃ তোমায কোন ঠাণ্ডা দেশে Changeএ যেতে হবে।

আশু। (নীবদাব দিকে লক্ষ্য করিযা নভোব প্রতি) ইনি কে ?

নভো। বিহাবীব স্ত্রী, বেচোবাব আব কেউ নেই তো।

আশু। তা হলে বাবু বলেন তো, আমি রোজই বিহাবীব খপর নিতে পাবি, আমাব দ্বাবা যেটুকু সাহায্য ও উপকাব হবে আমি তাই করবো; আমি আজ আপনাব বাড়ীতে গেছলুম, সেখানে শুনলুম বেহাবীব ভাবী অসুখ, আপনি তাকে দেখতে এসেছেন, শুনেই আমি ঠিকানা নিযে সোজা এখানে এসে উপস্থিত।

নভো। তা বেশ তোমায যখন যা বলবো কোবো, এব দরুন মাসে মাসে কিছু দোবো।

আশু। (হাত জোড় কবিযা মুডিতে মুডিতে) আজ্ঞে আপনাব মতন আব সজ্জন ব্যক্তি কে আছে, এ গবীব আপনাবই অন্নে প্রতিপালিত।

বিহারী। বাবু কিছু বেদানা পাঠিযে দেবেন, ঔষধ আনতে গেছে কি ?

নভো। হ্যাঁ আমি Bathgate Company থেকে ঔষধ আনতে পাঠিযেছি। এখুনি এলো বলে (নীবদাব প্রতি) আমি এখন চল্লুম, এখুনি ঘুবে আস্ছি বিশেষ দবকাব আছে; (আশুর প্রতি) আশুবাবু, তুমি আমার বাড়ীতে বসো গে, আমি দু'একটা কথা বলে যাচ্ছি।

আশু। যে আজ্ঞে! বিহারী ভাই চল্লুম, ভয় কি সেরে যাবে।

[প্রস্থান]

নভো। (বিহারীর দিকে অগ্রসর হইয়া) দেখো বিহারী, কাজতো এক রকম হেরাহেরি করে এনেছি; এখন সেইটে জোগাড় হলেই তোমায় পশ্চিম পাঠিয়ে দোবো।

নীরদা। দেখুন নভুবাবু টাকাকড়ি ভাল রকম সঙ্গে দিতে হবে, আমরা দেশে আর ফিরবো কিনা তার ঠিক নেই।

নভো। সে সম্বন্ধে কিছু ভেবো না; আমি সব বন্দোবস্ত কোরে দোব।

[প্রস্থান]

বিহারী। (উঠিয়া) নীরদা, ভাতটাত রেঁধেছিস্? বড্ড খিদে পেয়েছে, দু'টা অন্ততঃ ডাল ভাত দে; এরকম ভাবে আর শুয়ে থাকতে পারি না।

নীরদা। আমি চারি দিক বন্ধ করে দিচ্ছি; তুমি স্নান করে ভাত খাবে চল; হ্যাঁগা নভুবাবু তোমায় কত টাকা দেবে বলেছে?

বিহারী। তা যথেষ্টই দেবেন, উনি ভদ্রলোক, চিরদিনই তো দিয়ে আসছেন।

নীরদা। আমি অত বুঝি না; আমি আজীবন যে তোমার সঙ্গে কষ্ট করে থাকলুম, আমার একটা শেষ বয়সে হিল্লে করে দিও; তোমারও যেমন সাতকূলে কেউ নেই, আমারও তো তাই।

বিহারী। তুই অত ভাবিস কেন, আমি বেঁচে থাকতে তোর ভাবনা কি? চল খেতে দিবি।

নীরদা। চলো; নভুবাবুকে কিছু বাজার পাঠিয়ে দিতে বলতে লেভু গেলুম; জিনিষপত্র প্রায় সবই ফুরিয়ে এলো।

[উভয়ের প্রস্থান]

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক

জ্ঞানদার বাড়ী—অন্তঃপুর

অতুলের শয়ন কক্ষ

অতুল ও অমিয়া।

অতুল। আচ্ছা অমিয়া, আমি তোমার কে ?

অমিয়া। তুমি আমার গুরু, তুমি আমার ইহকাল পরকাল, যেদিন তোমায় প্রথম দেখেছিলাম, সেইদিনই আত্মসমর্পণ করেছি।

অতুল। আমাদের যে এত শীঘ্র বিবাহ হয়ে যাবে, তা স্বপ্নেও ভাবিনি ; শুধু তোমাব মার চেষ্টায আর পিসিমার আগ্রহে হলো। অমিয়া তোমার গলা কি মধুর, কি সুন্দর ; তোমাব গান যখনই শুনি, আমি যেন একটা কোন অজানা কল্পনা-রাজ্যে ভাবের তরঙ্গে ভেসে যাই, তুমি আবার সেই গান খানা গাও না ?

"সাগর বাঁধের মতন আমি"

অমিয়া। তা এখুনি গাইছি ; কিন্তু তুমি আমার গানের যতটা প্রশংসা করছো, আমি সত্যই কি ততটার উপযুক্ত ?

অতুল। দেখ অমিয়া, তোমার কাছে হৃদয় গোপন করবো না ; সঙ্গ দোষে আমার পদস্খলন হয়েছিল ; কিন্তু সে পথ থেকে রক্ষা করেছো তুমি। আমি অনেকেরই গান শুনেছি, কিন্তু তোমার গান যেমন মিষ্টি লাগে, তেমনটী আর কোথাও শুনিনি।

অমিয়ার গীত

——:০:——

সাগর বাঁধের মতন আমি,
তোমারি ঢেউ ভালবাসি ॥
মধুর হাওয়ায় সদাই জাগায়,
কত সাধের তুফান রাশি ॥

তুমি মেঘের বারি-ধারা
পিয়াসি প্রাণ আকুল-করা
আমাব ঘন হৃদাকাশে,
তুমি যে বিজলী-হাসি ॥

কুলের বাঁধন আলগা হলে
তোমার ঢেউয়ে যাব গলে
মিশিয়ে রব অতল তলে
করবো না আর ভাসাভাসি ॥
আঁখির আলো মোর চিরকাল
থেক তুমি পরকাশি ॥

অতুল। সত্যি তোমার গানের কি সুন্দর ভাব, ভগবান করুন আমাদের ভালবাসা যেন এমনি হয়।

নেপথ্যে। অতুল।

অতুল। বোধ হয় পিসিমা ডাকছেন।

(অমিয়ার প্রস্থান ও জ্ঞানদার প্রবেশ)

জ্ঞানদা। হ্যাঁরে অতুল, তোর বিয়েতে তোর বন্ধু-বান্ধব কাকেও বল্লিনি কেন রে ?

অতুল। পিসিমা বন্ধু আবার কে ? তারা সুখের পায়রা, হোটেলে খাওয়াও, বায়স্কোপ দেখাও, থিয়েটার শোনাও, তাতেই তারা খুসি। হাত কমিয়েছো, আর কারোর টিকি দেখতে পাবে না। পিসিমা সেই জন্যে আমি আর তাদের সঙ্গে মিশি না।

জ্ঞানদা। তা বেশ বাবা, তা বেশ, এখন চল্; আমাকে একবার কাশী গয়া ঘুরিয়ে আনবি।

অতুল। তা বেশ পিসিমা; তা তুমি কবে যাবে বল, আমি তার বন্দোবস্ত করিগে; তোমার খাওয়া হয়েছে কি ?

জ্ঞানদা। হ্যাঁ বাবা। তুই আজ কাজে বেরুবি না ?

অতুল। আড়াইটার সময় যাবো। পিসিমা, এই মোটে একটা বাজে।

জ্ঞানদা। এখন একটু বিশ্রাম কর; বউমা কোথায় গেলে ?

[জ্ঞানদার প্রস্থান ও অমিয়ার প্রবেশ]

অমিয়া। তোমরা পশ্চিমে গেলে, আমাকে নিয়ে যেতে হবে কিন্তু ?

অতুল। অমিয়া তোমাকে এর পর বেড়াতে নিয়ে যাবো; পিসিমা তীর্থে যাবেন।

অমিয়া। কেন, আমাকে কি ঠাকুরের স্থানে যেতে নেই ? আমি সেখানে গিয়ে পিসিমার সেবা করবো; রসো আমি পিসিমাকে ডাকছি (জ্ঞানদাকে লইয়া আসিল) হ্যাঁ পিসিমা, আপনি আমায় ফেলে কাশী যাবেন ? তা হলে আমি কাঁদবো।

জ্ঞানদা। ছিঃ পাগল মেয়ে; তুমি এখন কোথায় যাবে মা ?

অমিয়া। তা হলে আমি খাবোনা, দাবোনা, যাবার সময় আপনার পা'দুটো জড়িয়ে ধরবো, দেখবো আমায় ফেলে কেমন করে যেতে পারেন ?

জ্ঞানদা। আচ্ছা মা যেও। এখন অতুল বেরুবে, কাপড়চোপড় দিয়ে আমার কাছে শোবে এসো।

[প্রস্থান]

অমিয়া। (হাঁসিয়া) কেমন, এইবার নিয়ে যেতে হবে তো ? আমি বলেছি, যেমন কোরে হোক আমি যাবোই।

অতুল। (হাঁসিয়া) পিসিমার মত হলে আমি নিয়ে যাবোনা কেন ? আমি তো খুব খুসী আছি, তবে উনি এসব বড় পছন্দ করেন না, আর তাঁর অমতে আমি কোনো কাজ করবো না।

অমিয়া। আমি কি তাই বলছি, আমি পিসিমার মত করিয়েছি তবে তো।

অতুল। অমিয়া, একটু সকাল সকাল বেরুই; কাজ কর্ম্মের চেষ্টা করিগে।

অমিয়া। হ্যাঁ আমি তোমার কাপড় চোপড় ঠিক করে রেখেছি, পিসিমাকে জল খাবার দিতে বলি।

অতুল! আমি মুখ হাত ধুইগে। তুমি শুধু ঘোলের সরবৎ এক গ্লাস নিয়ে এসো, আমি আর কিছু খাবো না।

[উভয়ের প্রস্থান]

দীপ-নির্ব্বাণ

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক

নিমতলা শ্মশানঘাট, রাত্রি তৃতীয় প্রহর

(নরোর প্রবেশ)

নরো। যা হোক বাবা বিহারীকে তো উধাও করলুম, নীরদাও তার সঙ্গে গেছে, ভগবানের দয়ায় আজ ক'দিন চেষ্টা করে একটা মড়াও পেয়েছি, নাথের বাগানে এক ব্রাহ্মণ বিধবার ছেলে, আজ ক'দিন টায়ফয়েড রোগে ভুগ্‌ছিল, প্রায় বিহারীর সমবয়সি, অসুখ যথন বাড়াবাড়ি তথন আমি উপযাচক হয়ে তার মাকে অর্থ সাহায্য করেছি, আর ছেলের চিকিৎসা করিয়েছি, ক'দিন রোগ বাড়াবাড়ি; এই মরে, এই মরে, কিন্তু আজকের অবস্থা দুপুর বেলা থেকে খারাপ দেখে, আজই বিহারী ও নীরদাকে রাত্তিরের গাড়ীতে পশ্চিমে পাঠিয়েছি, আর কয়দিন বিহারীরও অসুখ খুব বেশী দেখিয়েছি; ডাক্তারদের ফিএর উপর ফি দিয়েছি (কাগজ বাহির করিয়া) এই ডাক্তার গুপ্তর কাছ থেকে বিহারীর Death সার্টিফিকেট নিয়ে এলুম, নাথের বাগানে মড়ার বাড়ীতে খাট কিনে বোষ্টমদের ঠিক করে দিয়ে এসেছি; মড়া এসে হাজির হলেই হয়। মা আনন্দময়ী, অনেক কষ্টে কল সাজিয়েছি, শুধু তোমারই দয়ায়। এখন আশুতোষকে দরকার, ওকে দিয়ে একটা ক্রিমেস্থান সার্টিফিকেট লেখাতে হবে। লাস জ্বালাই হলেই টেক্‌সি করে গিয়ে তাকে এইখানে

নিয়ে আসবো ; লাস পুড়ে গেলে আরতো চিনতে পারবে না।

(চারিজন বৈষ্ণব শবদেহ ঘাড়ে করিয়া)

সকলে। বলোহরি, হরিবোল, বলোহরি, হরিবোল, বলোহরি, হরিবোল।

নভো। একেবারে রেজিষ্ট্রারবাবুর ঘরের কাছে নিয়ে গিয়ে নামাও, রেজিষ্টারী কোরতে হবে।

সকলে। বলোহরি, হরিবোল, বলোহরি, হরিবোল।

(রেজিষ্ট্রারের ঘরের কাছে শবদেহ নামাইল)

নভো। (অফিসঘরের ভিতর ঢুকিয়া) রেজিষ্ট্রারবাবু, ঘুমাচ্ছেন নাকি ? ও রেজিষ্ট্রারবাবু।

রেজিঃ। কে ও ?

নভো। আজ্ঞে একটা Dead body Register করতে হবে।

রেজি। বলি, ডাক্তারের Certificate এনেছেন তো ?

নভো। আজ্ঞে হ্যাঁ এনেছি ; আপনি দয়া করে উঠুন।

রেজি। (উঠিয়া খাতা খুলিয়া) কি নাম ?

নভো। বিহারীলাল দাস !

রেজি। বাপের নাম ?

নভো। নন্দহরি দাস।

রেজি। কোন ঠিকানায় মারা গেছে।

নভো। এ৩০২ নং নিমতলা ষ্ট্রীট।

রেজি। জাতি ?

নভো। তন্তুবায়।

রেজি। বয়স ?

নভো। আন্দাজ ২৯ বৎসর।

রেজি। পেসা ?

নভো। প্রোডিউস ব্রোকার।

রেজি। কি অসুখ করেছিল ?

নভো। মেনিন্‌জায়টিস।

রেজি। ডাক্তারের সার্টিফিকেট দিন।

নভো। এই নিন।

(রেজিষ্ট্রারের হাতে সার্টিফিকেট দিল)

রেজি। পুরো স চান ? না ছোট স চান ?

নভো। আজ্ঞে পুরো স চাই।

রেজি। চার টাকা এক আনা দিন।

(নভো ১০৲ টাকার নোট দিল)

রেজি। ইনি আপনার কে, এর কে আছে ?

নভো। আর বলেন কেন মশাই ; উনি আমার বন্ধু ; ওঁর পরিবার ছাড়া আর কেউ নেই ; ভদ্রমহিলা শোকে আছাড় কাছাড় খাচ্ছে ; আমারই এক বন্ধুকে বসিয়ে এর সৎকারের বন্দোবস্ত করতে এসেছি। (সিগারেট কেস্ বাহির করিয়া) আপনি সিগারেট খান ?

রেজি। আজ্ঞে হ্যাঁ ; (নভো সিগারেট দিল) (উচ্চৈঃস্বরে) এই ফুলচাঁদ !

ফুলচাঁদ। (নেপথ্যে) আজ্ঞে যাই বাবু।

[ফুলচাঁদের প্রবেশ]

রেজি। এই নে দশ টাকার নোট, কাট্‌ওলার কাছে একটা পুরো সয়ের দাম জমা করে বাকী টাকা ও রসিদ আমায় দিয়ে যা। একটা বড় স সাজিয়ে দিস্, এই লাস জ্বালাই হবে, ভাল করে কাট্, টাট্ দিস্ জানিস্ ?

ফুলচাঁদ। আচ্ছা বাবু।

[প্রস্থান]

রেজি। (নভোর প্রতি) লাস শ্মশানে নিয়ে যেতে বলুন, স সাজিয়ে দিচ্ছে, আপনি এইখানে বসুন না ?

নভো। (বোষ্টমদের প্রতি) তোমরা শ্মশানের ভিতর নিয়ে যাও স সাজিয়ে দিচ্ছে।

সকলে। (মড়া কাঁধে করিয়া চলিয়া যাইতে যাইতে) বলোহরি, হরিবোল, বলোহরি, হরিবোল, বলোহরি, হরিবোল।

নভো। (পকেট হইতে মদের flask বাহির করিয়া) রেজিষ্ট্রারবাবু, আজ কদিন রুগিকে নিয়ে যে রকম রাত জাগতে হয়েছে তাতে একটু মদ না খেলে, গা হাতের ব্যথা আর সাববে না।

রেজি। তাতো নিশ্চয় মশাই, ও হলো আমাদের মৃতসঞ্জীবনীসুধা।

নভো। মশায়ের যদি আপত্তি না থাকে ; তা হলে একটু offer করতে পারি কি ?

রেজি। আপনি দিচ্ছেন ; আমি আর না বলি কি করে।

(মদ্যপান)

নভো। বেশতো আপনি কতটা খাবেন খান না ? আমার গাড়ীতে এখনও এক বোতল পূরা মজুত আছে।

নেপথ্যে। বলোহরি, হরিবোল, বলোহরি, হরিবোল,।

রেজি। ঐ আপনাদের লাস জ্বালাই হলো।

নভো। (স্বগত) আঃ বাচলুম বাবা (প্রকাশ্যে) আপনি এখন বসুন আমি চটকরে ওঁর স্ত্রীকে একবার দেখে আসি, আর আমার বন্ধুকে একবার ডেকে আনি।

রেজি। যে আজ্ঞে।

নভো। (স্বগত) যাক এইবার আশুটাকে ধরে আনা যাক ; তার বাড়ীর ঠিকানা জানি, শেষ রাত্রিরে নিশ্চয় বাড়ী আছে ; তাকে দিয়েই ঘাটের খাতা সই করাবো।

নেপথ্যে। বলোহরি, হরিবোল, বলোহবি, হরিবোল, বলোহরি, হরিবোল।

নভো। তা হলে রেজিষ্ট্রারবাবু, আমি চট্‌করে ঘুরে আস্‌ছি, আপনি বসে Drink করুন।

রেজি। (স্বগত) আমার ত ডিউটি শেষ হযে আস্‌ছে, ছটার সময় অফ্ হয়ে যাবো। মন্দ কি এখন বেশ চলবে।

[ফুলচাঁদের পুনঃ প্রবেশ]

ফুলচাঁদ। (রেজিষ্ট্রারের প্রতি) বাবু এই রসিদ ও বাকী টাকা নিন।

[রসিদ ও টাকা প্রদান]

রেজি। ভাল করে কাট্‌ টাট্‌ দিয়েছিস্ ?

ফুলচাঁদ। আজ্ঞে হ্যাঁ,

[প্রস্থান]

রেজি। (নভোর প্রতি—নভো যাইতে অগ্রসব) বাবু আপনার changeটা আর এই টাকার বসিদটা নিন।

নভো। ও আপনার কাছে থাক ; আপনাব ছেলেমেয়েদের মিষ্টি কিনে দেবেন।

[প্রস্থান]

(পাগলীনির প্রবেশ)

ও

(গীত)

——:০:——

অভয় কবে দিবি মাগো,
(আমার) ভয়ের ভয়ে কাটছে বেলা।
(ওগো) দীন দয়াময়ী কালী
জ্বলছি কত দিবি জ্বালা।

মায়ার মোহে হচ্ছি নাকাল,
আশঙ্কাতে কাটাই যে কাল,
(তার) নাইকো কামাই ; নাই মা রেহাই
সকাল দুপুর সন্ধ্যা বেলা।

শক্তি-বিহীন ভক্তি কোথায়,
মায়ার ডালি দেছ মাথায়,
মায়াতে কি এত কাঁদায়,
মহামায়ার একি লীলা।
জগন্মাতা আর পারি না,
কেঁদে কেঁদে ভাঙ্গলো গলা॥

মুদ্দোফরাস। এই পাগলি, আজ যে এত রাত্রিরে এলি ?

পাগলী। তোদের বাবার কি ; মানুষের বাড়ীর লোক মরছে ; আর তোদের মরসম পড়ে গেছে—না ? ভারি আহ্লাদ। আমি

মায়ের মেয়ে, মায়ের সেবায় ছিলুম ; তোরা জিজ্ঞাসা করবার কে রে ?

[প্রস্থান]

নেপথ্যে। বলোহরি, হরিবোল, বলোহরি, হরিবোল।

[নভো ও আশুর প্রবেশ]

আশু। (কাঁদিতে কাঁদিতে) হায় হায়, বাবু কি হলো, আমি মনে করেছিলুম বিহারীটা ভালো হবে, ঠাট্টা তামাসা করতো বটে ; কিন্তু ওর মনটা বড় খোলসা ছিল, আহা, বাবু আমায় যদি আগে একবার খবর দিতেন, একবার দেখতুম। হঠাৎ কি করে মারা গেল ?

নভো। হার্ট ফেল করে। কি মুস্কিলেই পড়েছিলুম আশু, লোক নেই, জন নেই, তার উপর নীরদার কান্না ; আমি তোমায় গিয়ে খবর দোব এমন সময় কোবে উঠতে পারিনি, নীরদাকে শ্মশানে না এনে তাঁকে তার মাসীর কাছে বেলেঘাটায় পাঠিয়ে দিয়েছি ; কতদূর পুড়লো একবার দেখে এসো, বিহারী আমার পরম বন্ধু ছিল ; আশু, সে আমার একরকম ডান হাত ছিল (ক্রন্দন)।

আশু। (নভোর চোখ মুছাইতে মুছাইতে) বাবু, আপনি অধীর হবেন না, বিহারী গেছে, আমি আছি ; আমি এই শ্মশানে মা গঙ্গার সামনে, ভগবান সাক্ষী করে শপথ করে বলছি ; আমি সারা জীবন আপনার সঙ্গেই থাকবো ; আর আপনার ছেলেকে পড়াবো। সেদিন আপনার দাদাশ্বশুরের সঙ্গে একরকম কথা হয়ে গেছে।

নেপথ্যে। বলোহরি, হরিবোল, বলোহরি, হরিবোল।

[আশু শ্মশানের ভিতর গিয়া ফিরিয়া আসিল]

নভো। (রেজিষ্ট্রারের ঘরে গিয়া) রেজিষ্ট্রারবাবু, ইনিই আমার আর একটী বন্ধু।

রেজি। (মদ খাইতে খাইতে) আসুন, নমস্কার, (মদের গ্লাস তুলিয়া) একটু আধটু চলে কি ?

নভো। আজ্ঞে হ্যাঁ, (আশুকে মদ দিল) লাসতো প্রায় শেষ হয়ে এসেছে।

রেজি। আপনারা আর বসে কি করবেন, ওরা পুড়িয়ে চলে যাবে এখন।

নভো। তা হলে বোষ্টমদের আমি টাকা কড়ি দিয়ে আসি, খাতাটা সই করবো কি ?

রেজি। আপনি যান, আপনার বন্ধু সই করলেই হবে এখন, (নভোর প্রস্থান, আশুর দিকে চাইয়া) আপনার নাম কি ?

আশু। আশুতোষ মিত্র।

রেজি। এই খাতাটার কোনে একটা সই কোরে দিন।

(আশু সই করিয়া দিল)

[নভোর প্রবেশ]

নভো। দেখে এলাম বোষ্টমরা সয়ে জল দেবার বন্দোবস্ত করছে তা হলে আমরা এখন যেতে পারি, সকালওতো হয়ে এলো।

রেজি। আজ্ঞে হ্যাঁ।

নেপথ্যে। বলোহরি, হরিবোল, বলোহরি, হরিবোল, বলোহরি, হরিবোল।

নভো। আশু, শরীরটা বড়ই ক্লান্ত, চল সোজাসুজী আমরা বাড়ী যাই, (স্বগত) আশু, এইবার তুমি যাবে কোথায়? (প্রকাশ্যে) ওর বাসা বাড়ীতে চাবি বন্ধ করে এসেছি, যাবার সময় একটা কল্‌সী, সরা কিনে নাও, ঘুটের আগুন জ্বেলে বসিয়ে দিয়ে যাবো।

আশু। নিমপাতা, আরও যে কি কি দিতে হয়।

নভো। আর রেখে দাও, শরীরের অবস্থা যা হয়েছে, জিরোইগে, কাল বিকালে বাড়ী ধুয়ে পরশুই ছেড়ে দোব।

আশু। যে আজ্ঞে।

[উভয়ের প্রস্থান]

চতুর্থ গর্ভাঙ্ক

(নভোমোহনের বাটীর দরদালান)

(রাজলক্ষ্মী ও বীণা)

বীণা। হ্যাঁ মা, আজ ক'দিন দাদা কেন বাহিরে বাহিরেই ঘুরে বেড়াচ্ছে? এলো যদি, বৈঠকখানা ঘরেই শুয়ে থাকে, আর আমি লুকিয়ে লক্ষ্য কোরে দেখেছি, কড়িকাঠের দিকে চেয়ে যেন, কত কি ভাবে।

রাজ। কি জানি মা, অদৃষ্টে কি আছে, বউমাকে এমন জখম করেছে, যে সে এখন বাঁচে কিনা সন্দেহ। সেদিন বেয়ানের কাছ থেকে চিঠি পেলুম, দেখেছিস তো? রোজ সন্ধ্যায় ঘুসঘুসে জ্বর আসে, আর ভোরে ঘাম দিয়ে জ্বর ছাড়ে। আমার তো ভাল বলে মনে হয় না।

বীণা। হ্যাঁ মা, বৌদির দাদামশাই তো যথেষ্ঠ চিকিৎসা করাচ্ছেন, হাওয়া খেতে ভালো জায়গায় নিয়ে গেছেন ; তুমি অত ভাব কেন ? ঠাকুরদের ডাকো, বৌদি সেরে যাবে।

রাজ। (দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিয়া) আহাঃ মা, আমার কি সংসার ছিলো ; আর কি হতে বসেছে ; একটা ছেলের একটা ছেলে, আমার কত আদরের রণু, তাকে চোখে দেখ্‌তে পাই না, আর ছেলে দেখেছিস তো, কোনদিন বাড়ী এসে খায়, কোনদিন খায় না, দিবারাত্তির টো টো করে ঘুরে বেড়াচ্ছে।

বীণা। শুধু তাই নয় মা, দাদা যেন কি একটা ভাবনা ভেবে ভেবে, দাদার অমন রং যেন তামার মত হযে যাচ্ছে ; তুমি একবার দাদাকে বুঝিয়ে বলনা মা !

রাজ। কত বলেছি মা, কিন্তু নভু আমাব যেন কি হযে গিয়েছে, সদাই তীবিক্ষি মেজাজ। কথায় কথায় রাগ, আমি যে কি করি, কিছুই ভেবে ঠিক কোরতে পারি না।

[উস্কোশুস্কো অবস্থায় নভোর প্রবেশ]

নভো। মা, তোমার নিজের গহনাগুলো যা আছে সব আমায এখুনি দাও, আমার টাকার বিশেষ দরকার, টাকা জোগাড় না হলে আমায জেলে যেতে হবে।

রাজ। ওমা, সে কি কথারে, কত টাকা তোর দরকার ?

নভো। অন্ততঃ দশ হাজারের কমে কিছুতেই ইজ্জৎ বজায় থাকে না।

রাজ। ঐ গুলোইতো আমার শেষ সম্বল বাবা, বিষয় আশয়তো সব উড়িয়ে দিলি ; বীণা বড় হচ্ছে, ওর বিয়ে দিতে হবেতো !

নভো। (রাগান্বিত হইয়া) তবে আমি জেলে যাই, তুমি বীণাকে নিয়েই থাকো।

রাজ। (কাঁদ কাঁদ হইয়া) তুই রাগ করিস্ কেন, একটু বুঝে দেখ্।

নভো। মা, বোঝবার অনেক চেষ্টা করেছি; অনেক রকম কোরে অনেক ভেবেছি; কিন্তু আমি নিরুপায়।

রাজ। এ টাকা নিয়ে কি করবি, দেনা দিবি ?

নভো। ফের আমায় বকাচ্ছো, আমি তোমার টাকা চাই না, চল্লুম।

[যাইতে উদ্যত]

রাজ। (তাড়াতাড়ি নভোর হাত ধরিয়া) না, না, তুই যাসনি, আমি এখুনি গহনা এনে দিচ্ছি, বীণা আয়তো আমার সঙ্গে।

[বীণা ও রাজলক্ষ্মীর প্রস্থান]

নভো। যাক, মার কাছ থেকেও তো এটা বের করছি। এ সমস্ত গহণা বিক্রি করলে অন্ততঃ বারো হাজার টাকা হবে, ঐ টাকা থেকে আজই বিহারীকে দু'হাজার টাকা নীরদার নামে খামে Insure করে পাঠিয়ে দোব, তারপর দু'দিন পরে Insureএর টাকাতো ঘরে আস্‌ছে।

[রাজলক্ষ্মী গহণার বাক্স হস্তে প্রবেশ]

রাজ। এই নে (গহণার বাক্স দিল) দুটী খাওয়া দাওয়া করে যেখানে ইচ্ছে যা।

নেপথ্যে। নভুবাবু বাড়ী আছেন।

নভো। কে ও ?

নেপথ্যে। আজ্ঞে, আমি অতুলবাবু।

নভো। নিদে, বাবুকে নিয়ে আয়, মা তুমি একবার ভিতরে যাও।

[রাজলক্ষ্মীর প্রস্থান]

[নিদের সহিত অতুলের প্রবেশ]

আসুন, অতুলবাবু সর্ব্বনাশ হয়ে গিয়েছে, বিহারীত মারা গেল, এত বড় বড় ডাক্তার দিয়ে চিকিৎসা করালুম, কিছুই হলো না।

অতুল। নভুবাবু, very sad, অসুখের সময় দু'দিন দেখতে গেছলাম বটে, কিন্তু মারা যাবে এটা ভাবিনি।

নভো। আপনাদের অফিসে চিঠি দিয়েছি, কাগজপত্তরও পেয়েছি, Formগুলি Complete করা হয়ে গেছে; কাল আমার এটর্ণির কাছে কাগজপত্তর দিয়ে এসেছি, তিনি বোধ হয় আজকে আপনাদের অফিসে পাঠিয়ে দিয়েছেন; আপনি একটু দেখবেন, যাতে শিগ্‌গীর paymentটা হয়, এর payment দেখে আমি নিজের Life আপনাদের ওখানে Insure করাবো।

অতুল। বিহারীবাবুর মৃত্যুতে মিঃ হ্যারিসও বিশেষ দুঃখিত, তিনি নিজেই আসছিলেন, তিনি আমায় বল্লেন, মিঃ চাটার্জ্জী, তুমি একবার মিঃ মুখার্জ্জির সঙ্গে দেখা কোরে এসো। আমি তাই এলুম, আচ্ছা নভুবাবু, আমি এখন চল্লুম; আমার দ্বারা যেটুকু হয় আমি করবো, নমস্কার।

নভো। Thank you.

[নিধের সহিত অতুলের প্রস্থান]

[রাজলক্ষ্মীর পুনঃ প্রবেশ]

রাজ। হ্যাঁরে নভো, কি হয়েছে রে, বিহারী আবার মারা গেল কবে? মধ্যেতো শুনেছিলাম তার অসুখ করেছে।

নভো। চুপ! কেউ যদি জিজ্ঞাসা করে তো বোলো, শুনেছি বিহারী মারা গেছে।

[গহণার বাক্স লইয়া প্রস্থান]

রাজ। মধুসূদন, আমার অদৃষ্টে কি লিখেছো, দয়াময়? ঐ লোকটার সঙ্গে কথা কইলে, যেন কেমন কেমন বোধ হলো। তবে কি নভো আমার জাল জুচ্চুরি করতে শিখেছে। জানিনা আমার ভাগ্যে কি আছে?

পঞ্চম গর্ভাঙ্ক

—:০:—

ক্লাইভ ষ্ট্রীট ফানডামেণ্টাল অফিস
সেক্রেটারীর ঘর
(মিঃ হ্যারিস ও অতুল)

হ্যারিস। Mr. Chatterjee, in connection with Dass's claim have you any reason to believe fraud or otherwise after your enquiry?

অতুল। No sir, not at all. The parties are respectable ones, and the deceased was treated by eminent doctors.

হ্যারিস। The Head Office is not satisfied with your enquiry, and they have placed this case in the hands of C. I. D. officers.

অতুল। Very well, let them finish their enquiry.

হ্যারিস। What do you think about Mr. Mukherjee, the claimant ?

অতুল। He is very rich, and comes from a respectable family.

(টেলিফোন বাজিল; হ্যারিস গিয়া ধরিল)

হ্যারিস। Hallo—yes, I will send the copies of the papers just now, Mr. Chatterjee, will you please wait out-side for a while.

[অতুলের প্রস্থান]

Bara Babu !

[বড়বাবুর প্রবেশ]

In connection with the claim, enquiry placed in the hands of C. I. D. officers will you please send the copies of the forms and other papers to them received from Head Office the other day.

বড়বাবু। All right, Sir.

হ্যারিস। Hurry up, and tell Mr. Chatterjee to go to-day.

[বড়বাবুর প্রস্থান]

[বেহারা আসিয়া সাহেবকে কার্ড দিল]

সেলাম দেও, (বেহারার প্রস্থান) (নভোমোহন ও

এটর্ণির প্রবেশ) Good afternoon Mr. Mukherjee, how do you do ? (উভয়ের সহিত করমর্দ্দন)

নভো। Mr. Harris, it is most annoying that you are not settling my claim, although I have furnished you with all the papers that your company asked for

হ্যারিস। Yes, Mr. Mukherjee, we will settle the claim after our necessary enquiry is finished.

এটর্ণি। It is amusing that your company is taking unusual time for making an enquiry

হ্যারিস। Well, Mr. Solicitor, you can well imagine that for such a big amount, specially for a premature claim like this, we are to follow our Directors' instructions

এটর্ণি। All right, but we will charge interest on the total sum for the period your company will withhold payment

হ্যারিস। (হাসিয়া) You are a lawyer, so you know better than me in matters, like this. (নভোর প্রতি) Well, Mr. Mukherjee, what about your fresh insurance with us ?

নভো। Not now. Let us go, good after-noon.

হ্যারিস। (চেয়ার হইতে দাঁড়াইয়া উভয়ের সহিত করমর্দ্দন)
Good after-noon.

[নভোমোহন ও এটর্ণির প্রস্থান]

ষষ্ঠ গর্ভাঙ্ক

——:০:——

(ঘাটশীলা রাধামাধব বাবুর বাসাবাটী
অনুসূয়ার শয়নকক্ষ)

[অনুসূয়া ইজিচেয়ারে শায়িতা, উভয় পার্শ্বে হেমনলিনী
ও সরযূ. দূরে রাধামাধব চেয়ারে উপবিষ্ট]

হেম। দেখো, দিন দিন অনু যেন শুকিয়ে যাচ্ছে, শরীরে বলও কমে আস্‌ছে, ডাক্তারেরা এত ঔষধ দিচ্ছেন, কিন্তু ফল হচ্ছে কই! তাঁরা কি বলেন?

অনু। দাদু, আমি আর ভালো হবো না আমায় কাল রোগে ধরেছে।

সকলে। বালাই, ষাট, ষাট।

অনু। ঠাকুমা, আজ কত মাস হয়ে গেল, আমার তো রোগ কিছুই কমছে না; আমি যে আর উঠে বসতে পারি না; আমার যে আর শরীরে কোনো ক্ষমতা নেই।

রাধা। (নিশ্বাস ফেলিয়া) (স্বগত) আমাদের পোড়া বরাতে অনু বাঁচবে কেন? ছেলেটাকে জলজ্যান্ত বিসর্জ্জন দিয়েছি, অনু তারই মেয়ে, আমাদের কত আদরের অনু! ভগবান সেটাও কি ভোগ করতে দেবে না? (বক্ষে চড় মারিয়া) (প্রকাশ্যে) ও হো, হোঃ হোঃ।

সরযূ। বাবা, আপনি যদি এ রকম পাগলের মত অধীর হন, তাহলে আমরা এ রোগা মেয়ে নিয়ে এখানে কার ভরসায় থাকবো বলুন?

বাধা। ভরসা, কেউ কারো ভরসা করো না। উপরে যিনি আছেন, যিনি দিন রাত্রিরের মালিক, তাঁর ভরসা ছাড়া আর কোন উপায় নেই মা।

অনু। দাদু, আমার বুকের ভেতরটা কেমন করছে; আপনি কেন অমন করছেন?

বাধা; অনু ভাই, কেন করছি তা তুই বুঝতে পারবি না, ঘর পোড়া গরু যেমন সিঁদুরে মেঘ দেখলে ডরায়, আমারও ঠিক তাই হয়েছে ভাই?

হেম। একবার ডাক্তারদের খবর দাও না, অনু যে বড্ড ঘামছে।

বাধা। (উঠিয়া আসিয়া) দেখি দেখি, (অনুর গায়ে হাত দিয়া) তাইতো, এযে গা হাত হিম হয়ে গেছে, অনুকে আস্তে আস্তে তুলে শুইয়ে দাও, Brandy খাইয়ে দাও। (চিৎকার করিয়া) অক্ষয় ঠাকুর। অক্ষয় ঠাকুর।

[অক্ষয় ঠাকুরের প্রবেশ]

শীঘ্র ডাক্তার ডেকে আনো, অনু কি রকম করছে।

(কাঁদ কাঁদ স্বরে),

অক্ষয় ঠাকুর, অনুর নাড়িটা পরীক্ষা করো ত।

অক্ষয়। (পরীক্ষা করিয়া) তাই তো বাবু, মেয়ের যে ধাত পাচ্ছি না, আপনি বসুন, আমি ছুটে ডাক্তার ডেকে আনি, ভগবান রক্ষা করবেন, ভয় নেই—

[প্রস্থান]

(হেমনলিনী ও সরযূ কাঁদিতে লাগিল)

বাধা। (অনুকে ঔষধ খাওয়াইতে গেলো, অনু ঔষধ খাইতে পারিল না)

বউমা, গিন্নি, তোমরা এখন থেকেই কাঁদতে আরম্ভ করলে? মেয়েটা যে ভয়ে অস্থির হয়ে পড়ছে।

হেম। তুমিই যে আমাদের আরো ভয় দেখাচ্ছো।

রাধা। (স্বগত) ভয় দেখাচ্ছি সাধে; ভয়ে ভয়ে বুকের কল্‌জে শুকিয়ে যাচ্ছে (প্রকাশ্যে) না না, তোমরা ভয় খেয়ো না।

(দুইজন ডাক্তার লইয়া অক্ষয় ঠাকুরের প্রবেশ)

অক্ষয়। দেখুন দেখি ডাক্তার বাবু; মেয়েটার অবস্থা কি।

(উভয়ে পরীক্ষা করিয়া)

১ম ডাঃ। তাই তো, এমন হলো কেন, pulse তো একেবারেই পাচ্ছি না, Heartএর beatingও যেন কমে আসছে। সুধীর, তুমি কি রকম বুঝছো?

২য় ডাঃ। আর কি বুঝবো, এতো প্রায় শেষ হয়ে এসেছে।

হেম ও সরয়। (ক্রন্দন করিয়া) তবে কি অন্নু বাঁচবে না, আমাদের কি হলো গো!

রাধা। (উন্মাদের মত ঘরে ঘুরিতে ঘুরিতে) গিন্নি চেঁচিয়ে কেঁদো না বুকের যতটা নিশ্বাস, প্রাণের যতটা দুঃখ, এসো আমাদের নিজের, নিজে বুকে চেপে ধরি। সাধের সংসার, সাধের আশা, সবইতো ভাসিয়ে দিয়েছি, বাকী ছিল অন্নু, সেও যেতে বসেছে।

[তাড়াতাড়ি ব্যাগ হস্তে নভোমোহনের প্রবেশ]

নভো। দাদাবাবু, (রাধামাধবের পা জড়াইয়া) দাদাবাবু, আমি অন্নুকে হত্যা করেছি; আমি পাষণ্ড, ও স্বর্গের পারিজাত, আমার বরাতে সইবে কেন? আমায় ক্ষমা করুন, আমি নরাধম।

রাধা। (নভোমোহনকে তুলিয়া) কে তুমি? নভোমোহন! ঠিক সময়ে এসেছো ভাই; সতীলক্ষ্মী দেহত্যাগ করছে, সে তার স্বামীর মুখ না দেখে মরতে পারে না।

অনু। দাদাবাবু—ব—বু— [মৃত্যু]

সকলে। অনু, (চিৎকার করিয়া) অনু কি হলো :।

[শব্দ পাইয়া রণেন্দ্রর প্রবেশ]

রণেন্দ্র। আমার মা কই? আমার মার কি হোল গো? মা, মা। (ক্রন্দন)

হেম। (তাড়াতাড়ি বুকে লইয়া কাঁদিতে কাঁদিতে) কেঁদনা বাবা, আমি যে তোমার মা।

অমর। চলো রণুবাবু! তোমায় নিয়ে আমরা বাড়িরে যাই। ভগবান এ কি করলে।

রণেন্দ্র। না, আমি যাবো না, আমি মার কাছ ছেড়ে কোথাও যাবো না, তোমরা আমার মাকে এনে দাও। (নভোর প্রতি) বাবা, তুমিই মাকে মেরে ফেলেছ, মা যে মরে গেল বাবা, তোমার একটুও মায়া হলো না।

নভো। দাদাবাবু, দাদাবাবু!

রাধা। আবার দাদাবাবু কেন? অনেক খুঁজে খুঁজে তোমার মত শিক্ষিত অবস্থাপন্ন পাত্রের হস্তে আমাদের অনুকে দিয়েছিলুম, সুখে থাকবে বলে, তাকে খুব শান্তি দিয়েছো, ওহো, হোঃ হোঃ হোঃ, মদের কি পরিণাম।

নভো। দাদাবাবু, দাদাবাবু, আমার প্রায়শ্চিত্ত কোথায়? আমি লক্ষ্মীছাড়া; ইচ্ছা করে ঘরের লক্ষ্মীকে বিসর্জ্জন দিয়েছি;

আমি কোন মুখে মার কাছে গিয়ে দাঁড়াবো ?

সরযূ। মাগো, আমার কি হ'ল, অনু আমার নেই ? বাবা, কার মুখ চেয়ে আমি থাকবো ? আমার কত সাধের অনু, ওহোঃ হোঃ হোঃ, আমার সেই অনু কোথায় গেল ? মা আর সহ্য করতে পারছি না ; এ কি হোলো, বুক যায়, বুক যায়, অ—ন্ধ—কা—র (পতন ও মৃত্যু)

রাধা। (সরযূর দিকে অগ্রসর হইয়া) বউমাও মরেছে ! বেশ হয়েছে, সব শান্তি, সব শান্তি, আমার তো আর কারো জন্যে জ্বালা সইতে হবে না। (সরযূর মুখে ডাক্তারেরা জল দিতে লাগিল)। না, না ডাক্তারবাবু, ওকে বাঁচাবেন না, মা আমার জন্ম-দুঃখিনী, আজন্ম দুঃখের পাসরা মাথায় করে আমার সংসার আলো করে ছিলো, বড় জ্বালা সয়েছে, বড় জ্বালা সয়েছে ; ওর বুকটা ঝাজরা হয়ে গিয়েছে ; আমারও তাই ; ওহো, হোঃ হোঃ, হোঃ, হোঃ, (বক্ষে করাঘাত)

অক্ষয়। বাবু, আপনি এত অধীর হবেন না, এরা সব কার মুখ চেয়ে দাঁড়াবে ?

রাধা। ঠাকুর ! তুমিও তো ভুক্তভুগি, এসো, দু'জনে আপনা আপনি গলা টিপে মরি।

অক্ষয়। বাবু, আপনি আমায় কত বুঝিয়েছেন ; আপনার কথায় আমি প্রাণের জ্বালা ভুলেছি।

রাধা। এ জ্বালা কি থামে ঠাকুর ! না ভোলবার ? আমার দীলিপ, কত সাধের, কত আহ্লাদের দীলিপ ; তারই চিহ্ন এই অনুসূয়া,

ভগবান! এটুকুও ভোগ করতে দিলে না, তবে কার জন্যে বাঁচবো, কিসের মমতা, কঠিন প্রাণ তুই কি কিছুতেই বেরুবি না? তবে দেখ!

(গলা টিপিয়া পতন ও মূর্চ্ছা)

সকলে। সর্ব্বনাশের উপর সর্ব্বনাশ হলো, ধর ধর, ধর।

পঞ্চম অঙ্ক

প্রথম গর্ভাঙ্ক

——:০:——

(ধারাগার পর্ব্বতের এক পার্শ্ব, দূরে ঝরনার জল পড়িতেছে ; পর্ব্বতের প্রস্তরের উপর রাধামাধব ও অক্ষয় ঠাকুর উপবিষ্ট)

অক্ষয় ঠাকুরের

গীত ।

——:০:——

জীবনের বেলা সাঙ্গ হলে,
কি দিব হিসাব,　　　করিয়া নিকাশ,
বেচা কেনা নাই সকালে বিকালে ॥

রিপুর কুহকে　　　কুমতির সাথে,
নিবৃত্তি না আসে,　　　প্রবৃত্তি যে মাতে,
অহরহ মজি　　　কামের করেতে,
পাপে ভরা মন ; পাপেতেই দোলে ॥

বিবেক হারাই,　　　জ্ঞান-অন্ধ হই,
বৈরাগ্য-জড়িত　　　শান্তি ভুলে যাই,
মাৎসর্য্যের ভরে　　　আপনা হারাই,
সুমতি যে সদা দূরে দূরে চলে ॥

ক্রোধের তাড়না, ভীষণ যাতনা,
লোভ সাথে ঘোরে, মানাতো মানে না,
মায়া সদা সাথে, বাসনা কামনা,
সচ্চিদানন্দে কেন মন ভোলে ?

বাধা। দেখো ঠাকুর, সত্যি আমরা ভগবানকে ডাকতে ভুলে যাই। মায়ার জাল এত কঠিন যে, তা ছিঁড়ে বেরুবার উপায় নেই। সংসারে এখন আমাদের কে আছে, কার মায়ায় আবদ্ধ হয়ে এখনও সংসার নিয়ে বসে আছি ? ছেলে গিয়েছে, পুত্রবধূ গিয়েছে, বাকী খাড়ু বধূ, গিন্নি আর আমি এখনও তারই মায়ায় আবদ্ধ হয়ে বসে আছি ঠাকুর, আমার দীলিপকে হারিয়ে আমার লক্ষ্মী প্রতিমা বউমার মুখ চেয়ে, আর তারই আদরের কন্যা অনসূয়াকে নিয়ে সংসারে মজেছিলাম, কিন্তু ভগবানের সে ইচ্ছাও নয়, আমরা এখন নিতান্ত একা। অক্ষয় ঠাকুর, তুমি তাঁরই প্রেরিত, এই দুঃসময়ে তুমি যে আমায় কি শান্তি দাও, তা অন্তর্য্যামীই জানেন, তোমার এক একটী গান আমার জ্ঞানচক্ষু ফুটিয়ে দেয়, মনে হয় কিসের সংসার, যেখানে দুদিনের হাসিখেলা, সেখানে থাকবার জন্যে প্রাণের এত আগ্রহ কেন ?

অক্ষয়। বাবু আপনি জ্ঞানী, বুদ্ধিমান, আপনাকে আমি কি বোঝাবো, বলুন। দিনরাত ভগবানের শ্রীচরণে প্রার্থনা করছি, তিনি যেন আপনার ও আপনার স্ত্রী, আমার মা ঠাকরুণের প্রাণে শান্তি দেন। বাবু আমি প্রাণের জ্বালায় ছুটোছুটী করে

বেড়িয়েছিলাম ; সেও আমার ভাল ছিল, কিন্তু আপনার সংসারে এসে, যেন কি মায়ায় জড়িয়ে গিয়েছি, যে আপনাদের ছেড়ে আর কোথাও যেতে পারি না, বোধ হয় গত জন্মে আপনারা আমার কেউ ছিলেন।

বাধা। অক্ষয় ঠাকুর, দেখ, দেখ সূর্য্য কেমন পাটে বসেছেন, কি সুন্দর দৃশ্য যেন একখানা সোনার থালা, ওই পাহাড়ের জঙ্গলের ঝোপে নেবে যাচ্ছে, আর সেই রাঙ্গা রশ্মি ওই ঝরনার জলে পড়ে, জলে কি অপূর্ব্ব আলো ঝিকিমিকি করছে! চল ঠাকুর, আমরা দু'জনে ওই ঝরনার জলে মুখ, হাত, পা ধুয়ে এইখানেই সন্ধ্যা আহ্নিক সেরে নি।

অক্ষয়। বাবু, এই সন্ধ্যাবেলা, এই নিবিড় জঙ্গলের ভিতর দিযে ওই ঝরনার ধারে যাবেন? শুনেছি এখানে বাঘ, ভাল্লুক আছে; এসময় আমাদের যাওয়া কি ভাল, সঙ্গে চাকর ও সাঁওতাল এলো; তাদেরও সঙ্গে নিয়ে এলেন না, তাদের গাড়ীর ধারে বসিয়ে রেখে এলেন। চলুন গাড়ীর কাছে যাই, সেখানে জল আনিয়ে দোব, হাত, মুখ ধোবেন এখন।

রাধা। (ঈষৎ হাঁসিয়া) ঠাকুর এখনও মমতা, এখনও প্রাণের ভয়, ভগবানের আরাধনা করবার জন্যে ওই স্বচ্ছ, স্নিগ্ধ জলে হাত, মুখ প্রক্ষালন করবো, তাতে ভয় কি? আর যদি তাই হয় হোক, আমার কে এমন সুহৃদ আছে এ জগতে, যে আমায় প্রাণে মেরে আমার সকল জ্বালা যন্ত্রণার অবসান করবে। কিছু ভয় নেই ঠাকুর, তোমার যদি প্রাণের ভয় থাকে তুমি এইখানে বসো, আমি হাত, মুখ ধুয়ে আসি।

অক্ষয়। (হাঁসিয়া) বাবু, আমি আমার জন্যে বলিনি, আমি আপনার জন্যই বলছি। সন্ধ্যা হয়ে এলো, রাস্তাটা উচু, নিচু এঁকা বাকা, বড় বড় পাথরের আড়াল দিয়ে যেতে হবে, তাই আপনাকে বোঝাচ্ছিলুম, যদি আপনি না শোনেন, চলুন. আপনি আমায় আশ্রয় দিয়েছেন. আমি আশ্রয়দাতাকে এ জায়গায় কখনই একলা যেতে দিতে পারবো না, আমিও আপনার সঙ্গে যাবো।

রাধা। তবে এসো, ঠাকুর নারায়ণের মনে যা আছে, তাই হবে, আমরা তাঁরই অর্চ্চনা করতে ওই পবিত্র জলের কাছে যাই; বড় মনোরম, বড় শান্তিময় স্থান, ভগবানকে এমন জায়গায় আরাধনা করবো না তো করবো কোথায়? তুমি আমার হাত ধর, রাস্তা উচু, নিচু আস্তে আস্তে, পা টিপে টিপে, এসো।

(উভয়ে পাহাড়ের পার্শ্ব হইতে নামিতে লাগিল (

অক্ষয়। (কিছুদূর আসিয়া) বাবু কিসের একটা বোট্‌কা গন্ধ বেরুচ্ছে। যেন একটা কি জানোয়ারের গায়ের গন্ধ!

রাধা। ঠাকুর এখনও প্রাণের ভয়, হাত ছাড় আমি একটু এগিয়ে দেখি, তুমি আমার পিছু পিছু এসো।

(রাধামাধব পাহাড়ের পার্শ্ব দিয়া যাইতে লাগিল;

পিছু পিছু অক্ষয় ঠাকুর যাইতেছে)

রাধা। (নেপথ্যে) অক্ষয় ঠাকুর, এদিকে এসোনা, ভীষণ বাঘ, আ-মা-য়- ধ—রে—ছে।

অক্ষয়। (অগ্রসর হইয়া কাঁদিতে কাঁদিতে) বাবু, কি করলেন, আমি যা বললাম, তাই হোলো, আমি কোন মুখ নিয়ে, মা ঠাকরুণের কাছে

দাঁড়াবো ; তাঁকে কি বলবো, কি বলে তাঁর প্রাণে সান্ত্বনা দেব ? আমি রাক্ষস, তাঁর সংসারে এসে একে একে সব খেলুম। বাঘ, ভাল্লুক, যে কোনো হিংস্র জন্তু, কে কোথায় আছ, এসো আমাকে খাও ; আমার আর ফিরে যাবার মুখ নেই। ভগবানের একি লীলা, একে একে সব দীপ্-নির্ব্বাণ হয়ে গেল, কিন্তু এই গরীব ব্রাহ্মণের কি দিয়ে এমন কঠিন প্রাণ সৃষ্টি করেছো দেব, যে তার মরবার নামটী নেই। যারা আদরে প্রতিপালিত, যাদের অভাব নেই, যাদের অভাবে সংসার ছারখার হয়ে যায়, তাদেরই কি এমনি কোরে নিতে হয় ? ওহোঃ ! আমি কোন মুখে ফিরে যাবো, রাত্রি হয়ে আস্‌ছে দেখে, হয় তো মা ঠাকরুণ চিন্তিত হয়ে পড়েছেন। শোকাতুরা জননী আমার, অধম সন্তান কি সংবাদ নিয়ে তোমার কাছে কোন মুখে দাঁড়াবে মা ! কই কিছুই তো দেখতে পারছি না, হায় ! সঙ্গে বাবু যদি একটা চাকর ও আনতেন, তা হলে বোধ হয় এ দুর্ঘটনা হতো না ; যাই ফিরে যাই, ভগবান দেহে শক্তি দাও, যাতে আমি আমার মাকে সান্ত্বনা দিতে পারি। রণু বাবু, আস্‌তে চেয়ে ছিলো, কত কান্নাকটি করেছে, বাবু তাকে বাঘ, ভাল্লুকের ভয় দেখিয়ে বাড়ীতে রেখে এসেছেন। হায়, হায় সেই কাল বাঘই যে আমার বাবুকে খেলে।

[প্রস্থান]

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক

—)*(—

কর্জ্জন পার্ক

[বড়বাবু ও অতুলের প্রবেশ]

বড়বাবু। আসুন, অতুল বাবু, এইখানে বসা যাক। (উভয়ে উপবেশন করিল) দেখুন অতুল বাবু, আপনি লেখাপড়া শিখে এরকম fraudএর ভেতর গেলেন কেন?

অতুল। (অবাক হইয়া) কি রকম?

বড়বাবু। তা, আপনি শোনেননি? নভুবাবু, নীরদা নামে এক স্ত্রীলোককে দু'হাজার টাকা ইনসিওর ডাকে, বৃন্দাবনে রামধন মিশ্রের বাড়ীতে পাঠিয়ে ছিলেন, C. I. D. Department নভুবাবুর প্রত্যেক চিঠি পত্তর General post officeএ, examine করে তবে Delivery দিত, ঐ Insure রসিদ যখন ফিরে আসে, তখন ডিটেক্টিভ Departmentএর সন্দেহ হয়, সেই ঠিকানায় অনুসন্ধান কোরে বিহারী ও নীরদাকে Arrest কোরে তাদের দু'জনকে কলকাতায় নিয়ে এসে, লালবাজার পুলিসে হাজতে রেখেছে; আর নভুবাবু সম্ভবতঃ কাল সকালে Arrest হবেন। সকলের নামেই ওয়ারেণ্ট বেরিয়েছে; আশুতোষ মিত্র বলে যে লোকটা ছিল, শুনেছি নাকি সে পলাতক; আর আপনাকেও—

অতুল। (চমকিয়া) হ্যাঁ বড়বাবু, আমাকেও—

বড়বাবু। হ্যাঁ আপনাকেও। সাহেব আমায় একথা আপনাকে বলতে

মানা করেছিলেন ; কিন্তু আমার মনে একটা আগ্রহ হলো শুনতে, যে আপনি কি ভাবে এ caseটা canvass করে ছিলেন।

অতুল। (বড়বাবুর পা জড়াইয়া) বড়বাবু, আমায় বাঁচান, যদি জেলে যেতে হয় তো আমার Lifeএর সমস্ত career নষ্ট হয়ে যাবে ; আমি এ caseএর canvass করিনি বড়বাবু। আজকাল-কার দিনে canvass করে বড় case কটা পাওয়া যায় ? ওই যে লোকটা পলাতক আশু, আমার সঙ্গে পূর্ব্বে অল্প জানা শুনা ছিল। একদিন হঠাৎ এসে বল্লে যে তার এক জানাশুনা বড়লোক বন্ধু, মোটা টাকার Insure করবেন, আমি লালসায় সেখানে গিয়ে পড়লাম, গিয়ে পার্টিকে দেখি, তিনি একজন বিশিষ্ট অবস্থাপন্ন বনেদী, ভদ্রলোক, তিনি Insure করবেন।

বড়বাবু। Party পূর্ব্বে অবস্থাপন্ন ছিল বটে ; কিন্তু যখন Insure করে-ছিল তখন তার কিরূপ অবস্থা ; অনুসন্ধান করে ছিলেন কি ?

অতুল। আজ্ঞে হ্যা।

বড়বাবু। কার কাছে ?

অতুল। ঐ আশুরই কাছে ; আর তার, ঘর বাড়া, আসবাব পত্তর দেখে আমার কিছু সন্দেহ হয়নি।

বড়বাবু। এইকি আপনার Duty ঠিক perform করা হয়েছে ? আপনার Responsibility কতদূর তা আপনি বোঝেন নি ? আপনি যখন partyদের Social and financial position সম্বন্ধে Independent enquiry করে Report Submit করে ছিলেন, তখন কি আপনার মনে এটা Strike করেনি যে, আপনার Duty neglect করছেন ?

আশুকে Rebate দিয়েছেন ?

অতুল। আজ্ঞে হ্যাঁ, কমিশনের যা টাকাটা পেয়েছিলাম, তার Fifty percent দিয়েছি।

বড়বাবু। অতুলবাবু, আপনি একজন শিক্ষিত লোক, Rebate দেওয়া নিয়ম বিরুদ্ধ জেনেও আপনি কি অন্যায় কাজ করেছেন, বুঝতে পাচ্ছেন কি ?

অতুল। আজ্ঞে হ্যা, আমার ভয়ানক দোষ হয়েছে।

বড়বাবু। আপনি কাজ কর্ম্ম ভাল করেন বলে, হ্যারিস সাহেব আপনাকে যথেষ্ট ভাল বাসেন, কিন্তু এখন আপনি তাঁর সে মুখ রাখলেন কোথায় ?

অতুল। বড়বাবু, আমায় রক্ষা করুন, সাহেবকে বলে যেমন করে পারেন আমায় এ যাত্রা বাচিয়ে দিন।

(পশ্চাৎ হইতে মিঃ হ্যারিসের প্রবেশ)

হ্যারিস। Hello ! Mr. Chatterjee, what is this ? You are an educated man, but you have mixed with such a gang who have arranged such a fraud.

অতুল। (সাহেবের পা জড়াইয়া ধরিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে) Sir, kindly save me, I had no knowledge of this fraud.

হ্যারিস। You should have. It was your duty to enquire about the parties first.

অতুল। I have told every thing to Bara-Babu.

হ্যারিস। Yes, I know, but it is too late now, please appear before the Commissioner of Police

tomorrow morning and make correct statement before him. Don't supress any thing and help the police to arrest Ashutosh Mitra who has absconded.

অতুল। Allright, Sir.

হ্যারিস। Ah! poor fellow!

(মিঃ হ্যারিসের প্রস্থান)

বড়বাবু। সাহেবের ইচ্ছে আপনাকে বাঁচানো, এখন আইনের চক্ষে কতদূর দাঁড়ায় তা বলা কঠিন, তবে গোপন কিছু করবেন না, এটা বেশ বোঝা যাচ্ছে যে আপনার নিজের slacknessএর দরুন আজ এই বিপদে পড়েছেন। কাজের সন্ধান পেলেই ছুটে গিয়ে Rebate দিয়ে কাজ করার পরিণাম কি তা এখন বুঝতে পারছেন ত ?

অতুল। আজ্ঞে হ্যাঁ, জীবনে আর এমন ভুল কখনও কোরব না।

বড়বাবু। আপনার মতন ভুল অনেকেই করেন ; কিসে কাজ হয়, কোথায় কাজ পাওয়া যায়, কাকের মুখে খবর পেলেই Agent দৌড়ায় Guarantee বজায় করতে, আপন কর্ত্তব্য জ্ঞান হারিয়ে যা তা কাজ নিয়ে আসে।

অতুল। বড়বাবু জীবনে আর কখনোও কোনো লালসার মোহে আপন কর্ত্তব্য জ্ঞান ভুলে যাবো না।

বড়বাবু। চলুন, রাত্রি হয়ে এলো বাড়ী যাই।

(উভয়ের প্রস্থান)

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক

—:(০):—

(নভোমোহনের বাড়ীর দরদালান)

(বীণার কোলে মাথা রাখিয়া রাজলক্ষ্মী শায়িতা, বীণা মস্তকে হাত বুলাইতেছে ।)

রাজ। বীণা, আমাদের কি সর্ব্বনাশ হোলো, আমার নভু'কে পুলিশে ধরে নিয়ে গেছে, টাকা কড়ি সবই নষ্ট করেছে, একমাস পরে বাড়ীও যাবে, আর কে দিয়ে নভুকে পুলিশের হাত থেকে ছাড়াবে মা ? আমার মানুষের মতন মানুষ নভুর দাদা-শ্বশুর ছিলেন, আমার অদৃষ্ট ক্রমে তিনিও মারা গেলেন, আমাদের কে আছে মা, যে এসে এই বিপদে ঘাড় দিয়ে দাঁড়াবে ? আমার নিজের গহনা গাটী ছিল তাও হতভাগা ছেলে নষ্ট করলে।

বীণা। মা, যেদিন দাদা তোমার কাছ থেকে গহনা নিতে আসে, আমার মোটেই ইচ্ছা ছিল না তুমি দাও, সেগুলো থাকলে তো আজ অনেক ব্যবস্থা করতে পারতে।

রাজ। ওরে আমার বড় আদরের নভু, চিরদিন আবদারে আবদারেই বেড়িয়েছে, কখনও তার কোনো কথায় আমি না বলতে পারিনি, ছেলে অমন করে এসে দাঁড়ালো, আমি কি না দিয়ে থাকতে পারি মা ?

বীণা। মা, আমি তোমায় কতবার বলেছিলুম দাদা যেন সর্ব্বদা অন্য-মনস্ক থাকতো, ঘরে শুয়ে কড়ি কাঠের দিকে চেয়ে কি

ভাবতো, আগে জানিনি, বুঝতে পারিনি দাদার সঙ্গদোষে এতদূর অধঃপতন হয়েছে, আজ খবরের কাগজে দাদার জাল জুচ্চুরির কথা পড়ে নিজের বুক দুড়-দুড় করতে লাগলো, মনে হলো ভগবান, আমাদের মাথায় বজ্রাঘাত দাও, দাদার এ কলঙ্ক আমরা কেমন করে সইবো।

রাজ। কি করেছে বীণা ?

বীণা। দাদার বন্ধু বিহারীকে জানতে তো, সে মরে নি, অন্য লোককে মড়া সাজিয়ে এক লাখ টাকা ফাঁকি দিয়ে ইন্‌সিওর কোম্পানীর কাছ থেকে বের করবার চেষ্টা করেছিলো। ইংরাজ রাজত্বে কারো জুচ্চুরী চলে না মা, গোয়েন্দা পুলিশেরা এমন সুবন্দোবস্ত করে রেখেছেন ; তা'রা খুঁজে খুঁজে বৃন্দাবন থেকে বিহারীকে ধরে নিয়ে এসেছে।

রাজ। বীণা, বলিস কি মা ! নভু এই কাজ করলে। তাকে যে কর্ত্তা বড় বড় মাষ্টার রেখে তিনটে পাশ করিয়েছিলেন। নভু আমার লেখাপড়া শিখেছিলো, পাসও করেছিলো বলে লোকের কাছে আমার কত বড় মুখ হয়েছিলো, কিন্তু আজ নভু আমার সে মুখ যে পুড়িয়ে দিলে মা !

বীণা। এখন থেকে এত অধীরা হলে চলবে কেন মা, সুবল মামাকে আর পাড়ার পাঁচজনকে ডেকে বলো, তাঁরা যদি দয়া করে এ মামলার তদ্বির করেন।

রাজ। কি দিয়ে করবো মা, হতভাগা একে একে সব খুইয়েছে, আমার বাক্স থেকে পাঁচশো টাকাও বেরুবে না, বাড়ীর আস্‌বাব পত্তর, তাও বাড়ীর সঙ্গে যাবে তা শুনেছিস্ ত ?

বীণা। তা হলে কি করে দাদার মোকর্দ্দমা চালাবে, পয়সা না দিলে কে একাজে হাত দেবে মা ?

(ঝিয়ের প্রবেশ)

ঝি। মা ঠাকরুণ, পাড়ার ধর্ম্মদাস বাবু একবার আপনার সঙ্গে দেখা করতে চান ; দাদাবাবুর মোকর্দ্দমার কি কথা কইবেন।

রাজ। তাঁকে এখানে নিয়ে এসো।

[ঝিয়ের প্রস্থান]

বীণা। ধর্ম্মদাস বাবু কে মা, ও বাড়ীর ঠাকুর্দ্দা বুঝি ? দেখ মা, ঠাকুর্দ্দা বুড়ো হয়েছেন বটে কিন্তু পাড়ার লোকের সকল রকম বিপদে তিনি সকল সময়ে দাঁড়িয়ে মাথা দেন।

(রাজলক্ষ্মী মাথায় কাপড় দিল ও ঝিয়ের সহিত ধর্ম্মদাসের প্রবেশ)

ধর্ম্মদাস। বউ ঠাকরুণ, নভু যা করেছে, তাতে তার জেল না হয়ে উদ্ধার নেই, মোকর্দ্দমার জন্যে আর ধার দেনা করে খরচা কোরো না, সবই তো গিয়েছে, হাতের শেষ সম্বল আর নষ্ট কোরো না।

রাজ। (কাঁদিতে কাঁদিতে) তা হলে কি নভুর আমার উদ্ধার হবার উপায় নেই ?

ধর্ম্মদাস। না, একে রাবেই না, সরকারী উকিল যা করে হোক মোকর্দ্দমা চালাগ, তোমরা কারো কথায় এক পয়সাও বার কোরো না।

বীণা। ঠাকুর্দ্দা, আপনি একবার দয়া করে রোজ আদালতে গিয়ে, মোকর্দ্দমার খবর এনে দেবেন, আমরা বড় উৎসুক থাকবো।

ধর্ম্মদাস। হ্যাঁ ভাই, এই বুড়োর গতর দিয়ে যতটুকু হওয়া সম্ভব তা করবো, (রাজলক্ষ্মীর প্রতি) বৌ ঠাকরুণ, বাড়ীও তো গেল, তোমরা এখন কি কোরবে ঠিক করেছো ?

রাজ। কোরবো আর কি, কাশীতে আমাদের যে ঠাকুর বাড়ী আছে সেই খানে বীণা আর আমি গিয়ে বাস করবো।

ধর্ম্মদাস। খুব ভাল, মোকদ্দমা শেষ হতে আর দশ পনের দিন লাগবে, ঐ দলের মধ্যে একজন আসামী পলাতক বোলে মোকর্দ্দমার শুনানীর দিন পেছিয়ে গেছলো; কিন্তু কাগজে পড়লুম, ম্যাজিষ্ট্রেট বলছেন পলাতক আসামী যখন ধরা পড়বে তার মামলা স্বতন্ত্র হবে।

বীণা। হ্যা ঠাকুর্দ্দা, আমিও কাগজে তা পড়েছি বটে।

ধর্ম্মদাস। ছিঃ ছিঃ লেখাপড়া শিখে, লোকে এমন কাজও করে, আবার দেখছি একজন ডাক্তারকেও জড়িয়েছে, তবে আমি এখন আসি বৌ ঠাকরুণ, আমি রোজ রোজ খবর দেবো। আর শোনো, যখন যে কোন কাজের পরামর্শ করতে হবে আমাকে ডেকে পাঠিও। চিরদিন তোমাদের সকলের মঙ্গল কামনা কোরে এসেছি; এই বুড়োর হাড় ক'খানা যতদিন থাকবে ততদিন তাই কোরবো। (স্বগত) আহা! কি সংসার ছিল, কি হয়ে গেল! ভগবান তোমার লীলা বোঝা ভার।

[প্রস্থান]

রাজ। (দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিয়া) তবে কি আমার নভু ঘানি টানবে, পাথর ভাঙ্গবে, হায় বিশ্বনাথ! আমার বরাতে শেষে এই লিখেছিলে? আমার নভু, আমার বড় আদরের নভু, সে যে একটুও কষ্ট সহ্য করতে পারে না, সে কেমন করে পাথর ভাঙ্গবে মা? (বুক চাপড়াইয়া) বীণা শীলের নোড়াটা আমায় এনে দেত; নিজের মাথা নিজে ভাঙ্গি, তা হলে তো আমায়

এ কষ্ট দেখতে হবে না, ও হোঃ হোঃ হোঃ, আমার কি হোল।

বীণা। মা, আর অধীরা হয়ে কি কোরবে, আজ ক'দিন মুখে একটা লক্ষীর দানাও কাটোনি, চল কিছু খাবে, তুমি যদি এখন অমন কর, তুমি যদি এখন মর, তা হলে আমার অদৃষ্টের কি হবে মা, আমায় কে দেখবে? (ক্রন্দন)

রাজ। (বীণাকে বক্ষে জড়াইয়া) বীণা তুই আর কাঁদিসনি, মা, চল মুখে জল দিই গে।

(উভয়ের প্রস্থান)

চতুর্থ গর্ভাঙ্ক

---:o:---

(বৈদ্যনাথ ধাম)

(বাবার লাট-মন্দিরের এক পার্শ্বে ছদ্মবেশী আশুতোষ যোগাসন আসনে ধ্যানে মগ্ন, পুরোবাসিগণ চামর ব্যজন করিতেছে; কেহ হাওয়া করিতেছে, কেহ হাত টিপিতেছে, কেহ পা টিপিতেছে, কেহ কাঁসর ঘণ্টা বাজাইয়া আরতি করিতেছে)

সকলে। (উচ্চৈঃস্বরে) জয় বাবা ধীরানন্দ স্বামী কি জয়, জয় বাবা ধীরানন্দ স্বামী কি জয়!

১ম স্ত্রী। বাবা, আপনি অনেকের প্রাণ বাঁচিয়েছেন; আমার স্বামী কঠিন অম্বলের রোগে ভুগছেন; যদি দয়া করে একটু অষুধ দেন।

১ম পুরুষ। (হাত জোড় করিয়া) বাবা, আমি হৃদ-রোগে আজ ক'মাস ভুগ্‌ছি, যদি দয়া করে আমার প্রাণ বাঁচান।

২য় স্ত্রী। বাবা, আমার স্বামী ঘরবাসী নয়, দিনরাত বাইরে বাইরে থাকে, আমায় যদি দয়া করে একটু অষুধ দিয়ে তাকে ঘরবাসী করে দিন।

২য় পুরুষ। আমার পুত্র এবারে বি, এ পরীক্ষা দিয়েছে, হ্যাঁ বাবা, সে কি পাশ কোরবে?

একজন। বাবা মৌনী ধ্যানস্থ, এখন সকলকেই অপেক্ষা করতে হবে। বাবা সকলের মোনবাঞ্ছা পূর্ণ করবেন, বাবার অশেষ দয়া, জয় বাবা ধীরানন্দ স্বামী কি জয়!

সকলে। জয় বাবা ধীরানন্দ স্বামী কি জয়, জয় বাবা ধীরানন্দ স্বামী কি জয়।

(অতুলের প্রবেশ)

অতুল। (স্বগত) মোকর্দ্দমা তো শেষ হয়ে এলো; উৎকণ্ঠায় আমার আহার নিদ্রা ত্যাগ হয়েছে, ভদ্রলোকের ছেলে পাঁচজনের পাল্লায় লোভে পড়ে শেষে দেখ্‌ছি জেল খাটতে হবে। উকিলবাবু বলছেন আমি দোষ কবুল করেছি বলে, হয়তো ম্যাজিষ্ট্রেট আমায় দয়া করে ছেড়ে দিতে পারেন। আমার পিসিমা যার খেয়ে আমি মানুষ, যে আমার মায়ের বাড়া তাঁকেও ফাঁকি দিয়েছি; সেও এক ভীষণ অপরাধ, আমার

অমিয়া, আমার সাধের অমিয়া, আমি সংসার সোপানে উঠতে না উঠতে তোমার কি অবস্থা করলুম! বাবা বৈদ্যনাথ, যদি এ যাত্রায় আমায় রক্ষা করেন, তা হলে জীবনে কখনও এমন অসৎ সঙ্গে মিশবো না, পিসিমা কার মুখে গঙ্গায় নাইতে গিয়ে শুনেছেন যে, বৈদ্যনাথে এই সাধুবাবা মোকদ্দমার ফলাফল বলতে পারেন, তাই তিনি খরচা দিয়ে আমায় এখানে পাঠিয়েছেন, আমার ফলাফল জানতে (তাড়াতাড়ি দ্রুতবেগে অগ্রসর হইয়া, করজোড়ে) (প্রকাশ্যে) দোহাই বাবা, আমি কোন লোকের প্ররোচনায় পড়ে ভীষণ জালে জড়িত হয়েছি, দোহাই বাবা আমায় বলে দিন, আমি এ মোকদ্দমায় খালাস পাবো কি না?

(অতুলের কথা শুনিয়া ধ্যানস্থ যোগী অতুলের দিকে চাহিয়া পুনরায় চক্ষু মুদিল)।

আশু (স্বগত) মস্কিল করেছে, এ অতুল না? সর্ব্বনাশ! ফেরার হয়েও উপায় নেই বোধ হয়, ও আমায় চিনতে পারেনি, আর যদি চিনে থাকে সর্ব্বনাশ, জেলতো খাটতেই হবে, আর এই পাঁচজন ভদ্রলোক ও ভদ্রমহিলা যাহারা অকপটে ভক্তিভরে আমার পুজো করছে, আমার ভণ্ডামি জানতে পারলে আমায় মেরেই খুন করবে, বোধ হয় অতুলের কিছু হয়নি, ওকে আড়ালে ডেকে ওর হাতে পায়ে ধরে বলি আমায় রক্ষা কর।

(যোগী চক্ষু খুলিয়া অতুলের দিকে চাহিল)

সকলে (উচ্চৈঃস্বরে) জয় বাবা ধীবানন্দ স্বামী কি জয়, জয় বাবা ধীবানন্দ স্বামী কি জয়!

একজন। মৌনী বাবা এইবার চোখ খুলেছেন ; এইবার আমাদের উপর দয়া করবেন।

অতুল। দোহাই বাবা, দয়া করে আমায় বলুন, আমি কি জেল থেকে খালাস পাবো ? আমার পিসিমা, আমার স্ত্রী সকলেই আমার জন্যে উৎসুক হয়ে আছে, কাল সোমবার আমাদের মোকর্দ্দমার রায় বেরুবে, আমার আজ রাত্রিরেই ফিরে যেতে হবে, দোহাই বাবা দয়া করুন।

(যোগী ইঙ্গিত করিয়া অতুলকে ডাকিল, অতুলকে লইয়া পার্শ্বের ঘরে প্রবেশ করিল, অতুল বাহির হইয়া)

অতুল। এ সাধু নয়, এ ভণ্ড জালিয়াত ! এর নামে ওয়ারেণ্ট আছে, পুলিশে খবর দাও।

(যোগী জটা ছাড়িয়া বাহির হইয়া আসিল)।

[দারগা ও একজন কনেষ্টবলের প্রবেশ]

দারগাবাবু, এই ভণ্ডযোগী জালিয়াত আশুতোষ মিত্র, যে ভীষণ Insurance fraud caseএ ফেরার আসামী, আমিও সেই মোকর্দ্দমার একজন আসামী ; বোধ হয় আপনি খবরের কাগজে এ মোকর্দ্দমার বিষয় পড়ে থাকবেন।

দারগা। (কনেষ্টবলের প্রতি) তেওয়ারী, ইস্‌কো Hand-Cuff লাগাও। তাইতো বলি বৈদ্যনাথে অল্পদিন এসে, কোন যোগীতো এমন আসর জমাতে পারেনি, ও বাবা এ যে ধুগুড়ির ভেতর খাসা চাল, চলুন এখন হরিণবাড়ী ! অতুলবাবু আজ রাত্রেই আপনার সঙ্গে আমায়ও এই আসামীকে নিয়ে কোলকাতায় যেতে হবে।

[একজন ব্যতীত সকলের প্রস্থান]

একজন। ও বাবা এমন ভণ্ডামী লোকে করতে পারে, ক'দিন খুব আরামেই কাটিয়ে দিলে।

[পুনরায় আশুকে লইয়া দারগা ও কনেষ্টবলের প্রবেশ]

দারগা। বলি আপনার জটা কোথায় রেখেছেন?

আশু। আজ্ঞে ঐ পাশের ঘরে।

দা। তেওয়ারী জটা লেআও।

(কনেষ্টবল জটা আনিল)

বড় সুন্দর জটা তৈরি করিয়েছেন ত? এমন জটা ত কখনও দেখিনি, এ পরলে পর-চুল বোলে ধরে কার বাবার সাধ্যি। বলি, এটা কোথা থেকে কিনে ছিলেন?

আশু। আজ্ঞে কোলকাতায় Watson & Summer এর বাড়ী থেকে, এর দাম দেড়শো টাকা।

দারগা। তা এতে অনেক দেড়শো টাকা তুলে নিয়েছেন, এখন চলুন।

[সকলের প্রস্থান]

পঞ্চম গর্ভাঙ্ক

—:o:—

(কলিকাতা পুলিশকোর্ট, উকিল, ব্যারিষ্টার ও জনতাপূর্ণ আদালত, সকলে চেয়ারে উপবিষ্ট, দরজায় একজন সার্জেন্ট ও পাহারাওয়ালাদ্বয় দণ্ডায়মান, ম্যাজিষ্ট্রেটের প্রবেশ, সকলে উঠিয়া দাঁড়াইল পরে উপবেশন)

কোর্টক্লার্ক। The absconder Ashutosh Mitra, in connection with this case has been arrested at

Baidyanath Dham by the local police with the help of Atul Chandra Chatterjee, one of the accused in this case, and has been brought down to Calcutta under police escort

ম্যাজিষ্ট্রেট। Oh! is it? Let us proceed with the case.

কোর্টক্লার্ক। আসামী নভোমোহন মুখোপাধ্যায।

পাহারা। আসামী নভোমোহন মুখোপাধ্যায হাজিব—(২ বাব)

কোর্টক্লার্ক। আসামী বিহাবীলাল দাস।

পাহারা। আসামী বিহাবীলাল দাস হাজিব—(২ বাব)

কোর্টক্লার্ক। আসামী নীবদা দাসী।

পাহারা। আসামী নীবদা দাসী হাজির—(২ বাব)

কোর্টক্লার্ক। আসামী ডাক্তাব কে, সি, গুপ্ত।

পাহারা। আসামী ডাক্তাব কে, সি, গুপ্ত হাজিব—(২ বাব)

কোর্টক্লার্ক। আসামী অতুলচন্দ্র চট্টোপাধ্যায।

পাহারা। আসামী অতুলচন্দ্র চট্টোপাধ্যায হাজিব—(২ বাব)

কোর্টক্লার্ক। আসামী আশুতোষ মিত্র।

পাহারা। আসামী আশুতোষ মিত্র হাজিব—(২ বাব)

(পুলিশ একে একে সকল আসামীদেব যথাসমযে কাটগডায হাজিব কবিল)।

ম্যাজিষ্ট্রেট। (আশুব দিকে লক্ষ্য কবিযা) Is he the absconder ?

কোর্টক্লার্ক। Yes, Sir

ম্যাজিষ্ট্রেট। (আশুব প্রতি লক্ষ্য কবিযা) তুমি পলাতক ছিলে,

সেইজন্য এই মামলার শুনানী তোমায় বাদ দিয়া করা হইয়াছে, তুমি কি তোমার মামলা স্বতন্ত্র করাইতে চাও ?

আশু। হুজুর না।

ম্যাজিষ্ট্রেট। তুমি দোষী কি নির্দ্দোষী ?

আশু। আজ্ঞে হুজুর। আমি দোষী, আমায় শাস্তি দিন।

ম্যাজিষ্ট্রেট। তুমি ছদ্মবেশে পলাতক ছিলে কেন ?

আশু। হুজুর প্রাণের ভয়ে।

ম্যাজিষ্ট্রেট। তুমি জান না কি বৃটীশ রাজত্বে কোন আসামীরই কোথাও পালাইয়া নিস্তার নাই।

(ম্যাজিষ্ট্রেট সকলের দিকে চাহিয়া)

আমি তোমাদের সকলকে সেসন্ সোপর্দ্দ করিতাম, তোমরা যেরূপ অপরাধ করিয়াছ, তাহাতে তোমাদের শাস্তি অধিকতর হইত। তোমরা সকলেই ভদ্র-সন্তান, আমার ক্ষমতায় যতটুকু শাস্তি দিবার সীমা আছে তাহারই মধ্যে বিবেচনা করিয়া প্রত্যেককেই যেরূপ শাস্তি দেওয়া উচিৎ, তাহাই দিতেছি, এবং আশা করি আর কোন ভদ্রসন্তান তোমাদের দৃষ্টান্তে ভবিষ্যতে এরূপ পাপ কার্য্যে আর লিপ্ত হইবে না।

(নভোর দিকে চাহিয়া) তুমি একজন শিক্ষিত ভদ্র-সন্তান, কিন্তু তুমি যেরূপ গুরুতর অপরাধ করিয়াছ, তাহাতে তোমায় আমি তিন বৎসর সশ্রম কারাদণ্ড দিলাম। এ জালিয়াতী তোমারই মস্তিষ্ক চালনার ফল।

নভো। হুজুর, আমায় আরও বেশী শাস্তি দিন। আমি অনেক পাপ করেছি, অভাবের তাড়নায় নিজের দোষে, আমি আমার সতী-সাধ্বী স্ত্রীকে এক-প্রকার হত্যার অপরাধে অপরাধী।

ম্যাজিষ্ট্রেট। আসামীকে নিয়ে যাও।

(পাহারাওয়ালা নভোকে লইয়া গেল)

ম্যাজিষ্ট্রেট। (বিহারীর প্রতি লক্ষ্য করিয়া) বিহারীলাল দাস, বুঝিলাম তুমি নভোমোহনের হাতের কলের পুতুল ছিলে। সে তোমায় যখন, যে ভাবে যে দিকে ফিরাইয়াছে তুমি জ্ঞানশূন্য হইয়া তাহা করিয়াছ। তোমাকেও আমি তিন বৎসর সশ্রম কারাদণ্ড দিলাম।

(পাহারাওয়ালা বিহারীকে লইয়া গেল)

ম্যাজিষ্ট্রেট। নীরদা দাসী, তুমি বিহারীর রক্ষিতা বেশ্যা, বিহারী তোমায় যা করিতে বলিয়াছে তুমি তাহাই করিয়াছ। তুমি স্ত্রীলোক বলিয়া আমি তোমায় এক বৎসর সশ্রম কারাদণ্ড দিলাম; আশা করি ইহাতেই তোমার জ্ঞান হইবে।

(পাহারাওয়ালা নীরদাকে লইয়া গেল)

ম্যাজিষ্ট্রেট। আশুতোষ মিত্র, তুমি ভণ্ড! পয়সার লোভে তুমি বৃদ্ধ হইয়াও যুবকদের সহিত মিশিয়া যে ভীষণ অপরাধ করিয়াছ, যাহা আমি সাক্ষীদের মুখ হইতে ও পুলিশের নিকট অবগত হইয়াছি, তাহাতে তোমার সকলের অপেক্ষা অধিক শাস্তি হওয়া উচিত ছিল। তুমি তোমার মামলার শুনানী স্বতন্ত্র করাইতে চাহিলে, আমি তোমায় সেশন সোপর্দ্দ করিতাম। তুমি বৃদ্ধ হইয়াছ বলিয়া তোমায় দুই বৎসর সশ্রম কারাদণ্ড দিলাম, আর তুমি ছদ্মবেশে ভণ্ড সাধু সাজিয়া যে সাধারণকে ঠকাইয়াছ, সেই অপরাধে আরও এক বৎসর তোমায় কঠিন শাস্তি ভোগ করিতে হইবে।

আশু। (হাত জোর করিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে) হুজুর, আমি তিন বৎসর জেল খেটে বাঁচবো না; শাস্তির সময় কিছু কমিয়ে দিন।

ম্যাজিষ্ট্রেট। আসামীকে নিয়ে যাও।

(পাহারাওয়ালা আশুকে লইয়া যাইতেছে)

আশু। (যাইতে যাইতে স্বগত) হে মা কালী, তোমার মনে এই ছিলো মা, বুড়ো বয়সে শেষে ঘানী টানালে।

ম্যাজিষ্ট্রেট। ডাক্তার কে, সি, গুপ্ত, আপনি একজন শিক্ষিত ডাক্তার, কিন্তু অর্থের লোভে, আপনি আপনার দায়িত্ব-জ্ঞান হারাইয়া যে কাজ করিয়াছেন, হইতে পারে বিশ্বাসের উপর, কিন্তু আইনের চক্ষে আমি আপনাকে শাস্তি না দিয়া থাকিতে পারিলাম না। আপনাকে ছয় মাসের জন্য সশ্রম কারাদণ্ড দিলাম।

ডাঃ গুপ্ত। হুজুর যথার্থই নভোমোহন অতিরিক্ত অর্থ দিয়া তাহার উপর বিশ্বাসের আস্থা স্থাপন করিয়াছিল। সেই বিশ্বাসেই কর্ত্তব্যের শিথিলতা করিয়া, বিহারীর মৃতদেহ না দেখিয়া বিশ্বাসের উপর Death Certificate দিয়াছি। বুঝিতে পারি নাই একজন শিক্ষিত উচ্চবংশীয় ভদ্র-সন্তান এরূপ ভীষণ জালিয়াতী করিতে পারে। আমার দৃষ্টান্তে আশা করি প্রত্যেক ডাক্তারই তাহার নিজের দায়িত্ব এরূপ স্থলে বজায় রাখিবেন। এখন বেশ উপলব্ধি করছি কাহাকেও বিশ্বাস করা উচিত নয়।

(পাহারাওয়ালা ডাক্তার গুপ্তকে লইয়া গেল)

ম্যাজিষ্ট্রেট। অতুলচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, তুমি একজন ভদ্রবংশীয় উচ্চ শিক্ষিত যুবক, তুমিও অর্থের লোভে জ্ঞান-শূন্য হইয়া আপন

কর্ত্তব্য ভুলিয়া গিয়াছ। তুমি যদি তোমার কার্য্যের যে টুকু দায়িত্ব তাহা বজায় রাখিতে, তাহা হইলে এরূপ কখনই হইত না। যাহা হউক, তুমি পুলিশকে আগাগোড়া যথেষ্ট সাহায্য করিয়াছ নিজের দোষ স্বীকার করিয়া কোন কথা গোপন কর নাই, সেই জন্য তোমায় আমি বে-কসুর খালাস দিলাম। কোম্পানীব সেক্রেটারী মিঃ হ্যারিস তাঁহার জবানবন্দীতে বলিয়াছেন যে, তুমি বোকার মত কাজ করিয়াছ এবং তাঁহারও সম্পূণ বিশ্বাস তোমার কোন কু-অভিসন্ধি ছিল না, তবে কর্ত্তব্যজ্ঞান একেবারে হারাইয়াছিলে।

অতুল। (হাত জোড় করিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে) হুজুর, ধর্ম্মাবতার, ভগবান আপনাব মঙ্গল করুণ, আর মঙ্গল করুণ আমার সদাশিব সেক্রেটারী মিঃ হ্যারিসের। আমি এই বিচারালয়ে ধর্ম্মসাক্ষী করে শপথ করছি জীবনে আর কখনও এমন ভুল করবো না। আমার দৃষ্টান্তে আশা করি আমার সহকর্ম্মী ভাইগণ প্রত্যেকেই নিজ নিজ দায়িত্বপূর্ণ কর্ত্তব্য সম্পূর্ণ বজায় রাখতে চেষ্টা করবেন। লোকের মুখে শুনিয়া, নিজে ভালরূপ অনুসন্ধান না করিয়া ও সম্পূর্ণ সন্তুষ্ট না হইয়া যেন আমার মত অলীক রিপোর্ট ভবিষ্যতে কেহ কোন কোম্পানীতেই না দেন। এজেণ্টের কার্য্যের দায়িত্ব কতদূর, এবং কর্ত্তব্য-শীথিলতায় কি গুরুতব অপরাধ হইতে পারে, তাহা আমাকে দেখিয়া, আশা করি, প্রত্যেক বীমা-কর্ম্মীরই শিক্ষা হইবে।

ম্যাজিষ্ট্রেট। (সকলের দিকে চাহিয়া) Thus the case is finished. (ম্যাজিষ্ট্রেট উঠিয়া গেলেন)

[সকলের প্রস্থান]

ষষ্ঠ গর্ভাঙ্ক

——:০:——

কাশীধাম—মণিকর্ণিকাব ঘাট—গভীর রাত্রি

(উন্মাদিনী বেশে হেমনলিনীর প্রবেশ)

হেম। আর কেন, একে একে ত সব ফুরিয়ে গেল, আমার বলে যারা ছিল তারা চলে গেছে! প্রভু! স্বামী, ওহো, কত জ্বালা সহেছো, আমাব ভয়ে মুখ ফুটে সব সময়েই নিজের দুঃখ নিজের শোক প্রকাশ করতে পারো নি, নিজের বুকে চেপেই রেখেছিলে। বৌমা! মা লক্ষ্মী আমার, বড় জ্বালায় জ্বলে শান্তি পেয়েছো মা, চিরশান্তিতেই বিশ্রাম কব। তোমার রণু, তোমাব বড় সাধেব বড় আদরেব রণুকে যাদের ধন তাদের কাছে গচ্ছিত কবে দিয়েছি, মানুষের অদৃষ্ট কি এমনই হয়? ওহো! যখন দিলীপের বিয়ে দিয়েছিলাম, তখন কি আনন্দ, কি হাসি, কি উল্লাস! ভগবান, কি অপরাধে অপরাধী আমরা, যে আমাদেব সোনার সংসার ছারখার হয়ে গেল? আমাব প্রাণ কি কঠিন, একে একে বসে বসে সব খেলুম! ওই যে ওই নীল আকাশে কর্ত্তা আমায় ডাকছেন। ওই যে তাঁরি পার্শ্বে আমার দিলীপ, আর আমার বৌমা—দেখি দেখি? ও কে হেঁসে হেঁসে তাদের পার্শ্বে ছুটে বেড়াচ্ছে, ও বুঝেছি, ওযে আমার অনু। কর্ত্তা বড় জ্বালায় জ্বলে গিয়েছ, তোমার বুকের সমস্ত পাঁজরগুলো ঝাঁজরা হয়ে গিয়েছে, আর আমি রাক্ষুসি পাষাণে আমার

বুক তৈরী, বসে বসে সব সহ্য করছি। বুকখানাও ত ফাটে না? (বক্ষে করাঘাত) বৌমা ডাকছো? যাই, যাবো—যাবো—আমিত তোমার রণুকে তাঁর ঠাকুমার কাছে রেখে দিয়েছি, আমার কর্ত্তব্যের আর বাকী কি মা? বড় জ্বালায় জ্বলে পুড়ে বাবা বিশ্বনাথের স্থানে এসেছি, শুধু তাঁরই চরণে আশ্রয় নেব বলে, আর রণুকে তার ঠাকুমার কাছে গচ্ছিত করে দেব বলে। আহা! সে যে বড় অভাগা; মাতৃহারা বালক দিনরাত মুখ বিমর্ষ করে রয়েছে। এমন রাক্ষস বাপ যে তার মা টাকেও মেরে ফেল্‌লে! কর্ত্তা সরে যেয়ো না, সরে যেয়ো না, পালিও না, কখনও আমায় কোথায়ও ফেলে রাখোনি, তবে আজ কেন এমন নিষ্ঠুর হচ্ছো? এত কাঁদছি, এত চক্ষের জলে বুক ভেসে যাচ্ছে, এখন কেন এমন কঠিন হচ্ছ? ফিরে চাও, কাছে ডেকে নাও; যদি দোষ করে থাকি, রাগ কোরো না, তোমার চির আদরের আদরিণী আমি, তোমার গৌরবে চিরগরবিণী আমি, আমায় আর কষ্ট দিও না। আমি কার কাছে থাকবো, কার কাছে দাঁড়াবো? বাবা বিশ্বনাথ! বড় জ্বালা, বড় জ্বালা দয়াময়! অভাগিনী কন্যাকে শান্তি দাও। শান্তি দাও মা, পুণ্যতোয়া স্রোতোস্বিনী গঙ্গে, তোমার পুণ্য-সলিলে আমার প্রাণ ঠাণ্ডা কর মা। জানি না, বাঁচলে অদৃষ্টে আরও কি আছে, না না, বাঁচতে পারবো না, আমার বাঁচা হবে না, আর জ্বালা সইবার ক্ষমতা নেই। ওই যে পিছনে খস্ খস্ শব্দ হচ্ছে কিসের, কে আস্‌ছে দেখি? (পশ্চাৎ ফিরিয়া) কে দেখি দেখি, ও বুঝেছি, ওযে অক্ষয় ঠাকুর, আমায় ধরতে আস্‌ছে, ঠাকুর, ধোরো না, ধোরো না, বড় জ্বালায় জ্বলছি,

শান্তি পাবো বলে মার কোলে জুড়াতে এসেছি; ভগবানের ইচ্ছাই পূর্ণ হোক। এই ত আমার পরিণাম! (জলে ঝম্প প্রদান)।

[বেগে অক্ষয় ঠাকুরের প্রবেশ]

অক্ষয়। মা মা জননী আমার, কি করলি মা? ভগবান! দেউটীতে শেষ একটী দীপ মিট্ মিট্ করে জ্বলছিলো, তাও নির্ব্বাণ করে দিলে! দয়াময় তোমারই ইচ্ছা পূর্ণ হউক। জয় বাবা বিশ্বনাথ! জয় বাবা বিশ্বনাথ!

যবনিকা।